উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৫,৩০১.২৬ (+১১৩১.৩১)
নিফটি : ২২,৮৩৪.৩০ (+৩২৫.৫৫)

**নাগপুরে হিংসার আগুন**
গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র নাগপুর। সোমবার জ্বলে উঠল হিংসার আগুন। ঘটনায় জখম প্রায় ৪০ পুলিশকর্মী। গ্রেপ্তার অন্তত ৫০ জন। শহরে জারি কার্ফিউ। » ১০

**বিদেশিদের পছন্দে তৃতীয় বাংলা**
পর্যটনে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাংলা। পর্যটনমন্ত্রকের তথ্য বলছে, বিদেশিদের পছন্দে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে দাঁড়িয়ে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩৪° | ৩৫° | ৩৫° | ৩৪° |
| সর্বনিম্ন | ১৮° | ১৬° | ১৬° | ১৬° |

**তসলিমাকে ফেরানোর প্রস্তাবে আপত্তি সুমনের** » ৭

৫ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 19 March 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 298

### রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া সাতালিতে

# ঘরে মায়ের দেহ নিয়ে বাস

**সমীর দাস**

সাতালি চা বাগানের ফিটার লাইনের মৃত বৃদ্ধার বাড়ির সামনে জটলা।

**হাসিমারা, ১৮ মার্চ :** ঘরে পড়ে মায়ের মৃতদেহ। এদিকে নির্বিকার ছেলে। শেষপর্যন্ত পচা গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি সেই ছেলেকেও আটক করে নিয়ে গিয়েছে। কালচিনি ব্লকের সাতালি চা বাগানের এই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে ২০১৫ সালে কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটের সেই ঘটনাকে। সেখানে ঘরে দিদির মৃতদেহ আগলে দীর্ঘদিন ধরে বাস করছিলেন পার্থ রায়।

সাতালি চা বাগানের ফিটার লাইনের বাসিন্দা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক সোমালি তিরকি (৬৮)। সোমবার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। প্রতিবেশীরা সোমালির বাড়িতে যান। দরজা বন্ধ থাকায় জানলা খুলে তাঁরা দেখতে পান বৃদ্ধার দেহ বিছানায় পড়ে রয়েছে। প্রতিবেশীরা এরপর খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ সোমবার রাত ১১টা নাগাদ ওই বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে। বাড়িতে বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে থাকত ছেলে অমিত তিরকি। তার কথাবার্তায় কিছুটা অসংগতি থাকায় পুলিশ অমিতকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী মঙ্গলবার বলেন, 'আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

প্রতিবেশীদের দাবি, শুক্রবার অমিত মদ্যপ অবস্থায় মাকে মারধর করেছিল। প্রতিবেশীদের ধারণা, সম্ভবত শুক্রবার রাতেই বৃদ্ধা মারা গিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশও বলছে, বৃদ্ধার মৃত্যু কয়েকদিন আগেই হয়েছে। বৃদ্ধার দেহ পচন না ধরলেও দেহের ওপর মাছি ভনভন করছিল। দেহটি পড়েছিল বলেই দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল।

বৃদ্ধার বড় মেয়ে মুন্নির বিয়ে হয়েছে হাসিমারার মধু চা বাগানে। ছোট মেয়ে চান্দুর বিয়ে হয়েছে জয়গাঁর তোর্ষা চা বাগানে। তাঁরা কোনও মন্তব্য করেননি। ঘটনার পর অমিতের দুই দিদি ও ভগ্নীপতি বাগানে চলে এসেছেন। তাঁরা সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাননি। মঙ্গলবার ওই বৃদ্ধার বাড়ির সামনে কয়েকজন প্রতিবেশী বসেছিলেন। অমিতের দিদিরা তাঁদের রীতিমতো শাসিয়ে দিয়েছেন যাতে সংবাদমাধ্যমের কাছে কেউ মুখ না খোলে। থানায় গিয়ে দিদি ও ভগ্নীপতিরা জানিয়েছেন, সোমালি নিয়মিত মদ্যপান করতেন। সেকারণেই নাকি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর জন্য ভাইকে কোনওভাবেই দায়ী করছেন না দুই দিদি ও ভগ্নীপতিরা। পুলিশে কোনও অভিযোগও জানাননি।

বৃদ্ধার দুই মেয়ে ও জামাই কোনও মন্তব্য না করলেও, একাধিক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, অমিত মদ খেয়ে মাঝেমধ্যেই মাকে মারধর করত। বৃদ্ধা নাকি ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেশ কিছুদিন মেয়েদের বাড়িতে বাস করেছিলেন। মা অবসর নেওয়ার পর বছর ত্রিশের অমিত বাগানে শ্রমিকের কাজ পায়। সে বাগানের কারখানায় কাজ করত। শুক্রবার থেকে চারদিনের জন্য বাগানে হোলি উৎসবের ছুটি ছিল।

এরপর আটের পাতায়

**রহস্য বাড়ছে**

- শুক্রবার দেখা গিয়েছিল ছেলে অমিত ও মা সোমালিকে
- তারপর সোমালিকে আর বাড়ির বাইরে দেখা যায়নি
- অমিতও উধাও হয়ে গিয়েছিল
- সোমবার অমিত এলাকায় ফিরে আসে
- সেদিন রাতেই ঘর থেকে মেলে সোমালির দেহ

# ট্রাস্টের আড়ালে কালো টাকা সাদা

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ অনেকটা এইরকম। তাঁর স্ত্রীর নামে তৈরি ট্রাস্টটিকে বানিয়েছিলেন কালো টাকা সাদা করার কারখানা। ইডি, সিবিআই বা অন্য কেউ নয়, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামাইয়ের বয়ানে সেই তথ্য উঠে এসেছে। ওই তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জনকে নগদে টাকা দিতেন পার্থ। কমিশন কেটে রেখে সেই টাকার অংশ বাবলি চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টে জমা দিতেন তাঁরা।

পার্থর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য মঙ্গলবার নগর ও দায়রা আদালতের ২০ নম্বর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গোপন জবানবন্দিতে আরও বেশ কিছু বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কল্যাণ রাজসাক্ষীও হতে চেয়েছেন। ফলে ইডি'র মামলায় জামিন পেলেও জামাইয়ের কারণে তৃণমূল মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্যের বিপদ বাড়ল বলে আইনজীবীরা মনে করছেন।

শ্বশুর কীভাবে, কত কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ কল্যাণ গোপন জবানবন্দিতে দিয়েছেন। শ্বশুরের নির্দেশে একরকম বাধ্য হয়ে তিনি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে কল্যাণ বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। ওইসব তথ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল পার্থর স্ত্রী বাবলি চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ট্রাস্টের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার ছক।

প্রভাবশালী শ্বশুরের নির্দেশ মানতে গিয়ে তাঁকে বিপাকে পড়তে হয়েছে জানিয়ে কল্যাণময় তাঁর অপরাধ মার্জনা করার আবেদন জানান আদালতে। এরপর আটের পাতায়

**পার্থর জামাইয়ের জবানবন্দি**

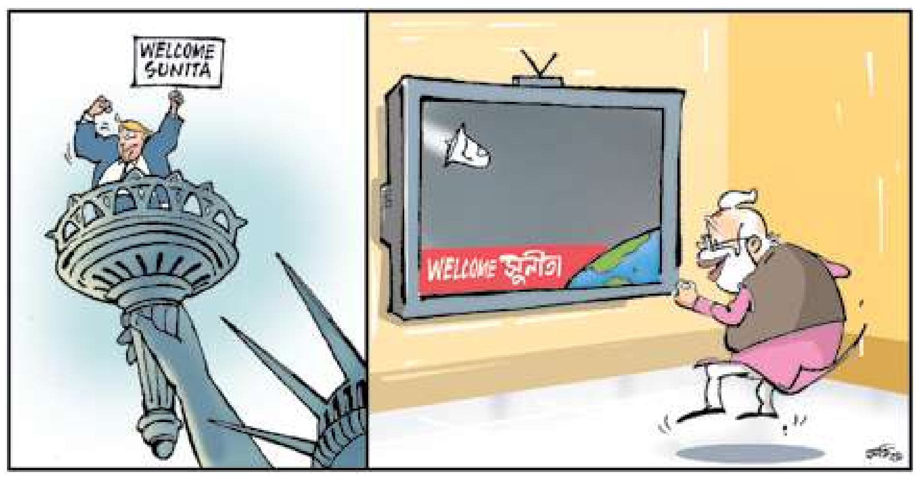



# সুনীতাদের প্রতীক্ষায় রাত জেগে বিশ্ব

**ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** কাউন্ট ডাউন শুরু। সব ঠিক থাকলে এই প্রতিবেদন দিনের আলো দেখার আগে বুধবার কাকভোরে প্রতীক্ষার অবসান হবে। পৃথিবীতে ফিরবেন সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গীরা। দীর্ঘ নয় মাস পর আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে মঙ্গলবার রওনা হয়ে গিয়েছেন সুনীতা, বুচ উইলমোর ও আরও দুজন।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিটে (ভারতীয় সময় বুধবার ভোর ৩টা ২৭ মিনিটে) আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূলে সমুদ্রের জলে তাঁদের অবতরণ নির্ধারিত আছে। স্পেসএক্সের ক্রু ড্রাগন মহাকাশযানের এই সফরের জন্য নির্ধারিত আছে ১৭ ঘণ্টা।

মহাকাশযানে স্বাভাবিক জীবনের সমস্ত পরিকাঠামো মজুত সুনীতাদের জন্য। নাসা জানিয়েছে, মহাকাশযানেই খাওয়াদাওয়া ও প্রয়োজনমতো বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকছে। ঘুমের ব্যাঘাত ঠেকাতে সুনীতাদের কাছে 'ডু নট ডিস্টার্ব' লেখা সুইচও দেওয়া আছে।

গত বছরের ৫ জুন মহাকাশে গিয়েছিলেন সুনীতারা। আটদিনের মধ্যে ফেরার কর্মসূচি থাকলেও মহাকাশযানের যান্ত্রিক ত্রুটিতে সেই মিশন বাতিল হয়। দিনের পর দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন হয়ে ওঠে তাঁদের ঘরবাড়ি।

দীর্ঘ এই সময় অবশ্য অলসভাবে কাটাননি সুনীতা এবং বুচ। নয় নয় করে ১৫০টির বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন। অবশেষে মঙ্গলবার মহাকাশকেন্দ্র থেকে বিদায় নিয়েছেন তাঁরা। ওঁদের সঙ্গে রওনা হয়েছেন নিক হেগ এবং আলেজান্ডার গোরবুনভ নামে আরও দুই নভশ্চর।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতার জন্য অধীর অপেক্ষা ভারতেও। ইতিমধ্যে তাঁর কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে সুনীতাকেই চিঠি লিখেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লিখেছেন, 'আমরা ১৪০ কোটি ভারতীয় সবসময় আপনার কৃতিত্বে গর্ববোধ করি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও আপনি আছেন আমাদের হৃদয়জুড়ে। ভারতবাসী আপনার সুস্থতা এবং সাফল্য কামনা করেন।'

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমেরিকার বর্তমান ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে যখনই তাঁর কথা হয়েছে,

এরপর আটের পাতায়

**কে কতদিন মহাকাশে**

| | |
|---|---|
| ওলেগ কোনোনেঙ্কো | ১,১১০ |
| গেন্নাদি পদলকা | ৮৭৮ |
| সের্গেই ক্রিকালেভ | ৮০৩ |
| আলেকজান্ডার কালেরি | ৭৬৯ |
| সের্গেই আব্দেভ | ৭৪৭ |
| পেগি হুইটসন | ৬৭৫ |
| ফিওদর ইউরচিকিন | ৬৭২ |
| ইউরি মালেনচেঙ্কো | ৬৪১ |
| সুনীতা উইলিয়ামস | ৬০৯ |

**কথায় কথায়**

# বিদর্ভের আত্মঘাতী কৃষকরা ও অনেক প্রশ্ন

**আশিস ঘোষ**

আরও একটা সংখ্যা। একটা নাম। মহারাষ্ট্রের আত্মঘাতী কৃষকদের লম্বা তালিকায় জুড়েছে আরও একজনের নাম। কৈলাস অর্জুন নাগাড়ে। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের চাষিদের আত্মহত্যা সত্যি বলতে এখন আর তেমন নাড়া দেয় না। এত আত্মহননের ঘটনা সেখানে যে তা নিয়ে বিরাট কিছু হইচই না হলে, খবর হয় না আলাদা করে।

তবু কৈলাসের খবরটা নজর টানে এত কিছুর মধ্যে। মহারাষ্ট্রের অমরাবতী ডিভিশনের বিদর্ভের গায়ে লাগা বুলধানার শিবনি আরমাল গাঁয়ের চাষি কৈলাস। বয়স ৪৩ বছর। বিষ খেয়ে মারা গিয়েছেন। এত মৃত্যুর ভিড়েও কৈলাস খবর হয়েছেন, কারণ তিনি ২০২০ সালে মহারাষ্ট্র সরকারের যুব কিষান পুরস্কার পেয়েছিলেন। গোটা এলাকায় কৈলাস ছিলেন সুপরিচিত কৃষক নেতা। সকলেই জানত তাঁর নাম। গত বৃহস্পতিবার গ্রামের একটা খেতে পাওয়া গিয়েছে তাঁর দেহ।

তো সেই পুরস্কৃত কৃষক নেতা নিজেকে শেষ করলেন কেন? অন্যদের মতো মহাজনের ঋণের ফাঁস নয়, খরায় ঝলসে যাওয়া খেতের জন্য নয়। কৈলাস কেন বিষ খেয়েছেন তা জানিয়ে গিয়েছেন তিন পাতার একটা চিঠিতে। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই চিঠি। তাতে তিনি নিজের কোনও কথা লেখেননি। লিখেছেন, আশপাশের ১৪টি গ্রামের চাষের সেচের জন্য জলের কথা। লিখেছেন, এই জলের দাবিতে গতবছর দশদিনের অনশন করার কথা।

এরপর আটের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

# বিয়েতে অমত, যৌনপল্লিতে আশ্রয় তরুণীর

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** বাড়ির অমতে পছন্দের পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করতে চেয়ে নয়, বাড়ির লোকজনের ঠিক করা পাত্র পছন্দ নয় বলে ঘর ছেড়েছিলেন তরুণী। ঘর ছেড়ে কোথায় যাবে ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এক বান্ধবীর কাছে আশ্রয় নেওয়ার। সেই বান্ধবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ইনস্টাগ্রামে। মালবাজারের তরুণী বাড়ি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর বান্ধবীর বাড়িতে, আলিপুরদুয়ারের যৌনকর্মীদের পল্লিতে। সপ্তাহখানেক সেখানে কাটাবার পর মঙ্গলবার সকালে সেই তরুণীকে উদ্ধার করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।

পুলিশ বলছে, বড় কোনও ঘটনাও ঘটে যেতে পারত। কারণ, যৌনকর্মীদের পল্লি থেকে সেই তরুণীকে মঙ্গলবারই অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল বলে জানা গিয়েছে। এর পিছনে পাচারের গল্প রয়েছে কি না, তা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। যদিও তার আগেই মেয়েটিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানার এক আধিকারিক বলেন, 'মালবাজার থানায় নিখোঁজের অভিযোগ করা ছিল। খোঁজ চালিয়ে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ওই তরুণীকে উদ্ধার করা গিয়েছে।'

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল গতবছর। সম্প্রতি এক তরুণের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাঁর। ম্যারেজ রেজিস্ট্রিও হয়। তার মধ্যেই আলিপুরদুয়ারের যৌনপল্লি এলাকার আরেক তরুণীর সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে তাঁর যোগাযোগ হয়। চলতি মাসেই তাঁর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল। সব ঠিকঠাক ছিল। তবে বিয়ের আগের দিন ওই তরুণী পালিয়ে যায়। মোবাইল বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করতে পারেননি পরিবারের লোকজন। শেষপর্যন্ত তাঁরা মালবাজার থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণীর খোঁজ পেতে পুলিশকেও বেগ পেতে হয়। শেষপর্যন্ত মোবাইল

ফোন চালু করতেই টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে তাঁর হদিস মেলে। আলিপুরদুয়ার শহরে তিনি রয়েছেন বলে জানতে পারার পর বাড়ির লোকদেরও জানানো হয়। শেষপর্যন্ত যৌনকর্মীদের পল্লি থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

এরপর আটের পাতায়

**কী কাণ্ড**

- মালবাজারের তরুণীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল
- পাত্র পছন্দ না হওয়ায় সামাজিক বিয়ের আগে বাড়ি ছাড়েন
- ইনস্টাগ্রামে আলাপ হয়েছিল এক বান্ধবীর সঙ্গে
- সেই বান্ধবীর কাছে আশ্রয় নেন
- সেই বান্ধবীর ঠিকানা আলিপুরদুয়ারের যৌনপল্লি

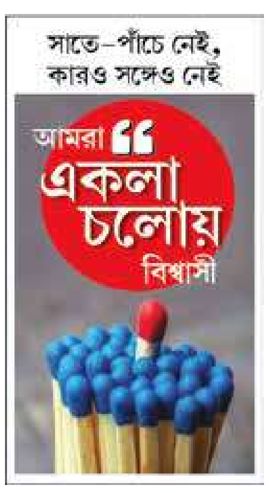



**এডিশন স্পেশাল**

### ৩৪০ কোটি খরচ করা নিয়ে দুশ্চিন্তা

» আটের পাতায়

**শৈশব ও মাতৃত্ব**

মায়ের সঙ্গে জলা পারাপার গন্ডার শাবকের। গরুমারায় গন্ডার শুমারি চলাকালীন ধরা পড়ল এই ছবি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, উত্তরে গন্ডারের দুই আবাসস্থল জলদাপাড়া ও গরুমারায় গত এক বছরে গন্ডারের সংখ্যা বেড়েছে ৪৫টি। ছবি : শুভদীপ শর্মা » খবর তিনের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

# বিদায় মঞ্চেও মাধব-মহাকাব্য

শ্রদ্ধায়, শোকে সকলের মাথা নত বালুরঘাটে। কারও হাতে ফুলের তোড়া, তো কারও চোখে শুধুই জল। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নেই, যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছেন না কেউ।

**পঙ্কজ মহন্ত**

**বালুরঘাট, ১৮ মার্চ :** এ দৃশ্য সাম্প্রতিককালে দেখেনি বাংলা।

মঞ্চে শেষশয্যায় অভিনেতা। নিথর তাঁকে ঘিরে আরও অনেক অভিনেতা। যাঁদের অনেকেই অভিনয় করেছেন প্রয়াতের সঙ্গে। ওখানেই শোকের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠে বললেন তাঁর বিখ্যাত নাটক দেবাংশীর অতি চেনা সংলাপ। তিনি শহরের পরিচিত অভিনেতা দীপঙ্কর চৌধুরী। 'তুই মুক নাম ধরে ডাকবা পারিস না? সবসময় দেবতা দেবতা ভাব করিস ক্যান?'

দেবাংশী নাটকে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী চরিত্রের অভিনেত্রী মোক্ষদাকে বলেছিলেন কথাগুলো।

তখনই সেরা মুহূর্ত তৈরি হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের নাটকের সর্বকালের অন্যতম সেরা চরিত্র হরিমাধবের শেষযাত্রার।

প্রাণের প্রিয় সেই বিখ্যাত ত্রিতীর্থের মঞ্চে হরিমাধব। সব চোখ তাঁর দিকে। শুধু তিনি নিজে আর কোনও কথা বললেন না।

এখন কলকাতায় এমন ব্যক্তিত্ব চিরবিদায় নিলে তাঁকে নিয়ে শোকমিছিল হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির নেতারাও দলবল নিয়ে আসেন শ্রদ্ধা জানাতে। দক্ষিণ দিনাজপুরের দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একজন কেন্দ্রের মন্ত্রী, একজন রাজ্যের। সুকান্ত মজুমদার বা বিপ্লব মিত্রেরা কেউই এদিন আসতে পারেননি শহরে। ফলে শেষযাত্রায় সেই অর্থে জনতার ঢল নামল না।

এসব যন্ত্রণা অবশ্য মুছে দিলেন শহরের নাট্যকর্মীরা। তাঁদের অনেককেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গেল। শহরের প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে এসেছিলেন জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও পুরসভার চেয়ারম্যান।

সোমবার রাতে বিশেষ নাট্যধারার পথিকৃৎ হরিমাধবের প্রয়াণের খবর বালুরঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আটের পাতায়

পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার আগে নাট্যমঞ্চে শেষশ্রদ্ধা। বালুরঘাটে।

# বালি তোলায় নাম জড়াল তৃণমূলের

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** নদীর বুকে দিব্যি হিউমপাইপ ফেলে বানিয়ে ফেলা হয়েছে রাস্তা। সেই রাস্তার ওপর দিয়ে চলাচল করছিল বালিবোঝাই ট্রাক। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর মঙ্গলবার অবশ্য কালকূট নদী থেকে আর বালি তুলতে দেখা যায়নি। তবে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেসব জায়গা থেকে বালি তোলার পিছনে হাত রয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের। এক প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি ও ব্লক স্তরের কয়েকজন নেতার নাম উঠে আসছে। নাম জড়াচ্ছে জেলা স্তরের এক নেতারও।

এমনিতে জেলায় বালি-পাথর তোলার অনুমতি নিয়ে জটিলতা থাকলেও মহাসড়কের কাজের জন্য ছাড় রয়েছে। সেই ছাড়ের সুযোগ নিয়েই দক্ষিণ মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি রোড এলাকায় কালকূট নদী থেকে নিয়ম ভেঙে তোলা হচ্ছে বালি। আর এলাকার তৃণমূল নেতারাই সেই বালি তোলার ভার পেয়েছেন বলে খবর। মহাসড়কের কাজের জন্য নদীর একটি জায়গা থেকে বালি তোলার বিশেষ অনুমতি রয়েছে। কিন্তু বালি তোলা হচ্ছে দুটি জায়গা থেকে। দ্বিতীয় জায়গা থেকে বালি তোলার কোনও অনুমোদন নেই। বিষয়টি সামনে আসতেই দুই জায়গা থেকেই বালি তোলা বন্ধ করে দিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা। তবে, নদীর ওপর হিউমপাইপ বসিয়ে বানানো সেই রাস্তা রয়েই গিয়েছে।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও নদী থেকে বালি তোলার জন্য রয়্যালটি দেওয়া হলে সেখানে যাতায়াতের রাস্তা তৈরির অনুমতিও দেওয়া হয়। সেচ দপ্তর সহ ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্তারা সরেজমিনে সেই জায়গা পরিদর্শনের পর সেই অনুমতি দেন। বিভিন্ন সময় নদীর গা ঘেঁষে রাস্তা বানাতে দেখা যায়। তবে এভাবে নদীর গতিপথ আটকে রাস্তা বানানো যায় না। কালকূট নদীর ওপর রাস্তা তৈরি করা হল কীভাবে, এরপর আটের পাতায়

**নদী আটকে**

- কালকূট নদী থেকে মহাসড়কের জন্য বালি তোলার অনুমতি
- এক জায়গা থেকে অনুমতি দিলেও দু'জায়গা থেকে তোলা হচ্ছিল
- নদীর গতিপথ আটকে রাস্তা বানাবার অনুমতি কেউ দেয়নি
- আপাতত দু'জায়গা থেকেই বালি তোলা বন্ধ

# ভুল দাঁত তুলে শ্রীঘরে

## ভুয়ো ডাক্তারের পর্দাফাঁস, জুটল চড়চাপড়

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ :** বাবা চেয়েছিলেন চিকিৎসক হয়ে বংশের নাম উজ্জ্বল করুক ছেলে। তাই ভুয়ো ডাক্তার সাজেন সঞ্জয় দত্ত ওরফে 'মুন্নাভাই'। এমনকি আস্ত একটা ভুয়ো নার্সিংহোম খুলে ফেলেন তিনি। সেখানে নার্স থেকে রোগী- সবই সাজানো। মাটিগাড়া থানার শালবাড়িহাটের ঘটনায় অবশ্য রোগী সত্যি, শুধু ডাক্তার মিথ্যে। অর্থাৎ ভুয়ো।

দোকানের সামনে জ্বলজ্বল করছে ক্লিনিকের নাম। সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে বসেন 'ডাক্তারবাবু' প্রহ্লাদ সিংহ। শালবাড়িহাটের আশপাশেও তাঁর যথেষ্ট নামডাক। পসরা জমজমাট। এতদিন বরাতজোরে সব ঠিকঠাক চলছিল, একটা ভুলেই যবনিকা পতন। ফাঁস হয়ে গেল সবকিছু। মুহূর্তের মধ্যে 'মুশকিল আসান' থেকে হয়ে গেলেন ভিলেন। জুটল চড়চাপড়। অভিযুক্তকে আটকে রেখে বিক্ষুব্ধরা খবর দেন পুলিশকে। আধিকারিকরা এসে যখন ডিগ্রির সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেন, তখন প্রহ্লাদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। বৈধ নথি দেখাতে না পারায় অবশেষে তার ঠাঁই হল শ্রীঘরে।

কীভাবে পর্দাফাঁস? স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বাস প্রধানের বছর দশেকের মেয়ে কয়েকদিন ধরে দাঁতের সমস্যায় ভুগছিল। তিনি মেয়েকে নিয়ে যান প্রহ্লাদের ক্লিনিকে। 'ডাক্তারবাবু' দাঁত পরীক্ষা করে নিদান দেন- ব্যথা হচ্ছে যেহেতু, তাই তুলে ফেলা উচিত। বিশ্বাস করে তার কথায় রাজি হয়ে যান বিশ্বাস। এরপরই ঘটে বিপত্তি।

সোমবার রাতে দাঁত তোলানোর পর মেয়েকে বাড়ি নিয়ে এসে ওই ব্যক্তি বুঝতে পারেন, যে দাঁতটি তোলার কথা ছিল, সেটার বদলে পাশের একটি দাঁত তুলে দিয়েছে প্রহ্লাদ। তড়িঘড়ি তিনি ওই ক্লিনিকে যান। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর শুরু হয় চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে। ধীরে ধীরে ভিড় জমান বিশ্বাসের প্রতিবেশীরা। 'ডাক্তারবাবু'র সার্টিফিকেট চাওয়া হলে, সেটা দেখাতে না পারায় শুরু হয় মারধর। পাশাপাশি ফোন করা হয় পুলিশকে।

ধৃত ভুয়ো দন্ত চিকিৎসক একতিয়াশালের প্রধান মোড়ের বাসিন্দা। কয়েকবছর আগে সে শালবাড়িহাটে নিজের ক্লিনিক খোলে। সেখানে চিকিৎসা করাতে আসতেন বিভিন্ন জায়গার মানুষ। জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে ধৃত দাবি করেছে, তার নাকি দাঁতের চিকিৎসায় কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অথচ কোনওরকম সার্টিফিকেট নেই। তবুও সে দিব্যি প্রেসক্রিপশন ছাপিয়ে নিজের নামের আগে 'ডাঃ' জুড়ে দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিল।

বিশ্বাসের কথায়, 'ধারণাই ছিল না এমন কিছু হতে পারে আমাদের এলাকায়। ওই ব্যক্তি এতদিন ধরে ভুয়ো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, তা কেউ বোঝেনি। আমার মেয়ের বড় ক্ষতি করে দিল।' ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ছবি : এআই

> ধারণাই ছিল না এমন কিছু হতে পারে আমাদের এলাকায়। ওই ব্যক্তি এতদিন ধরে ভুয়ো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, তা কেউ বোঝেনি। আমার মেয়ের বড় ক্ষতি করে দিল।
>
> **বিশ্বাস প্রধান**


## পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

গরুমারার অন্তঃসত্ত্বা কুনকি রামির খোঁজে তখনও চলছে তল্লাশি।

### পাহারায় বনকর্মীরা

# খোঁজ মিললেও পিলখানায় ফেরেনি রামি

**শুভদীপ শর্মা**

**লাটাগুড়ি, ১৮ মার্চ :** খোঁজ মিললেও পিলখানায় ফেরানো সম্ভব হল না রামিকে। বনকর্মীরা তার সামনে গেলেই দৌড়ে পালাচ্ছে। বাধ্য হয়ে জঙ্গলের মাঝে অন্য কুনকি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে তাকে। পালা করে বনকর্মীরা পাহারা দিচ্ছেন। দেওয়া হচ্ছে প্রিয় খাবার। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় পিলখানায় রামিকে ফেরাতে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না বন দপ্তর। আপাতত গরুমারার গড়াতি বিটের কাছে পর্যবেক্ষণে রয়েছে সে।

গরুমারার ডিএফও রাজীব দে বলছেন, 'এর আগেও রামি জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর অবশ্য সে ফিরে এসেছিল। এবার তাকে নজরে রাখা হচ্ছে। মতিগতি বুঝে রামিকে পিলখানায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

তিনদিন ধরে পিলখানার বাইরে রয়েছে গরুমারার কুনকি রামি। পূর্ণবয়স্ক হাতিটি অন্তঃসত্ত্বা এবং সে যে কোনও সময় সন্তান প্রসব করতে পারে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। ঠিক এই পরিস্থিতিতে কীভাবে হাতিটি পিলখানা থেকে পালিয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো রবিবারও হাতিটিকে মূর্তি নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মাহুত। ফেরার সময় হঠাৎই মুড বিগড়ে যায় রামির। মাহুত কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই গভীর জঙ্গলে চলে যায় সে।

তারপর থেকে শুরু হয় রামিকে খোঁজার পালা। সোমবার তাকে দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু বনকর্মীরা তার পাশে গেলেই হাতিটি গভীর জঙ্গলে ছুটে যাচ্ছিল।

ডিএফও জানান, যে স্থানে রামি রয়েছে, সেখানে বনকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু হাতিটির সামনে কোনও বনকর্মী গেলেই সে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই গরুমারার বাকি কুনকিদের দিয়ে তাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। মন ভোলাতে তার প্রিয় খাবারও দেওয়া হচ্ছে।

**হাতি-নামা**

- তিনদিন ধরে পিলখানার বাইরে রয়েছে গরুমারার কুনকি রামি
- পূর্ণবয়স্ক হাতিটি অন্তঃসত্ত্বা
- সে যে কোনও সময় সন্তান প্রসব করতে পারে
- কীভাবে হাতিটি পিলখানা থেকে পালিয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন
- যে স্থানে রামি রয়েছে, সেখানে বনকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে

## আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৭.০০ সোনার সংসার, ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.৩০ আমাদের সংসার, রাত ১০.৩০ শিবা, ১.০০ ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ রাবণ, বিকেল ৪.১৫ অগ্নি, সন্ধে ৭.৩০ রাখি পূর্ণিমা, রাত ১০.২০ সন্ত্রাস

**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.০০ মঙ্গলদীপ, ১.০০ উৎসব

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ অপরাজিত

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ অন্নদাতা

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

**জি অ্যাকশন :** সকাল ১০.৫৪ ভাই: মেরা বিগ ব্রাদার, দুপুর ১.৩২ ক্র্যাক, বিকেল ৪.২৭ বচ্চন পান্ডে, সন্ধে ৭.৩০ শেষনাগ, রাত ১০.৩৯ বিল্লা-টু

**অ্যান্ড পিকচার্স :** সকাল ১০.৪২ ধড়ক, দুপুর ১.৩০ মিস্টার ইন্ডিয়া, সন্ধে ৭.৩০ কে থ্রি-কালী কা করিশ্মা, রাত ১০.২৬ মালামাল উইকলি

**স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি :** দুপুর ১২.৩০ সি কোম্পানি, ২.৪৫ দ্য গাজি অ্যাটাক, বিকেল ৫.০০ আ থার্সডে, সন্ধে ৭.১৫ মোনা ডার্লিং, রাত ৯.০০ কেয়া কুল হ্যায় হম, ১১.৩০ ব্যাং ব্যাং

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** বেলা ১১.৩২ কিসমত কানেকশন, দুপুর ২.১১ তরলা, বিকেল ৪.২০ উঁচাই, সন্ধে ৭.১৪ ভিড়, রাত ৯.০০ শ্যাম বাহাদুর, ১১.২২ লায়লা মজনু

**এমএনএক্স :** দুপুর ১.৫০ দ্য ওয়াচ, সন্ধে ৭.১৫ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, রাত ৯.০০ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ -টু, ১০.২০ অ্যালেক্স ক্রস

গুরুদক্ষিণা বেলা ১১.৩০
জি বাংলা সিনেমা

আ থার্সডে বিকেল ৫.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

দ্য নিউ মিউট্যান্টস
বিকেল ৫.২২ মুভিজ নাউ

ভাইপার কুইনস দুপুর ২.৪৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** সারাদিন আনন্দেই কাটবে। দূরের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। **বৃষ :** মায়ের শরীর নিয়ে সামান্য উৎকণ্ঠা থাকতে পারে। খুব সতর্ক হয়ে কথা বলুন। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। **কর্কট :** কোনও পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান। বাবার শরীর নিয়ে দুর্ভাবনা কেটে যাবে। **সিংহ :** কোনও বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ। মায়ের পরামর্শে পারিবারিক সমস্যা কাটবে। **কন্যা :** হঠাৎ অফিস বদলের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান। **তুলা :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। নতুন বাড়ি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্য ঋণ করতে হতে পারে। শরীর নিয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠা। **ধনু :** মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। **মকর :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। নতুন ব্যবসা নিয়ে বেশ সমস্যা হবে। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। স্ত্রীর সহযোগিতায় কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তি। **মীন :** আপনার সৃষ্টিশীল কাজের জন্য পুরস্কার পাবেন। সপরিবার ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২৮ ফাল্গুন, ১৯ মার্চ, ২০২৫, সংবৎ ৫ চৈত্র বদি, ১৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৮, অঃ ৫।৪৩। বুধবার, পঞ্চমী রাত্রি ৯।১৩। বিশাখানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।০। হর্ষণযোগ দিবা ৩।১৭। কৌলবকরণ দিবা ৮।১৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।১৩ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।২৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৯।১৩ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি - ৮।৪৭ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪৭ গতে ৪।১৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই, সন্ধ্যা ৬।০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।১৩ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নববস্ত্রপরিধান বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।


**CORRIGENDUM**

Due to minimum bid not received of many serials from NIT No: 31(e)/BDO/K-1 of 2024-25, Date- 07/03/25, for those serials the deadline for receiving of tenders/Bids extends to 22/03/2025 up to 17:00 hours, and opening date of Technical bids for those tender is on 24/03/2025 at 17:00 hours. The tender nos are SI 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28 ref. tender Id -
2025_DMM_825119_01, 2025_DMM_825119_04, 2025_DMM_825119_05, 2025_DMM_825119_06, 2025_DMM_825119_07, 2025_DMM_825119_08, 2025_DMM_825119_09, 2025_DMM_825119_10, 2025_DMM_825119_14, 2025_DMM_825119_15, 2025_DMM_825119_16, 2025_DMM_825119_17, 2025_DMM_825119_18, 2025_DMM_825119_21, 2025_DMM_825119_27, 2025_DMM_825119_28.

Sd/- Block Development Officer
Kaliachak-I Development Block, Malda

**ইলেকট্রিক্যাল কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/০৬_২০২৫/কে/১৩৬৯, তারিখঃ ১২-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং: ০৬_২০২৫, কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়িতে :- নিউ জলপাইগুড়িতে নন-এসেনশিয়ালের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি পাওয়ার হাউজ থেকে মহানন্দা রানিং রুম এবং রেলওয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত নন-ইমার্জেন্সি ডেডিকেটেড ১১ কেভি এইচটি ফিডারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৫,৩০,২৪৮ টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,৪৭,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**পূর্ব রেলওয়ে**

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং সিওএম/পার্সেল/সিপিআরও/এম/২৫. তারিখ ১৭.০৩.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা অফিসার), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পি.ও.-ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) মালদা ডিভিশনে এসএলআর ও ভিপি-তে পার্সেল স্পেসের পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। যার বিস্তারিত নীচে উল্লেখ করা হল :- অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্সেল-এমএলডিটি-২৫; (১): লট নং. ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ১-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল - এসএলআর); (২): লট নং. ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ২-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল - এসএলআর); (৩): লট নং. ১৫০৯৭-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-জেএটি-২২-১ (পার্সেল - এসএলআর); (৪): লট নং. ১২৩৩৫-১২৩৩৬-ভিপি-১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান); অকশন শুরুর তারিখ : ২৭.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। সমস্ত সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-253/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

***Abridge Copy of*** e-Tender for Corrigendum-I and eNIQ being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division ***vide eNIT No - 14/APD/WBSRDA/ POSTDLPMAINTENANCE/2024-25, Dated - 21/02/2025 and eNIQ No-17/APD/WBSRDA/ DPR/PMGSY-IV/2024-25 Dated - 18/03/2025.*** Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.
Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION

**NOTICE**

**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

The Vehicle bearing the following numbers were seized in connection with the commission of forest offences.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | SK 01 D 0645 | 4. | WB 73 G 5404 |
| 2. | WB 77 5502 | 5. | WB 76 3034 |
| 3. | WB 73 B 2282 | | |

Any one having any interest in the above vehicle shall make an application to the DFO Darjeeling Wildlife & Authorized Officer, Darjeeling District on or before 11.04.2025 by Register Speed Post only. In case of non-representation against any particular vehicle, it shall be concluded that no one is party to the case and proceeding as per Indian Forest Act 1927 will be done Ex-parte.
Sd/- Divisional Forest Officer
Darjeeling Wildlife Division

**পূর্ব রেলওয়ে**

শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজিং

নং. সিসিও/ই-অকশন (২৮.০৩.২০২৫ তারিখে খোলা হবে), তারিখ : ১৩.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। অ্যাডমিন ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন- বাণিজ্যিক/পূর্ব রেলওয়ে, অকশন ক্যাটালগ নম্বর : এসডিএএইচ-পার্সেল-৪০, অকশন কর্তৃপক্ষ : সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ। অকশন শুরু (সমস্ত লট) : ২৮.০৩.২০২৫, সকাল ১১টায়, অকশন সমাপ্তির তারিখ/সময় : ২৮.০৩.২০২৫, বেলা ১২টা ১০ মিনিটে। অটো এক্সটেনশন জোনঃ ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশন সময়কাল : ১২০ সেকেন্ড। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড : ৩০ মিনিট। ক্রমাগত লট ক্লোজিং ব্যবধান : ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন : ১০ বার। ই-অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ: এসইকিউ নং.; লট নং./ক্যাটাগরি; বিবরণ; ট্রিপ/দিন; লটের শেষ তারিখ ও সময় এবং টার্নওভার আবশ্যক যথাক্রমে:- এএ/১; ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি- ২৫-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৭৩০; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১১:৩০:০০-এ; ০; এএ/২; ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১৩; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১১:৪০:০০-এ; ২০,০০,০০০; এএ/৩; ১৩১৬৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ২৩১; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১১:৫০:০০-এ; ০; এএ/৪; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ- বিইউআই-২৪-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১২:০০:০০-এ; ০; এএ/৫; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১২:১০:০০-এ; ০; রেট ইউনিট : এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) : এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য ০.২। ইএমডিঃ এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য ১০%। লট স্ট্যাটাসঃ প্রত্যেকের জন্য আরপি পেন্ডিং।
SDAH-384/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০২৩/২৪-২৫, তারিখ : ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : এনজে২৪৫০৪১বি;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ০৪-০৪-২০২৫।
**সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :** ডব্লিউএপি-৭ এবং ডব্লিউএপি-৫ লোকো -এর জন্য প্রধান ট্রান্সফরমার ৭৭৭৫ কেভিএ। স্পেকন সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৬৬০ রেভ. ডি বা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/সি-ডিএন্ডডি/এসটিআর/০০১ রেভ. ০ বা সর্বশেষ, ট্যাঙ্ক স্পেক. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৭ অল্ট. শূন্য বা সর্বশেষ। কনজারভেটর ট্যাঙ্ক স্পেক. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৮ অল্ট- শূন্য বা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং. আরডিএসও/২০১৩/ইএল/এসটিআর/০০৭৯ রেভ.০ বা সর্বশেষ।
প্রেরক: - এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর। **পরিমাণ:** ২ টি।
**দ্রষ্টব্য :** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**অ্যাফিডেভিট**

আমি Puspa Roy Singha, আমার আগের নাম ছিল Puspa Singha, যা 28.02.25 তারিখে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে Siliguri Notary অ্যাফিডেভিট করলাম। (C/115654)

আমি Sukur Chand Singha, আমার ছেলের নাম Heemraj Singha এবং Hemraaj Singha একজনই বলে 10.03.25 তারিখে Siliguri Notary অ্যাফিডেভিট করলাম। (C/115654)

I Manik Chandra Saha (Old Name) shall henceforth be known as Manik Ch. Saha (New Name) as per affidavit by 1st Class Judicial Magistrate 2nd Court Jalpaiguri from the date of 17th March 2025. (C/114773)

**তিলভিটায় ডিপোর যোগানের জন্যে ব্যালাস্টের ব্যবস্থা করা**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-০৩ ২০২৫-এমএলজি তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ উপ সিইই/ট্র্যাক/মালিগাঁও-এর অধীনে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের জন্যে তিলভিটায় ডিপো যোগানের জন্যে ব্যালাস্টের ব্যবস্থা করা। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ২০,৪২,১৭,৯৬০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১১,৭১,১০০/- টাকা। টেন্ডার প্র পত্র প্রাপ্ত করতে পারবেনঃ ০৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘণ্টায় প্রধান মুখ্য অভিযন্তা/মালিগাঁও এর কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহারে আধুনিক এয়ার কন্ডিশনিং সলিউশনের ব্যবস্থা করা**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/০৮_২০২৫/কে/১৩৭৪, তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং: ০৮_২০২৫, কাজের নাম : ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহারে কর্মস্থানের স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তির কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করার জন্য আধুনিক এয়ার কন্ডিশনিং সলিউশনের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২৭,৮৯,২৩০ টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,১৪,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮০-এসজিইউডি-ডব্লিউএলএম-এএমসি-২০২৪ তারিখঃ ২৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ দুই বৎসরের এক নির্ধারিত সময়সীমার জন্যে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের শিলিগুড়ি ডিজেল লোকো শেডে ফ্লোর হুইল লাথে মেশিনের অধীনের সিএনসির জন্যে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ৩৮,৩৩,০০০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৭৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**কিডনি চাই**

কিডনি চাই A+ অথবা 0+ বয়স = 30-45, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M = 9332367891. (C/115652)

**ডিস্ট্রিবিউটার**

Belight Detergent Powder এর জন্য ডিস্ট্রিবিউটার চাই। জেলা : আলিপুরদুয়ার / কোচবিহার। M : 8101994671. (C/115508)

**কর্মখালি**

Staff required in Advocate's Office at Khalpara, Siliguri. Salary 10000/-. Contact - 9932892932. (C/115255)

আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির একমাত্র ঠিকানা 'প্লেসমেন্ট'। (M) 7679703364. (C/115257)

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য (H.S. পাশ) ও ডাটা এন্ট্রির জন্য যুবক চাই। যোগাযোগ : 7699002805. (C/115255)

Sikkim Hotel Helper Staff need Rs. 8000. Mob : 7865958226. (C/115256)

Required male/female executives for a reputed travel agency, opening soon at Siliguri. Graduate candidates fluent in English, Bengali, Hindi and Nepali may send their resume at skdeyslg@gmail.com (C/115254)

**৫টি ডিভিশনেই পণ্য পরিবহনের বাজারের সম্ভাবনা অধ্যয়নের জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগ**

টেন্ডার নং. সি৮৩আরএনওয়াইডব্লিউপিপিআই, তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : এনএফআর-এর ৫টি ডিভিশনেই পণ্য পরিবহনের বাজারের সম্ভাবনা অধ্যয়নের জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৫৭,০৯,৬৭০ টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,০০,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনিয়র ডিসিএম, রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**e-Tender Notice**

The undersigned invites sealed bids from eligible bidders for different type of works for NIT No. 20 (e)/IGP, 21 (e)/IGP, 22 (e)/IGP, 23 (e)/ IGP and 24/IGP/2025 dated 18/03/2025. Period of downloading bidding documents from e-procurement portal from 18/03/2025 to 26/03/2025. For dctails contact 7431957398.
Sd/-
Pradhan
Islampur Gram Panchyat
Vill-Chandpur, P.O-Mihahat
HC Pur-II, Malda


**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮৮৬০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮৯০৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮৪৬৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১০০৭০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১০০৮০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ


সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# উত্তরে একলাফে বাড়ল ৪৫ গন্ডার

**নীহাররঞ্জন ঘোষ ও শুভদীপ শর্মা**

**মাদারিহাট ও লাটাগুড়ি, ১৮ মার্চ :** গন্ডারের সংখ্যার দিক থেকে দেশে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখল জলদাপাড়া। গত ৫ ও ৬ মার্চ জলদাপাড়ায় গন্ডার গণনা হয়েছিল। মঙ্গলবার তার রিপোর্ট প্রকাশ করে বন দপ্তর। ৩৩১টি গন্ডার এবারের গণনায় উঠে এসেছে। গন্ডারকুলের এই পরিসংখ্যান দেশের সর্বোচ্চ অসমের কাজিরাঙ্গার পরেই। ২০২২ সালের গণনায় জলদাপাড়ায় গন্ডারের সংখ্যা ছিল ২৯২। গত প্রায় তিন বছরে ৩৯টি বেড়েছে। ২০১৯ সালে ছিল ২৩৭টি। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, ‘গন্ডারের সংখ্যা ৪ থেকে ৬ শতাংশ হারে বাড়ে। আর আমাদের এবারে বাড়ার হার ৪.২৭ শতাংশ। হিসেব অনুযায়ী ঠিক আছে।’ সুখবর এসেছে গরুমারা থেকেও। সেখানে গন্ডারের সংখ্যা ৫৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১-তে।

এবারে গন্ডার গণনা হয়েছিল জলদাপাড়ার পাঁচটি রেঞ্জে। কোন রেঞ্জে কত গন্ডার পাওয়া গিয়েছে, তার হিসেব দেওয়া হয়েছে। চিলাপাতা রেঞ্জে ৪০টি, জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জে সবচেয়ে বেশি ১৪৩টি, নর্থ রেঞ্জে ৬৩টি, পশ্চিম রেঞ্জে ৫৫টি এবং কোদালবস্তি রেঞ্জে ৩৩টি। তবে, এই হিসেব অনুযায়ী ১৩৪টি হলেও বন দপ্তর চূড়ান্ত সংখ্যা বলেছে ১৩১টি।

জলদাপাড়ায় ১৯৮৫ সালে গন্ডারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৪টিতে। সেই সংখ্যা এসে দাঁড়াল ৩৩১টিতে। তবে, যেভাবে সংখ্যা বাড়ছে তাতে চিন্তার ভাঁজ রয়েছে। কারণ সংখ্যা বাড়লেও জলদাপাড়ার তৃণভূমির পরিমাণ এতটুকু বাড়েনি। জলদাপাড়ার আয়তনের মোট পরিমাণের মাত্র ৪০ শতাংশ রয়েছে তৃণভূমি। যার উপর নির্ভরশীল এতগুলি গন্ডার। ৮৫টি কুনকি হাতি ছাড়াও প্রায় শতাধিক বুনো হাতি। এছাড়াও কয়েক হাজার বাইসন, হরিণ। আর গত তিন বছর ধরে ঘাসের প্ল্যান্টেশন বন্ধ রয়েছে। ফলে এর প্রভাব ভয়ংকরভাবেই পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, ‘আমি এবার গন্ডার গণনার কাজে ছিলাম। যেটা লক্ষ করেছি, তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারে ভয়ংকর টান পড়তে চলেছে। যদি ঘাসের প্ল্যান্টেশন এলাকা না বাড়ানো হয়, তবে তার প্রভাব মারাত্মক হবে। তবে গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমি ভীষণ খুশি।’ যদিও উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্কর বলছেন, ‘খাদ্য সংকট হবে না জলদাপাড়ায়। যথেষ্ট পরিমাণে খাবার মজুত রয়েছে। আর গন্ডারদের নতুন বাসভূমি তৈরির কাজ চলছে।’ তবে জলদাপাড়ায় যে হারে গন্ডারের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে খুশি জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের বনকর্মীরা।

অন্যদিকে, গরুমারায় ২০২২ সালের শুমারিতে ৫৫টি গন্ডারের সন্ধান মিলেছিল। সম্প্রতি হওয়া শুমারি চলাকালীনই সংশ্লিষ্ট কাজে থাকা বনকর্মী থেকে শুরু করে বনকর্তারা জানিয়েছিলেন, গন্ডারের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন তাঁরা। কারণ একাধিক গন্ডার শাবকের দেখা মিলেছে। সেই হিসেবেই ফাইনাল রিপোর্টে উঠে এসেছে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গন্ডার। -সংবাদচিত্র

> আমি এবার গন্ডার গণনার কাজে ছিলাম। যেটা লক্ষ করেছি, তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারে ভয়ংকর টান পড়তে চলেছে। যদি ঘাসের প্ল্যান্টেশন এলাকা না বাড়ানো হয়, তবে তার প্রভাব মারাত্মক হবে। তবে গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমি ভীষণ খুশি।
>
> **-বিশ্বজিৎ সাহা**
> *বিশিষ্ট পরিবেশবিদ*

কাজে ছিলাম। যেটা লক্ষ করেছি, তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারে ভয়ংকর টান পড়তে চলেছে। যদি ঘাসের প্ল্যান্টেশন এলাকা না বাড়ানো হয়, তবে তার প্রভাব মারাত্মক হবে।

## উপাচার্যদের সম্মেলন

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** এআইইউ পূর্বাঞ্চলের ২০২৪-’২৫ সালের উপাচার্যদের সভা শুরু হয়েছে। জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্মেলনের সূচনা হয়েছে। সেখানে উপাচার্যদের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাবিদও উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এআইইউয়ের সভাপতি অধ্যাপক বিনয়কুমার পাঠক, সহ সভাপতি ভিএন রাজশেখর পিল্লাই, সম্পাদক সর্দার তরণজিৎ সিং, জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ পঙ্কজ মিত্তাল, জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সমরজিৎ সিং এবং জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। দু’দিনব্যাপী এই সম্মেলনে ‘ন্যায়, বৈচিত্র্য ও স্থায়িত্ব’ থিমের অধীনে উচ্চশিক্ষার পরিস্থিতি নিয়ে একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

## গ্রিফন শকুনের দেখা

**নাগরাকাটা, ১৮ মার্চ :** দেখা মিলল বিপন্নতার তালিকায় নাম থাকা হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির এক ঝাঁক শকুনের। মঙ্গলবার দুপুরে নাগরাকাটার উপকণ্ঠে জলঢাকার তীরে সুদূর হিমালয়ান রেঞ্জের নানা এলাকা থেকে পাড়ি দেওয়া ওই পক্ষীকুলকে দেখেন স্থানীয়রা।

বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, ‘অত্যন্ত ইতিবাচক খবর। শকুনগুলির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে।’ বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র অনিমেষ বসু জানান, জলঢাকার তীরে যে শকুনগুলি দেখা গিয়েছে সেগুলি হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির। এই ধরনের শকুনও বিপন্ন তালিকাভুক্ত। মূলত শীতকালে হিমালয়ের নানা এলাকা থেকে নেমে আসে। গরম পড়তেই মূল বাসস্থানে ফিরে যায়।

# ফিল্মি কায়দায় অভিযান

## তুলসীপাড়ায় বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকার মদ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

**বীরপাড়া, ১৮ মার্চ :** বীরপাড়া থানার ভুটান সীমান্তের তুলসীপাড়া চা বাগান এলাকাটি রীতিমতো ভুটানি মদ ও বিয়ার পাচারের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাতে তো বটেই, দিনেও চলছে মদ ও বিয়ার পাচার। মঙ্গলবার দুপুরে তুলসীপাড়ার লালট্যাঙ্কি এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি সহ ২৬১ লিটার ভুটানি মদ এবং ৩৩৯ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করেছে আবগারি দপ্তর। বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীর মূল্য ১৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, জানান বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়িচালককেও।

এদিন ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টরের নেতৃত্বে আবগারি দপ্তরের বীরপাড়া সার্কেল এবং আরপিইউয়ের কর্মীরা বেলা ১২টা নাগাদ এসএসবি'র ৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের নিয়ে হানা দেন। ছিলেন এসএসবি'র কমান্ডান্ট বিজয় সিংহ। ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লালট্যাঙ্কি এলাকায় ঢোকার সময় তাঁরা দেখতে পান নির্দিষ্ট নম্বরের ওই ছোট গাড়িটি উলটো দিক থেকে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আবগারি দপ্তর এবং এসএসবি'র গাড়িগুলি পাচারকারীদের গাড়িটির পথ আটকে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মদের কার্টন বোঝাই গাড়িটি ফেলে পালানোর

চা বাগানে বাজেয়াপ্ত মদ, বিয়ার এবং গাড়ি। মঙ্গলবার।

চেষ্টা করে চালক। কিন্তু সফল আর হতে পারেনি সে। চালকের পেছনে ধাওয়া করেন আবগারি দপ্তরের কর্মী এবং এসএসবির জওয়ানরা। কিছুটা দূরেই চালককে ধরে ফেলেন তাঁরা। এরপরই উদ্ধার হয় সমস্ত সামগ্রী।

ওই গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ২৯টি কার্টনে রাখা ২৬১ লিটার ভুটানি মদ এবং ২টি কার্টনে রাখা ২৪ লিটার ভুটানি বিয়ার। এরপর ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় ৩৫টি কার্টনে রাখা ৩১৫ লিটার ভুটানি বিয়ার। শুধু তাই নয়, অভিযানে একটি আধার কার্ড এবং দুটি স্মার্টফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর আগে বীরপাড়ার ভুটান সীমান্তে মদ পাচারে বারবার তুলসীপাড়ার নরওয়ান লামার নাম উঠে এসেছে। ৮ মার্চ তুলসীপাড়ার মন্দোজ লাইনের বাসিন্দা নরওয়ানের বাড়ি থেকে ১৮০ লিটার ভুটানি মদ এবং প্রায় ২৮৯ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়। একই রাতে তুলসীপাড়ার একটি মাঠে দুটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি থেকে ৯০০ লিটার ভুটানি মদ এবং ৭০২ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৭ জানুয়ারি তুলসীপাড়া চা বাগান থেকেই ৭৩৭ লিটার ভুটানি মদ এবং ৪২১ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৬ জানুয়ারি লঙ্কাপাড়ায় ৫৪০ লিটার ভুটানি মদ এবং ১৫৬ লিটার ভুটানি বিয়ার সহ গ্রেপ্তার করা হয় এক পাচারকারীকে। দু'বারই উঠে আসে নরওয়ানের নাম। তবে এখনও পুলিশ ধরতে পারেনি তাকে। মঙ্গলবারের ঘটনাতেও নরওয়ান জড়িত রয়েছে কি না তা জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আবগারি দপ্তর। বারবার এই একই রুট ধরে মদ-বিয়ার পাচারের ঘটনায় চিন্তায় আবগারি দপ্তর। বারবার অভিযান চালালেও ফের ঘটছে একইরকম ঘটনা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবারের ঘটনায় ধৃত চালক তুলসীপাড়ার বাসিন্দা। তদন্তের স্বার্থে অবশ্য ধৃতের নাম জানাতে চায়নি আবগারি দপ্তর। এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

**একই রুটে পাচার**

- চা বলয়কে রীতিমতো রুট বানিয়ে পাচার চলে মদ ও বিয়ারের
- ৭ জানুয়ারি তুলসীপাড়া চা বাগান থেকেই ৭৩৭ লিটার ভুটানি মদ এবং ৪২১ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়
- ১৬ জানুয়ারি লঙ্কাপাড়ায় ৫৪০ লিটার ভুটানি মদ এবং ১৫৬ লিটার ভুটানি বিয়ার পাওয়া যায়
- ৮ মার্চ আবার তুলসীপাড়ার মন্দোজ লাইনের বাসিন্দা নরওয়ানের বাড়ি থেকে ১৮০ লিটার ভুটানি মদ এবং প্রায় ২৮৯ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত হয়

# হাসিমারায় সিভিল এয়ারপোর্ট চালুর দাবি

সমীর দাস

**হাসিমারা, ১৮ মার্চ :** আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তাঁর আগে আলিপুরদুয়ার জেলার চা বলয়ে উন্নয়ন নিয়ে তৎপর হচ্ছেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। মঙ্গলবার কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা বাগানে আসেন প্রকাশ। সেখানে বাগানের মূল প্রবেশপথ থেকে মূল রাস্তার সংস্কারের কাজের সূচনা করেন তিনি। প্রকাশ বলেন, 'মালঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই বাগানে দ্বিতীয় ধাপের রাস্তা সংস্কারের কাজের সূচনা হল এদিন। এছাড়াও এখানে শ্রমিকদের দাবি মোতাবেক হাসপাতাল, স্কুলবাস দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। শুধু এখানেই নয় জেলার প্রতিটি চা বাগানে রাজ্য সরকার ঢালাও উন্নয়নমূলক কাজ করছে।' এদিন উদ্বোধনের পাশাপাশি জেলার হাসিমারায় সিভিল এয়ারপোর্ট চালুর জন্যও জোরালো দাবি তুলেছেন তিনি।

প্রকাশের কথায়, 'হাসিমারায় সিভিল এয়ারপোর্ট চালু হলে আলিপুরদুয়ার ছাড়াও পার্শ্ববর্তী কোচবিহার জেলা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হবে।' তিনি ইতিমধ্যেই এবিষয়ে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন বলে জানান। প্রসঙ্গত, প্রায় দু'বছর আগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা হাসিমারায় সিভিল এয়ারপোর্ট চালুর দাবি তোলেন। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাজ্যের কাছে জমির দাবি জানানো হয়। রাজ্য সেই দাবিকে সবুজ সংকেত দেয়। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর আর এই প্রসঙ্গে কোনও কথা এগোয়নি।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ, সংগঠনের চেয়ারম্যান নকুল সোনার, সুভাষিণী চা বাগানের ম্যানেজার শীর্ষেন্দু বিশ্বাস। শীর্ষেন্দু এই রাস্তার কাজের সূচনা করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন এতে বাগানের সকলের খুব উপকার হবে। এঁরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাধো লোহার, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বাবুন সুবা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শিব চিকবড়াইক সহ মালঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক সদস্য।

## বিধানসভায় মনোজের প্রশ্ন

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্ন মঙ্গলবার বিধানসভায় তোলেন কামাখ্যাগুড়ির বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। তিনি জানতে চান, জেলায় একশোর কম পড়ুয়া রয়েছে কতগুলি প্রাথমিক স্কুলে। উত্তরে জানানো হয়, ৫৯৫টি স্কুলে একশোর কম পড়ুয়া রয়েছে। সেইসঙ্গে এটাও জানানো হয় যে জেলায় এমন একটিও স্কুল নেই যেখানে মাত্র একজন স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন।

## বসন্ত উৎসব

**সোনাপুর, ১৮ মার্চ :** মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব চকোয়াখেতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। স্কুলের বাচ্চারা একটি শোভাযাত্রা বের করে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। এরপর মূল অনুষ্ঠান হয় স্কুলের মাঠে। নাচগানের অনুষ্ঠানের সঙ্গে রং খেলার আয়োজনও করা হয়। প্রধান শিক্ষক কালীদাস সরকার বলেন, 'এবছরই স্কুলে প্রথম বসন্ত উৎসব হল।' এদিন স্কুলের একটি দেওয়াল পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে স্কুলের পড়ুয়ারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, নারী পাচার, বৃক্ষরোপণ, জল অপচয় না করা ইত্যাদি নিয়ে প্রচার করেছে।

# পঞ্চায়েতের জায়গা দখলের অভিযোগ

অভিজিৎ ঘোষ

**সোনাপুর, ১৮ মার্চ :** গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সাধারণ মানুষ আসে সমস্যার সমাধানে। আর সেই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসই নাকি সংকটে! এমনই ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনের বেশ কিছু জায়গা অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষর দাবি, বারণ সত্ত্বেও সরকারি জায়গা দখল চলছে। বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সম্পা বর্মন রায়ের কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনের জমি দখল করছে কিছু লোক। রাতের অন্ধকারে খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। ওই জায়গা দখল হয়ে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসার জায়গা থাকবে না। এতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা যেমন সমস্যায় পড়বেন তেমনই সাধারণ মানুষও সমস্যায় পড়বেন।'

এই সমস্যা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মেটাতে না পারায় আলিপুরদুয়ার-১ বিডিওকে অভিযোগ জানিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এদিন এই বিষয়ে বিডিও জয়ন্ত রায়কে কয়েকবার ফোন করা হলেও তাঁর

পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে এইভাবে খুঁটি পোঁতা হয়েছে।

> গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনের জমি দখল করছে কিছু লোক। রাতের অন্ধকারে খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। ওই জায়গা দখল হয়ে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসার জায়গা থাকবে না। এতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা যেমন সমস্যায় পড়বেন তেমনই সাধারণ মানুষও সমস্যায় পড়বেন।
>
> **-সম্পা বর্মন রায়**
> *প্রধান, পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত*

মোবাইল বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা যায়নি। আলিপুরদুয়ার-১ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক অভিজিৎ সুব্বকেও পাওয়া যায়নি।

যদিও এদিন বিকেলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কয়েকজন কর্মী ওই জমি পরিদর্শনে আসেন। তবে জমির সীমানা মাপার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয় ছিল সাহেবপোঁতা এলাকায়। তবে সেই কার্যালয় সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা মহাসড়কের জন্য ভাঙা পড়ায় পুরোনো কার্যালয় থেকে প্রায় এক কিমি দূরে বালাডাঙ্গি এলাকায় নতুন কার্যালয় করা হয়েছে। সেই জায়গা নিয়ে এই সমস্যা। ওই কার্যালয়ের কাছেই কয়েকটি দোকান ছিল আগে থেকে। তবে মহাসড়কের জন্য সাহেবপোঁতা এলাকায় রাস্তার পাশের প্রচুর দোকান ভাঙা পড়ায় সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। অনেকেই অন্য জায়গায় জমি দখল করে ব্যবসা শুরু করেছেন। কেউ আবার দোকান তৈরি করতে চাইছেন। পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনের জায়গাও দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। অন্য এলাকায় দোকান করা ছেড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের রাস্তা বন্ধ করা নিয়ে দোকানপাট গজিয়ে ওঠায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এইভাবে ওই জায়গা দখল হলে একদিকে যেমন কার্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা থাকবে না তেমনই আবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পিছনে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেখানে যেতেও সমস্যা হবে। শীলবাড়িহাট এলাকার বড় অংশের মানুষ ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপরও নির্ভরশীল। জমিজট কীভাবে কাটে এখন সেটাই দেখার।

# চিলাপাতায় আগুন, পুড়ল ২ হেক্টর জঙ্গল

অভিজিৎ ঘোষ

**সোনাপুর, ১৮ মার্চ :** বন দপ্তর সচেতনতা ও সতর্কতা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে ঠিকই, তবে চৈত্রের শুষ্ক আবহাওয়া যে কত বড় বিপদ নিয়ে আসতে পারে সেটা প্রমাণ পাওয়া গেল মঙ্গলবারই। চিলাপাতা জঙ্গলে হঠাৎ আগুন লেগে ক্ষতি হল প্রায় ২ হেক্টর জঙ্গলের। বড় কোনও বন্যপ্রাণের মৃত্যুর খবর পাওয়া না গেলেও প্রচুর সংখ্যক ছোট কীটপতঙ্গ মারা গিয়েছে বলে খবর। দমকলকর্মীরা এসে সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণ না হলে আরও বড় ক্ষতি হতে পারত বলেও মনে করা হচ্ছে।

এদিন সকালে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা বানিয়া বস্তি এলাকায় এই আগুন প্রথমে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে বন দপ্তরের চিলাপাতার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ্ত ঘোষ বলেন, 'আগুন লাগার খবর পেয়েই দ্রুত বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন বেশি থাকায় দমকলে খবর দেওয়া হয়। বিকেলের দিকে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। জঙ্গলের কিছু ক্ষতি হয়েছে। বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি হয়নি।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গেল, শুষ্ক আবহাওয়া শুকনো পাতা পড়ে রয়েছে জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায়। বানিয়া বস্তি থেকে মেন্দাবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় প্রথম ওই আগুন দেখা গিয়েছিল। পথচলতি কেউ ওখানে আগুন লাগিয়ে দেয় বলেই মনে করা হচ্ছে। রাস্তার পাশে আগুন লাগার পর শুকনো পাতার মাধ্যমে সেই আগুন জঙ্গলের ভিতরে

চিলাপাতার জঙ্গলে আগুন নেভাচ্ছেন বনকর্মীরা। মঙ্গলবার।

> আগুন লাগার খবর পেয়েই দ্রুত বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন বেশি থাকায় দমকলে খবর দেওয়া হয়। বিকেলের দিকে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।
>
> **সুদীপ্ত ঘোষ**
> *রেঞ্জ অফিসার, চিলাপাতা*

পৌঁছে যায়। মঙ্গলবার দমকা হাওয়া থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ করে।

কয়েকদিন আগেও চিলাপাতা জঙ্গলে আগুন দেখা গিয়েছিল। তবে সেই আগুন দ্রুত নিভে গিয়েছিল। এদিনের আগুন অনেকটা বেশি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ আগুন প্রথম নজরে আসে। প্রথমে বনকর্মীরা নেভানোর চেষ্টা করার পর দমকলের ইঞ্জিন আসে। একটি ইঞ্জিন প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে সাড়ে ৪টা নাগাদ।

জঙ্গলে আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়ায়। বানিয়া বস্তির বাসিন্দা একাদশী রাভার কথায়, 'সকালে জঙ্গল থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখি। তখনই বুঝেছিলাম আগুন লেগেছে। একটু পরে ধোঁয়ায় পুরো এলাকা ঢেকে যায়। আমরা আরও ভয় পেয়ে যাই। গ্রামের লোকেরাই বন দপ্তরে খবর দেয়।'

এদিন আগুন নিভে গেলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গলের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেছেন স্থানীয়রা। বনকর্মীরা জানাচ্ছে এবছর এটাই চিলাপাতা জঙ্গলে সব থেকে বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। এধরনের ঘটনায় জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রে বড় প্রভাব পড়ে।

## টুকরো খবর

### বাঁচল হাতি

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলটের তৎপরতায় রেললাইনে উঠে আসা দুটি হাতির প্রাণ বাঁচল। মঙ্গলবার ডাউন বামনহাট- শিলিগুড়ি ডিইএমইউ আলিপুরদুয়ার জংশন ও রাজাভাতখাওয়ার মধ্যে ছিল। সেই সময় দুটি হাতি রেললাইন পার হচ্ছিল। লোকো পাইলট এস অধিকারী ও সহকারী লোকো পাইলট আরকে মাহাতোর নজরে আসতেই তাঁরা ট্রেন থামাতে সক্ষম হন।

### কাজ বন্ধ

**সোনাপুর, ১৮ মার্চ :** মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থার কাজ আটকালেন ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর এলাকায় একটি দোকান ভাঙতে আসে ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বাধা দেন। প্রশ্ন তোলেন, ব্যবসায়ীদের স্থানান্তরিত করার আগেই কেন দোকান ভাঙা হচ্ছে। খবর পেয়ে এলাকায় যায় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ।

### প্রচার

**ফালাকাটা, ১৮ মার্চ :** আগামী ২৮ মার্চ উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে ডিওয়াইএফআই। এজন্য মঙ্গলবার ফালাকাটার পাঁচ মাইল বাজারে প্রচার করা হয়। ডিওয়াইএফআই-এর ফালাকাটা-২ লোকাল কমিটির তরফে প্রচারের পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহও করা হয়।

### সেমিনার

**ফালাকাটা, ১৮ মার্চ :** মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের পেশা বেছে নিতে হলে কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে সেই দিশা দেখানো হল পড়ুয়াদের। মঙ্গলবার এই বিষয়ে ফালাকাটা কলেজে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

# কুঞ্জনগর নিয়ে দেওয়াল লিখন বাম যুবদের

**ফালাকাটা, ১৮ মার্চ :** আগামী ২৮ মার্চ উত্তরকন্যা অভিযানকে সামনে রেখে ফালাকাটায় ডিওয়াইএফআইয়ের দেওয়াল লিখন চলছে। সেখানে লেখা 'কুঞ্জনগর ইকো পার্ক আগের অবস্থায় ফেরানোর দাবি'। দেওয়াল লিখনে এবারই প্রথম স্থান পেল কুঞ্জনগর। বাম আমলে প্রয়াত বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মনের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল জলদাপাড়ায় কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি। কিন্তু ন্যাশনাল জু অথরিটির অনুমতি না থাকায় তৃণমূল আমলে কুঞ্জনগরের সব পশু, পাখি নিয়ে যাওয়া হয় বেঙ্গল সাফারিতে। এখন সেখানে পিকনিকের মরশুম ছাড়া কেউ বেড়াতে আসেন না। তাই সিপিএমের তরুণ বাহিনীর দাবি, কুঞ্জনগরের পুরোনো গৌরব ফেরানো হোক।

ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য কমিটির সদস্য ফালাকাটার বাপন গোপের কথায়, 'এক সময় কুঞ্জনগরে প্রকৃতি পর্যটনকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল। সারাবছর পর্যটকরা আসতেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে কুঞ্জনগর আগের গৌরব হারিয়েছে।'

ডিওয়াইএফআইয়ের ফালাকাটা-২ লোকাল কমিটি কুঞ্জনগর এলাকাতেই দেওয়াল লিখন করেছে। সংশ্লিষ্ট লোকাল কমিটির সম্পাদক মজিবুল আলমের বক্তব্য, 'একাধিক দাবিতে উত্তরকন্যা অভিযান। ফালাকাটার একটি বড় দাবি কুঞ্জনগরের গৌরব ফেরানো।'

যদিও তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাসের দাবি, 'কুঞ্জনগরের বিষয়টি বনমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। আগামীতে অবশ্যই কাজ হবে।'

কুঞ্জনগরের ভেতরে শিশু উদ্যানটি শুধু ব্যবহার করা যায়। ওয়াচটাওয়ারগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। পাশের বুড়িতোর্ষা নদীতে ঝুলন্ত সেতুর ভগ্নদশা। নদীতে বোটিং আগেই বন্ধ হয়েছে। জীর্ণদশা পর্যটকদের থাকার কটেজগুলিরও।

এই পরিস্থিতিতে কুঞ্জনগরের হৃতগৌরব ফিরুক, চাইছেন সাধারণ মানুষও। ফালাকাটার এক স্কুল শিক্ষক পার্থ অধিকারীর কথায়, 'কুঞ্জনগর আগের মতো হোক। এখন কুঞ্জনগরকে দেখলে খারাপ লাগে।'

পূর্ব চকোয়াখেতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবে শামিল পড়ুয়ারা।

# দুর্নীতির অভিযোগ, সরব বিরোধী দলনেতা

**জয়গাঁ, ১৮ মার্চ :** জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা ইয়াকুব আলি। তাঁর দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একই জায়গায় একই কাজ করার জন্য বারবার টেন্ডার দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ টাকা নয়ছয় করার চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।

ইয়াকুব জানিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১/২৫, ১১/২৭ ও ১১/১৯ এই তিনটি অংশে রিগবোর বসানোর জন্য ২০২৩ সালে টেন্ডার পাশ করা হয়। তবে সেইসময় দুটি জায়গায় রিগবোর বসেছিল। কিন্তু ১১/১৯ অংশে কাজ হয়নি। চলতি বছরের মার্চ মাসে গ্রাম পঞ্চায়েত আবার ১১/২৫ ও ১১/২৭ এলাকায় রিগবোর বসানোর জন্য টেন্ডার পাশ করেছে।

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যদের অভিযোগ, যেখানে কাজ হয়ে গিয়েছে সেখানে তো আর কাজ হবে না। ফের ওই খাতে বরাদ্দ টাকা আত্মসাৎ করা হবে। যদিও এবিষয়ে জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জু খাতুন বলেন, 'বিজেপির কাজ কুৎসা করা। তারা সেটাই করছে। প্রধান একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অর্থ কমিটি, টেন্ডার কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

## চোখ পরীক্ষা

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** মঙ্গলবার বক্সা পাহাড়ের লেপচাখা, চুনাভাটি, সানতালাবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের জন্য চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেই শিবিরে ১০২ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। তারমধ্যে ৬২ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। তিনজনের ছানি অপারেশন করা হবে। নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় ও আলিপুরদুয়ার লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় এই শিবির আয়োজন করা হয়েছিল।

# ভিনরাজ্যে রহস্যমৃত্যু তরুণের

**বারবিশা, ১৮ মার্চ :** ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল উত্তর পাকরিগুড়ি বর্মনপাড়ার বাসিন্দা এক তরুণের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, তাঁর নাম রমেশ বর্মন (২৮)। শনিবার রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের ঘটনা। প্লাইবোর্ড কোম্পানিতে কর্মরত রমেশ খানাপিনার পর সহকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। হাতাহাতিও হয়। এরপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে সেখানকার পুকুরে তাঁর দেহ ভেসে ওঠে। অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই কুমারগ্রাম ব্লকের বর্মনপাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সমবেদনা জানাতে পাড়াপড়শিরা ভিড় করেন মৃতের বাড়িতে।

এক প্রতিবেশীর কথায়, 'ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আমাদের সন্দেহ রমেশকে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুরহস্য জানা যাবে।' মৃতের বৌদি শ্যামলী বর্মন একই সুরে বলেন, 'ছোট দেওরের বুক, গলা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুকুর থেকে দেহ উদ্ধারের পর ভিডিও কল করে স্বামী সেসব আমাদের দেখিয়েছেন।'

রমেশ অন্ধ্রপ্রদেশে ১০-১২ বছর ধরে কাজ করছিলেন। মাসখানেক আগেও বাড়িতে এসেছিলেন। দিনকয়েক এখানে ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন। এদিন মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর শোকাহত মা সুখেশ্বরী বর্মন বলেন, 'বাইরে গিয়ে কীভাবে ছেলের কী হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ফোনে মৃতের বড় দাদা দীনেশ বর্মন জানান, খবর পেয়ে বাবা গণেশ বর্মন এবং মেজো ভাই উমেশ বর্মনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ৩ জন সেখানে চলে গিয়েছেন। পাম্প চালিয়ে পুকুরের জল কমানোর ২ দিন পর সেই তরুণের দেহ ভেসে ওঠে। দীনেশ আরও জানিয়েছেন, বিপুল টাকা খরচ করে দেহ বাড়িতে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। পুলিশের প্রক্রিয়া এবং ময়নাতদন্তের পর ভাইয়ের দেহ সেই রাজ্যেই সৎকার করা হবে।

## জখম ২

**বীরপাড়া, ১৮ মার্চ :** ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। সোমবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ বীরপাড়া থানার ভগৎপাড়ায় একটি গ্যাসের ট্যাংকার এবং একটি মালবোঝাই ছোট ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, গ্যাসের ট্যাংকারটি খালি ছিল। তাই অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি। তবে দুটি গাড়ির চালকই দুমড়ে যাওয়া কেবিনে আটকে পড়েন। পুলিশ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করায়। একজন চালকের পা ভেঙে গিয়েছে। গ্যাসের ট্যাংকারের সঙ্গে ধাক্কার অভিঘাতে মালবাহী ছোট ট্রাকটি রাস্তা থেকে নীচে নেমে যায়। মঙ্গলবার সেটিকে রাস্তায় তুলতে ক্রেন ছাড়াও একটি আর্থমুভার ব্যবহার করতে হয়।

## সংবর্ধনা

**সোনাপুর, ১৮ মার্চ :** কয়েকদিন আগেই বিজেপির আলিপুরদুয়ার-২ মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন ক্ষিতীশ বর্মন। মঙ্গলবার তাঁকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া অঞ্চল তৃণমূলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এছাড়াও বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

# চলতি বছরের শেষে বাড়ি থেকে বর্জ্য

ভাস্কর শর্মা

**ফালাকাটা, ১৮ মার্চ :** সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য অবশেষে স্থায়ী জমি পেল ফালাকাটা পুরসভা। মঙ্গলবার পুরসভায় গিয়ে ওই জমির কাগজপত্র তুলে দেন ফালাকাটার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দোলমা তামাং। চলতি বছরেই যাতে ফালাকাটার নাগরিকরা প্রকল্পের সুবিধা পান সে বিষয়ে পদক্ষেপ করার কথা বলেছে পুর কর্তৃপক্ষ।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'খলিসামারিতে এসডব্লিউএম প্রকল্পের জন্য ভূমি দপ্তর আমাদের ২.৭ একর জমি দিয়েছে। এদিন তার কাগজপত্র হাতে পাই। তবে এর আগেই আমরা ওই জমিতে প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিলাম। ৬ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে। চলতি বছরের শেষের দিকে শহরের বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করতে পারব।' মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ফালাকাটা পুরসভায় যান ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দোলমা তামাং। খলিসামারিতে বুড়িতোর্ষা নদীর পাড়ে এসডব্লিউএম প্রকল্প গড়তে জমি চিহ্নিত করে পুরসভা। ওই জমিই এদিন স্থায়ীভাবে

**ফালাকাটা**

পুরসভার হাতে তুলে দেয় ভূমি দপ্তর। ২.৭ একর জমির কাগজপত্র পুরসভার চেয়ারম্যান ও এগজিকিউটিভ অফিসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রথম জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে খলিসামারির বাসিন্দাদের সঙ্গে বিরাট ঝামেলা বাধে পুর কর্তৃপক্ষের। পরে অবশ্য স্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে কাজ শুরু করার জন্য রাজি হন বাসিন্দারা। এরপরেই ওই জমিতে সীমানা প্রাচীর এবং রাস্তা নির্মাণের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজ শুরু হয়। ফালাকাটা পুরসভায় এসডব্লিউএম প্রকল্প তৈরির প্রায় দু'বছর আগে অবশ্য রাজ্য থেকে প্রায় ৩৪ হাজার বালতি এবং ৯০টি ভ্যান পুরসভায় পাঠায় সুডা। বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য নীল ও সবুজ এই দুই রংয়ের বালতি পাঠানো হয়। ওই বালতি ও ভ্যান স্থানীয় একটি স্কুলের ঘরে তালাবন্দি করে রাখা হয়। অভিযোগ, সেখানেই ভ্যানগুলি পড়ে রয়েছে। বালতির রংও উঠে যাচ্ছে। ভ্যান ব্যবহার না করা হলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জমি পাওয়ায় ওই বালতি ও ভ্যান কাজে লাগানো যাবে বলেই আশাবাদী কাউন্সিলাররা।

এসডব্লিউএম প্রকল্পের জমির কাগজপত্র তুলে দিচ্ছে ভূমি দপ্তর।

পুরসভা সূত্রে খবর, প্ল্যান্টের জন্য প্রায় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার টেন্ডার হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পের জন্য গাড়ি, মেশিনপত্র লাগবে। এর জন্য আরও প্রায় ৩ কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে। সব মিলিয়ে এসডব্লিউএম প্রকল্প সূচনা করতে প্রায় ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে এসডব্লিউএম প্রকল্পে চলছে সীমানা প্রাচীর ও রাস্তা তৈরির কাজ। পুরসভা চাইছে কিছুদিনের মধ্যেই ওই কাজ শেষ করে পরবর্তী প্ল্যান্ট বসানোর কাজ সারতে। সব ঠিকঠাক থাকলে কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮টি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু হবে।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনোজ সাহা বলেন, 'আমরা আশাবাদী, চলতি বছরেই শহরের নাগরিকরা বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করা সম্ভব হবে।'

# শহরের নাকের ডগায় চিতাবাঘের ভয়

**পল্লব ঘোষ**

*চিতাবাঘের ধরতে পাতা হয়েছে খাঁচা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকা থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে, বীরপাড়া চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল। এমনকি চিতাবাঘ ধরতে সেখানে খাঁচাও পাতা হয়েছে। সেখানে একটি ভেড়াকে টোপ হিসেবে রাখা হয়েছে। চা বাগান বা বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় বিভিন্ন সময়ে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়ালেও শহরের এত কাছে এই ঘটনা সেই এলাকার পাশাপাশি সংলগ্ন পুরবাসীরও ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এফসিআইয়ের গোডাউন সংলগ্ন এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়েছে চিতাবাঘের আনাগোনা। সেখানে পরপর গোডাউন রয়েছে। বসতি সেভাবে নেই বললেই চলে। আশপাশে আবার কৃষিজমি। সন্ধ্যা হয়ে গেলে লোকজনের আনাগোনা এমনিতেও কমে যায়। গোডাউনের ফাঁকে চিতাবাঘের লুকিয়ে থাকাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এলাকার বাসিন্দা জহিরুল হোসেন জানালেন, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, চিতাবাঘটি গোডাউনের পাশে থাকা গাছের ডাল বেয়ে নীচে নেমে এসেছে। রবিবার রাত ১টা নাগাদ তার আনাগোনা ধরা পড়েছে। তা জানাজানি হয় সোমবার। এরপর এলাকার বাসিন্দারাই বন দপ্তরে খবর দেয়। তারপর বন দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার রাতেই সেখানে খাঁচা পাতা হয়েছে।

দমনপুর পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার অর্ণব চৌধুরীও মনে করছেন, এলাকায় চিতাবাঘের আনাগোনা দেখা গিয়েছে। তিনি বলেন, 'ভিডিওটা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে ওটা চিতাবাঘই। সেই কারণে স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী এলাকায় খাঁচা পাতা হয়েছে।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, শহরের এত কাছে বুনো এল কীভাবে? বীরপাড়া চৌপথি এলাকার সব থেকে কাছের জঙ্গল হচ্ছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প। মনে করা হচ্ছে, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল থেকে সেই চিতাবাঘ লোকালয়ে এসেছে। এজন্য অবশ্য তাকে অনেকটা পথ পেরোতে হয়েছে। কালজানি, ডিমা, গরম নদীর পাশ দিয়ে শহরে প্রবেশ করেছে। কয়েক বছর আগেও কিন্তু বীরপাড়া এলাকায় একইভাবে নদীর রাস্তা ধরে বাইসন চলে এসেছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা জিৎ দাস সেই গোডাউন এলাকাতেই কাজ করেন। রবিবার রাতে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। শৌচকর্ম করতে যাওয়ার জন্য গোডাউনের পেছন দিকে যাওয়ার ঠিক আগে, মোবাইলে সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পান, একটি জন্তু গাছের ডাল বেয়ে নেমে আসছে। তখনই সন্দেহ হলেও নিশ্চিত হতে পারেননি। পরে সবাই দেখে বুঝতে পারেন, এলাকায় চিতাবাঘ এসেছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে আলিপুরদুয়ার শহরে ঢুকতে গেলে নদীপথ হল সবথেকে সোজা রাস্তা। কেননা নদীপথ ধরে সটান রওনা দিলে সরাসরি শহর বা শহর সংলগ্ন এলাকায় চলে আসা যায়। এই চিতাবাঘটিও সেই রাস্তাই ধরেছে বলে বন দপ্তরের অনুমান।

**বাড়ছে আতঙ্ক**

- এফসিআইয়ের গোডাউন সংলগ্ন এলাকার সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে চিতাবাঘের আনাগোনা
- সেখানে বসতি বিশেষ না থাকায় চিতাবাঘ লুকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়
- সোমবার ঘটনা সামনে এলে বন দপ্তরে জানানো হয়
- তারপর বন দপ্তরের উদ্যোগেই সেখানে খাঁচা পাতা হয়েছে

## আলিপুরদুয়ারে পুলিশের জালে তিন

# সিম কার্ডে জামতাড়া-যোগ

**রাজু সাহা**

**শামুকতলা, ১৮ মার্চ :** জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের পর এবার সিম কার্ড জালিয়াতিচক্রের হদিস মিলল আলিপুরদুয়ারেও। শামুকতলা থানার পুলিশ ভুয়ো সিম কার্ড জালিয়াতির তদন্তে নেমে মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতরা অন্তত ১৯৫টি সিম কার্ড জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশের দাবি।

অভিযোগ, গ্রাহকদের থেকে নথি হাতিয়ে বা ভুয়ো নথি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের সিমের সংযোগ নেওয়ার কাজ করছিল ওই চক্র। পুলিশের দাবি, সিম বিক্রেতা দোকানের কর্মীদের একাংশ, মালিক বা এজেন্টরা এই সিম জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত। ধৃত সিম বিক্রেতাদের জেরা করে পুলিশ জেনেছে, তারা ভুয়ো সিমগুলি তুলে দিত কিছু দালাল বা এজেন্টের হাতে। তাদের হাত ধরে সেগুলো চলে যেত জামতাড়া গ্যাং সহ অন্যান্য সাইবার প্রতারণা গ্যাংয়ের কাছে। আর সেসব দিয়েই দেশজুড়ে চলছে সাইবার প্রতারণা।

ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম ব্যুরো সম্প্রতি বেশ কিছু সাইবার প্রতারণার তদন্তে নেমে জানতে পারে, সেখানে যে মোবাইল সিম কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি এবং শামুকতলা এলাকার। সেখান থেকে শামুকতলা থানায় এব্যাপারে তথ্য আসার পরেই শুরু হয় তদন্ত। শামুকতলা বাজার এলাকা থেকে পঙ্কজ দেবনাথ এবং শুভম সূত্রধর নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই প্রতারণাচক্রের আরেক পান্ডা তন্ময় সাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওসি জগদীশ রায় জানিয়েছেন, তন্ময় এই সিম জালিয়াতির অন্যতম মাথা। এর আগে কোচবিহারেও এরকম ৬৮১টি ভুয়ো সিম কার্ডের হদিস মিলেছিল। এছাড়া জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর মিলে এখনও পর্যন্ত কয়েকশো ভুয়ো সিমের হদিস পেয়েছে পুলিশ।

ছবি : এআই

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাইবার প্রতারণার জন্য প্রচুর সিম কার্ড প্রয়োজন। ক্রেতারা যখন সিম কার্ড কিনতে যান তখন দোকানে আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা ভোটার কার্ডের মতো জরুরি কাগজপত্রের ফোটোকপি জমা দেন। সেখান থেকেই প্রতারকরা অতিরিক্ত ফোটোকপি তৈরি করে নেন। এমনকি অনেক সময় আঙুলের ছাপ দেওয়ার মেশিনে ক্রেতারা আঙুল বসানোর পর বিক্রেতারা বলেন, সার্ভার স্লো আছে, ছাপ নেওয়া যাচ্ছে না। আবার আঙুলের ছাপ দিন। অথবা কখনও বলেন, 'আঙুলে হয়তো ধুলো আছে ছাপ বসছে না, আঙুল মুছে আবার ছাপ দিন।' এভাবেই কৌশলে একাধিকবার মেশিনে আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ওই তথ্য এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে পুনরায় সিম কার্ড বের করে নেওয়া হয়। কিন্তু যাঁদের নামে সেগুলি রেজিস্ট্রার করা হয় তাঁরা সেব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেন না। এদিকে, এজেন্টদের হাত ধরে মোটা টাকার বিনিময়ে সেই ভুয়ো সিমগুলি প্রতারণাচক্রের হাতে পৌঁছে যায়।

এদিন ওসি বলেন, 'অনেক সময় এমনও হতে পারে যে, যতবার গ্রাহক আঙুলের ছাপ দিলেন, ততবার তাঁর নামে একটি করে সিমের সংযোগ করে নেওয়া হল। কিন্তু গ্রাহকের হাতে দেওয়া হল একটিই সিম। বাকি সিমগুলি চোরাপথে চলে গেল অপরাধচক্রের হাতে।' তাঁরা আগেও বহুবার এব্যাপারে সাধারণকে সচেতন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন বলে তিনি জানান।

**কীভাবে প্রতারণা**

- ক্রেতারা সিম কার্ড কেনার সময় বিভিন্ন জরুরি কাগজের ফোটোকপি জমা দেন
- সেখান থেকেই প্রতারকরা অতিরিক্ত ফোটোকপি তৈরি করে নেয়
- অনেক সময় কৌশলে একাধিকবার মেশিনে আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়
- পরবর্তীতে ওই তথ্য এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে পুনরায় সিম কার্ড বের করে নেওয়া হয়

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

**পহলগামের পথে।।**
*ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির গৌতমেন্দু নন্দী।*

*বিডিও অফিসের বাইরে সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভার সদস্যরা।*

# আন্দোলনের ডাক কিষান সভার

## ৮ এপ্রিল ডুয়ার্সকন্যা অভিযান

**অভিজিৎ ঘোষ**

**সোনাপুর, ১৮ মার্চ :** কয়েকদিন আগেই সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছিল সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভা। এবার কৃষকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে তারা আন্দোলনের পথে হাঁটতে চলেছে। ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য প্রদান, ব্লকে ব্লকে বহুমুখী হিমঘর তৈরি, সার বা কীটনাশক কেনার ক্ষেত্রে ভরতুকি, একশোদিনের কাজ চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে বিডিও অফিসের বাইরে বিক্ষোভ এবং গণ ডেপুটেশন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হল। আগামীতে অন্য ব্লকগুলোতেও এইভাবে আন্দোলন হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতারা।

এদিন সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভার জেলা সম্পাদক জ্ঞানেন দাস বলেন, 'বর্তমানে কৃষকদের বেহাল অবস্থা। ফসলের সঠিক দাম মিলছে না। আর দিন-দিন বীজ, কীটনাশকের দাম বেড়েই চলেছে। এই রকম বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে আমরা আন্দোলনের ডাক দিয়েছি। ব্লকে ব্লকে প্রথমে আন্দোলন হবে। এরপর জেলা শহরেও আন্দোলন হবে।'

ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে জানা গেল, আগামী ২০ মার্চ ফালাকাটা, ২১ মার্চ কালচিনি, ২৪ মার্চ আলিপুরদুয়ার-২, ২৫ মার্চ কুমারগ্রাম এবং ২৬ মার্চ মাদারিহাট বিডিও অফিসে একইরকম কর্মসূচি রাখা হয়েছে। সেগুলো শেষ হলে ৮ এপ্রিল ডুয়ার্সকন্যা অভিযান করা হবে।

কৃষকদের বিভিন্ন দাবির সঙ্গে ১০০ দিনের কাজ চালুর দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। কেননা গ্রামীণ এলাকায় অনেক কৃষক ১০০ দিনের কাজ করেও উপার্জন করতেন। এদিন ব্লকের বাবুরহাট এলাকা থেকে বিডিও অফিসে মিছিল করে পৌঁছান ওই সংগঠনের সদস্যরা। বেশ কিছুক্ষণ বিডিও অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর পর ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভার জেলা সম্পাদক ছাড়াও ব্লক সম্পাদক ফণী সিং, আরএসপি'র জেলা সম্পাদক সুব্রত রায়, লোকাল কমিটির সম্পাদক নিখিলরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই ডেপুটেশন ঘিরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল বিডিও অফিস চত্বরে।

# রাস্তার কাজ নিয়ে বিতর্ক

**জটেশ্বর, ১৮ মার্চ :** ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর থেকে তপসিতলা পর্যন্ত প্রায় দশ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হল মঙ্গলবার। এদিন জটেশ্বর বাজারে রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়। এদিকে আনুষ্ঠানিক সূচনার দিনই স্থানীয়দের অভিযোগ, মাপজোখ ছাড়াই ওই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।

গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জগদীশ রায় রাস্তার ধারে কয়েকটি গাছ লাগিয়েছিলেন। রাস্তার কাজ হবে ভেবে কয়েকদিন আগে সেগুলি কেটে নিয়েছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন না নতুন ওই রাস্তা কতটা চওড়া হবে, আর সেজন্য গাছ কাটার আদৌ কোনও দরকার ছিল কি না। নাকি বিনা কারণেই তিনি নিজের শখের ওই গাছগুলো কেটে ফেললেন। তাঁর কথায়, 'এখন যা পরিস্থিতি তাতে তো সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে গাছ কেটে ভুলই করেছি। আমি চাই মাপজোখ করে নিয়মানুযায়ী রাস্তার কাজ করা হোক।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অনুপ রায়ের গলাতেও শোনা যায় একই কথা। আক্ষেপের সঙ্গে তিনিও বলেন, 'রাস্তা লাগোয়া আমার জমিতেও গাছ ও বাঁশঝাড় ছিল। সেগুলিকে কেটে ফেলেছি। কিন্তু মাপজোখ দেওয়া হলে হয়তো গাছ ও বাঁশ বেঁচে যেত।'

এব্যাপারে ঠিকাদারি সংস্থার তরফে সরিতা আগরওয়ালের সাফাই, '৫.৫ মিটার চওড়া রাস্তা হবে। সেই এলাকার মধ্যে যা যা গাছপালা রয়েছে সেগুলি কাটতে হবে। কাজ শুরু করার তাড়ায় আগে মাপজোখ করে স্থানীয়দের জানানো হয়নি।' প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় জটেশ্বর বাজার থেকে ধূপগুড়ি-ফালাকাটা রাজ্য সড়ক পর্যন্ত ৯.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটির জন্য প্রায় ৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

# বালি লুটের প্রতিবাদে একজোট গ্রামবাসী

**পিকাই দেবনাথ**

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ মার্চ :** রায়ডাক-২ নদী থেকে অবৈধভাবে পকলিন দিয়ে বালি তোলা হচ্ছে। আর ডাম্পার ভর্তি করে সেই বালি পাচার করা হচ্ছে। এবার তার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানালেন কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চলের চ্যাংমারির বাসিন্দারা। এদিন তাঁরা সেখানে ডাম্পার দিয়ে বালি নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁদের দাবি, এভাবে নির্বিচারে বালি তোলার ফলে নদীভাঙনের সমস্যা বাড়ছে। আগামী বর্ষায় রায়ডাক-২ নদীর গ্রাসে চলে যেতে পারে কৃষিজমি। সেইসঙ্গে গ্রামবাসীদের দাবি, বালি তোলার ফলেই এলাকার নদীবাঁধটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবিলম্বে ওই বাঁধ সংস্কার করে দিতে হবে। না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মনোহর মিঞ্জ জানালেন, নদীতে অনেকগুলো পকলিন নামিয়ে খনন করা চলছে। এতে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে বাঁধ ভেঙেছে। ভাঙন বাড়বে। এভাবে চলতে থাকলে তো একটা সময় গোটা গ্রামই নদীগর্ভে চলে যাবে।' স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, সবার চোখের সামনে বালি লুট চললেও প্রশাসন নির্বিকার।

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে কুমারগ্রাম ব্লকের কোনও নদীতেই বৈধভাবে খননের অনুমতি দেওয়া নেই। স্বভাবতই ব্লকের রায়ডাক-২ নদী থেকে যে বালি তোলা হচ্ছে তা অবৈধ খনন। এই অবৈধ খননের বিরুদ্ধেই এলাকার নারী-পুরুষ এদিন একজোট হয়ে ওই এলাকায় ডাম্পার ঢুকতে বাধা দেন।

কুমারগ্রামের বিএলএলআরও দীপক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিন প্রতিবাদে সরব হয়েছেন গ্রামের মহিলারাও। এমনই একজন সারামনি গুড়িয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রতিনিয়ত এভাবে নদীকে ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সব গ্রামবাসীকে।' এলাকার আরেক বাসিন্দা রিমল মোচারি বলেন, 'দিনরাত নদী খনন করে বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে কালা কারবারিরা। প্রশাসনকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতিও। কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ বলেন, 'এসব কথা আগেই আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। তিনি পরোক্ষভাবে এই কাজে মদত দিচ্ছেন।' জবাবে তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'বিধায়ক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব মন্তব্য করেন।'

> এসব কথা আগেই আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। তিনি পরোক্ষভাবে এই কাজে মদত দিচ্ছেন।
>
> **মনোজ ওরাওঁ**
> *বিধায়ক, কুমারগ্রাম*

> বিধায়ক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব মন্তব্য করেন।
>
> **প্রকাশ চিকবড়াইক**
> *রাজ্যসভার সাংসদ*

## ডুপ্লিকেট গাড়ি ঘুম কেড়েছে পুলিশের

# তুই নকল না মুই নকল

**রাজু সাহা**

**শামুকতলা, ১৮ মার্চ :** এক নম্বর প্লেটের দুটি গাড়ি! শুধু নম্বর প্লেটই এক নয় ইঞ্জিন নম্বর, চেসিস নম্বরও এক! যা দেখে পুলিশের চোখ রীতিমতো চড়কগাছ। দুটি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ির বৈধ কাগজ মিলেছে। তাই দুটি গাড়ির মধ্যে কোনটা 'আসল' আর কোনটা 'নকল', সেটা বোঝা যাচ্ছে না। আর অপর গাড়িটির আসল মালিক কে সেটা নিয়েও ধন্দে পড়েছে পুলিশ। এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে রীতিমতো ঘাম ঝরছে শামুকতলা থানার পুলিশের।

জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'গাড়ি দুটির একই নম্বর এবং অন্যান্য নথি হুবহু এক থাকায় দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ঘটনা সূত্রপাত কয়েক দিন আগে। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় বালি বোঝাই একটি ট্রাক আটক করেন ওভারলোডিংয়ের জন্য। তার কাগজপত্র যাচাই করতে গিয়ে পুলিশ দেখে গাড়িটির মালিক কোচবিহার জেলার দিনহাটা এলাকার এক ব্যবসায়ী। কিন্তু শামুকতলা থানার টটপাড়া এলাকার এক ব্যবসায়ী সেই গাড়ির 'মালিকানা' দাবি করেন। এবার পুলিশ দিনহাটার ওই ব্যবসায়ীকে ফোন করার পর যে তথ্য পায়, সেটা আরও অবাক করার মতো। দিনহাটার ওই ব্যবসায়ী পুলিশকে জানান, তাঁর গাড়ি এবং গাড়ির কাগজপত্র সবই তাঁর কাছে রয়েছে। আবার একই কাগজ তো শামুকতলা থানা এলাকার ওই ব্যবসায়ী দাখিল করেছেন। তাহলে কাগজপত্র সহ দ্বিতীয় গাড়িটি কোথা থেকে এল?

পুলিশ দিনহাটার সেই ব্যবসায়ীকে গাড়ি এবং কাগজপত্র নিয়ে শামুকতলা থানায় আসতে বলে। এরপরে দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। পরিবহণ দপ্তরের কাছে এবিষয়ে চিঠি দিয়ে তথ্য জানতে চেয়েছে পুলিশ।

গাড়ির যে কাগজ পুলিশের হাতে এসেছে সেটি কালিম্পং আরটিও থেকে ইস্যু করা হয়েছে। দুটি গাড়ির একই কাগজ এবং নম্বরপ্লেট সহ অন্যান্য সবকিছু একই কী করে হল? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন পুলিশের কাছে।

# কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা

*জয়গাঁয় হাইকোর্টের নির্দেশে চলছে কবর খুঁড়ে মৃতদেহ তোলা।*

**জয়গাঁ, ১৮ মার্চ :** এ যেন অক্ষয়কুমারের সিনেমা 'জলি এলএলবি ২' এর বাস্তব দৃশ্যায়ন। দেড় বছর ধরে ছেলের মৃত্যুর কারণ জানতে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এক অসহায় মা। কোনও রাস্তা না পেয়ে তিনি দ্বারস্থ হন হাইকোর্টের। অবশেষে তাঁর ছেলের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্তের নির্দেশে দেয় আদালত। এদিন সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রশাসনের উপস্থিতিতে কবর খুঁড়ে ওঠানো হয় ওই তরুণের মৃতদেহ। এদিকে, এত দীর্ঘ লড়াই শেষে ছেলের মৃত্যুর কারণ জানার ক্ষেত্রে সামান্য আশার আলো দেখে নিজেকে খানিক শান্ত করেছিলেন মা আসিরুল বিবি। কিন্তু এদিন সেই বেদনা যেন আরেকবার ফের নতুন করে জেগে ওঠে, গোরস্থানের বাইরে অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। ঘটনাটি জয়গাঁর গুয়াবাড়ি এলাকার। এদিন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুলিশ কবরস্থ মৃতদেহ তুলে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ভুটানের ওয়াংদি এলাকায় শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয় বছর কুড়ির আসমাদ আলির। তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি করেছিল আসমাদের ঠিকাদারি সংস্থা। সেসময় পরিবারের সম্মতিতেই সমাধিস্থ করা হয় তাঁর দেহ। কিন্তু ছেলের এরূপ পরিণতি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি মা। দেহ সমাধিস্থ করা হলেও ছেলের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন তিনি। এরপরই ঘটনার সত্যতা জানতে প্রথমে থানায় অভিযোগ করতে যান, তবে সেখানে কোনও সহযোগিতা পাননি বলে দাবি। শেষে বাধ্য হয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আসিরুল এদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমি শুধু ছেলের মৃত্যুর আসল কারণ জানতে চাই। উচ্চ আদালতের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আশা রাখছি আমার ছেলে ন্যায়বিচার পাবে।'

এদিন গোরস্থানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চ আদালতে এই মামলার আইনজীবী কৌশিক রায়। তাঁর কথায়, 'এক অসহায় মায়ের সম্বল হয়েছে আইনি ব্যবস্থা, এটাই বড় পাওনা। এরপর তদন্তে যদি জানা যায় যে ছেলেটি আত্মঘাতী হয়নি, তাহলে ভবিষ্যতে তা নিয়েও মামলা চলবে।'

# বন্ধু তোমায় গল্প শোনাব স্কুলবেলায়

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ মার্চ :** হাতে কর্ডলেস মাইক্রোফোন। গল্প শোনাচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণির আলিশা আখতার। সামনেই বেঞ্চে বসে ওর সহপাঠী, সিনিয়ার, জুনিয়াররা। ওর পেছনে চেয়ারে বসে স্যর, ম্যাডাম এবং পরিচালন সমিতির সদস্যরা। পড়ুয়াদের মতো গল্প শোনায় বিভোর ওঁরা সকলেই। আলিশা তখন একমনে সূর্য আর বাতাসের ক্ষমতার লড়াইয়ের গল্পটা শোনাচ্ছে। এরপর গল্প যখন নীতি উপদেশের জায়গায় পৌঁছোয় তখন যেন হুঁশ ফেরে সকলের। এতক্ষণ সময় যে কীভাবে কেটে গিয়েছে খেয়ালই করেননি কেউ। এরপর হাততালি দিতে দিতে পড়ুয়ারা নতুন শেখা নীতিকথা 'কখনও অহংকার করতে নেই' ভালো করে মাথায় গেঁথে নেয়। অন্যদিকে, বড়রা নতুন করে আবার সেটা ঝালিয়ে নেন। সবমিলিয়ে মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসায় (উঃ মাঃ) মঙ্গলবার টিফিন পিরিয়ড শেষে গল্পের আসর তখন জমজমাট।

উঠতি বয়সের পড়ুয়াদের হাতে হাতে এখন মোবাইল ফোন। এমনকি প্রাথমিকের খুদে পড়ুয়ারাও অ্যানড্রয়েড ফোন চালাতে ওস্তাদ। বাবা-মা কিংবা অভিভাবকরাও যদি কোথাও আটকে যান, তখন ওদের থেকেই শেখেন এরপর কী করণীয়। ওদের সেলফি তোলার ভঙ্গি দেখে অবাক বনে যান অভিভাবকরাও। তবে এভাবে মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকতে থাকতে দিন-দিন অন্তর্মুখী হচ্ছে পড়ুয়ারা। এ নিয়ে আক্ষেপ করেন অভিভাবকরাও। স্কুলগুলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের আগ্রহ কমছে। আবৃত্তি, নাচ, গানের চেয়ে স্যোশাল মিডিয়ায় রিল তৈরিতেই ওদের বেশি আগ্রহ।

*খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসায় মঙ্গলবার গল্পের আসর। -সংবাদচিত্র*

তাই পাঠক্রমের বাইরেও পড়ুয়াদের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা করতে শিক্ষকদের পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ। মঙ্গলবারের গল্পের আসরও তারই একটি অংশ বলে জানান প্রধান শিক্ষক জয়জিৎ সরকার। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'শিক্ষাগ্রহণ কেবলমাত্র পাঠক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। পড়ুয়াদের কথা বলার দক্ষতার বিকাশ ঘটানোও শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। কারণ ভবিষ্যতে ওরাই এই সমাজের হাল ধরবে।'

এদিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক বিপুল রায় এবং রাশিদুন আলি। পঞ্চম শ্রেণির রুকাইয়া পারভিন এদিন সিন্ড্রেলা এবং শিয়াল আর ভালুকের গল্প শুনিয়েছে। দুই বন্ধু আর ভালুকের গল্পটা শুনিয়েছে অষ্টম শ্রেণির সুহানা পারভিন। গল্প শেষে তার সাবধানবাণী, 'বিপদেই কিন্তু প্রকৃত বন্ধু চেনা যায়।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত পরিচালন সমিতির সদস্য ফজলুল ইসলামের বক্তব্য, 'এধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ পড়ুয়াদের নির্ভয়ে কথা বলা, প্রশ্ন করবার অভ্যেস, বিভিন্ন বিষয় জানার আগ্রহ, সর্বোপরি পরিশীলিত ও সৃজনশীল নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করে।'

> শিক্ষাগ্রহণ কেবলমাত্র পাঠক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। পড়ুয়াদের কথা বলার দক্ষতার বিকাশ ঘটানোও শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। কারণ ভবিষ্যতে ওরাই এই সমাজের হাল ধরবে।
>
> **জয়জিৎ সরকার,** *প্রধান শিক্ষক*
> *খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসা*

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৮ সংখ্যা, বুধবার, ৫ চৈত্র ১৪৩১

## প্রশ্নে মানবিকতা

কেউ বিপদে পড়লে চারপাশের মানুষের এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা যেন ভয়ংকর হয়ে উঠছে ক্রমশ। উটকো ঝামেলা মনে করা হচ্ছে পাশের মানুষের বিপন্নতাকে। গত তিনদিনে তিনটি ঘটনা যে কোনও শুভবুদ্ধির মানুষের চেতনায় আঘাত আনতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'র বিপরীতে কোন আঁধারের পথে চলেছে মানুষ? ভূপেন হাজারিকার সেই কালজয়ী গানের ভাষা 'মানুষ মানুষের জন্য'র যেন বিস্মরণ ঘটেছে আজকের সমাজে।

ঘটনা তিনটি জেনে নেওয়া যাক। তার মধ্যে দুটি কাণ্ড উত্তরবঙ্গের। শিলিগুড়ির। উত্তরবঙ্গে রং খেলার পরদিন শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকাশ্যে খুন হলেন একজন। তাঁকে প্রথমে পিটিয়ে, পরে ভারী কিছু আঘাত করে মেরে ফেলায় অভিযুক্ত তাঁর দাদা। এক মায়ের পেটের ভাই। তাঁদের পরিবারটি তো বটেই, শিলিগুড়ি শহরের ওপর একটি গোটা পাড়া দাঁড়িয়ে দেখল প্রকাশ্যে এই হত্যাকাণ্ড। বাধা দিতে এগিয়ে আসা পরের কথা, কেউ মৃদু প্রতিবাদ পর্যন্ত জানাননি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায়। ট্রেনে অচৈতন্য এক বৃদ্ধাকে পাঁজাকোলা করে স্টেশনে নামিয়েছিলেন তিন তরুণী। উদ্দেশ্য ছিল, প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত বহু মানুষের সাহায্য নিয়ে বৃদ্ধাকে নিকটবর্তী কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই বৃদ্ধার, সেই সহৃদয় তরুণী তিনজনেরও। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাঁরা অনেক কাকুতিমিনতি, অনুরোধ করলেও কেউ সাড়া দেননি। এমনকি রেল পুলিশও নয়। শেষপর্যন্ত ওই তিনজনই কোনওরকমে বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধাকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসক। অচেনা এক বৃদ্ধার জন্য পরস্পরের অপরিচিত তিন তরুণী যা করলেন, তা সামান্য স্পর্শ করল না স্টেশনে উপস্থিত বহু মানুষের একজনকেও। তৃতীয় ঘটনাটি ফের শিলিগুড়িতে। যে শহরকে উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী বলে গর্ব করা হয়। এমনকি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর প্রস্তাব ওঠে যে শহরকে ঘিরে। সেই শহর দেখল অমানবিকতার যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছবি।

সেবকগামী জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় পড়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন এক তরুণ। পথে পড়ে থাকলেও সেখানে উপস্থিত ফোর লেনের নির্মাণকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া দূরের কথা, তরুণটির কাছে পর্যন্ত যাননি। এলাকার এক তরুণ ছুটে এলেও কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। পুলিশকে ফোন করেও তিনি তেমন সাড়া পাননি। হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে দায় সেরেছিল পুলিশ। শেষপর্যন্ত এক সেনাকর্মীর সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আহত তরুণটির পরিণতি হয়েছিল হাবড়ার সেই বৃদ্ধার মতো।

মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভুলে যাচ্ছি আমরা। সমাজবদ্ধ জীবের সংজ্ঞা থেকে ক্রমশ সরছে মানুষ। এ এক ভয়াবহ সমস্যা। কোনও হাতি গর্তে বা নালায় পড়লে তাকে উদ্ধারে অন্য হাতিদের আকুতির নানা ছবির সঙ্গে আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষ পরিচিত। এমনকি, দলের কোনও হাতি মারা গেলে তাকে ঘিরে হাতির পালের শোক প্রকাশের ছবিও উত্তরবঙ্গে প্রায়ই দেখা যায়।

বন্যপ্রাণী যে সহৃদয়তা দেখাতে পারে, মানুষ তা পারছে না। এর চেয়ে মর্মান্তিক, দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! সব মানুষের মধ্যে একধরনের বিপন্নতা বোধ কাজ করছে বলেই সম্ভবত অন্যের আপদে-বিপদে পিছিয়ে থাকার এই নিন্দনীয় প্রবণতা এত জাঁকিয়ে বসছে। অন্যের পাশে না দাঁড়ানোর এই মানসিকতা তৈরির পিছনে বিভিন্ন কারণ লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রথমত, দুর্ঘটনা বা অচেনা কারও অসুস্থতার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলে পরে পুলিশি তদন্ত হলে সহযোগিতা করার প্রশ্ন আসে। অনেকে থানা-পুলিশ এড়িয়ে চলতে চান। দ্বিতীয়ত, ঘটনায় রাজনীতির ছোঁয়া থাকলে সেখান থেকে অনেকে শতহস্ত দূরে থাকাকে শ্রেয় মনে করেন। এই সমস্যা সমাধানে পুলিশকেও তদন্তে অনেক সহৃদয় হতে হবে। যিনি কারও বিপদে পাশে দাঁড়ালেন, তিনি যেন হয়রান করা হচ্ছে, মনে না করেন। তবে সার্বিকভাবে অন্যের পাশে না দাঁড়ানো একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত।

## অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

# হরি হে! তুমিই মাধব

**নাট্যমঞ্চে একইসঙ্গে তিন ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-উৎপল দত্ত-বিজন ভট্টাচার্যের সার্থক উত্তরসূরি সদ্য প্রয়াত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। এত ভাষাবৈচিত্র্যে বিজনের পরে হরিমাধবই একমাত্র নাট্যকার।**

**অতনু গঙ্গোপাধ্যায়**

বাবা নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় কীর্তন গাইয়ে। গানটাও কিছুদিন শিখেছিলেন নাটকের জন্য। নাটকের জন্য শিখেছিলেন গানের নোটেশন নেওয়া, মঞ্চ সজ্জার প্রকরণ, মেকআপ, পোশাক- আরও অনেককিছুই। কলকাতা ছেড়ে এসেছিলেন নিজের শহরে নতুন আঙ্গিকের নাটককে দিনাজপুরের মাটিতে বোনার জন্য।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নাটকের ভাষা পালটে গিয়েছে, তিনিই প্রথম দিনাজপুরিয়া বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, নাটকের ভাষ্য বদল চাইছে মানুষ। কলকাতার ছাত্রজীবনে একটা সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্রের প্রচুর নাটক দেখেছেন। কলকাতার নাটক দেখার আবেশ এবং বাড়িতে কীর্তনের নাট্যসঞ্চার মুহূর্তের প্রভাব হয়তো হরিমাধববাবুর রক্তের অভ্যন্তরের নাটকের

**স্মরণ/১**

বিছন জাগ্রত হয়েছিল। এটা হয়তো সামগ্রিক ইমপ্যাক্ট।

তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়ের জন্মস্থান দিনাজপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অভিধা ছিটকে এসেছিল বালুরঘাটে নাট্যকার মন্মথ রায়ের দেশাত্মবোধক নাটকের হাত ধরে। সেই রিলে রেসের ব্যাটনটা ১৯৬৯ সালেই হস্তান্তর হয়ে গেল ত্রিতীর্থের নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। প্রথম নাটক 'পুতুল খেলা'। নাটক দেখার ও অভিনয় করার দর্শক, অভিনেতাকে তিনি তুলে আনলেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। এমনকি রিকশাওয়ালাকেও তিনি নাটকে অভিনেতা বানিয়েছিলেন।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে ত্রিতীর্থের প্রতি আগ্রহ তৈরি হল। এর সঙ্গে যুক্ত হলেন বিভিন্ন জেলা থেকে চাকরিসূত্রে আসা অনেক মানুষ। চালচুলোহীন একটি ছন্নছাড়া দল প্রায় চারটি দশক বালুরঘাট থেকে কলকাতা নিত্যনতুন নাটক প্রদর্শন সঞ্চারের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল হরিমাধবের হাত ধরে।

প্রথমদিকে ত্রিতীর্থ কলকাতায় অভিনীত নাটকগুলি করত। তারপর বুঝতে পারলেন নিজস্ব নাটক না হলে কোনও আইডেন্টিটি তৈরি হবে না। নাটককে বোঝার জন্য তখন শেক্সপিয়র, কামু, সার্ত্রে, ভয়েস্কার, বার্নার্ড শ' সহ যা পেলেন, তাই পড়েন। এবার শুরু হল নাটক লেখার কাজ। প্রথমে মহাশ্বেতা দেবীর জলের নাট্যরূপ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে মন্ত্রশক্তি নাটকটি লেখেন। মন্ত্রশক্তি নাটকটি উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লিখিত। নাটক পরিচালনা করার পাশাপাশি হরিমাধববাবু একাঙ্ক সহ প্রায় ষাটটি নাটক লিখেছেন। পরিচালনা করেছেন ত্রিতীর্থের প্রায় সব নাটকই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- দেবাংশী, জল, বিছন, দেবীগর্জন, মন্ত্রশুদ্ধি, তিন বিজ্ঞানী, গ্যালিলিও, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী।

তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে- তিনি একটি স্ট্রিমলাইনার গল্প বলতে ভালোবাসতেন। তাছাড়া গ্রামবাংলার জীবনকে দেখা ও পেশাগত জীবনে অধ্যাপনার সুবাদে তিনি শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে,

বালুরঘাটের সাধারণের মানুষের মধ্যে নিবিড় আড্ডার মাধ্যমে কমিউনিকেশন স্কিল তৈরি করেছিলেন। তাঁর নাটকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল- শ্রেণিচেতনার দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে দৃঢ় বক্তব্য। এছাড়া নাটকের মুখ্য ক্রমগুলিকে সাজালে দেখা যাবে, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতার দ্বন্দ্বের আখ্যান। নিজেও অভিনেতা হিসাবে খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন। বাংলা নাটকের মঞ্চে একইসঙ্গে তিন ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-উৎপল দত্ত-বিজন ভট্টাচার্যের সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন ত্রিতীর্থের হরিমাধব।

গল্পকার অভিজিৎ সেনের গল্প নিয়ে 'দেবাংশী' নাটকটি করেন। লৌকিক দেবতা বিষহরির ভরে একজন মানুষ দেবাংশী হয়ে যান। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের ভরসাস্থল সেই দেবাংশী। মানুষের মনের ভার লাঘব করতে করতে একসময়ে দেবাংশী নিজের দেবতার ভারকে নিজের থেকে ছিন্ন করেন। উত্তরবঙ্গের সাব-অল্টার্ন মানুষের লৌকিক জীবনের জলছবি এই নাটকটি সারা বাংলায় আদৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নাটকটিকে পুরস্কৃত করে।

তিনি হিন্দিতে 'বিছন' নাটকটি অনুবাদ করেন। বিহারের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে এই হিন্দি নাটকে অনুসরণ করেন। হরিমাধবের পরিচালনায় জল, বিছন, দেবীগর্জন- এই নাটকগুলিতে শ্রেণি চরিত্রের সংঘাত এবং শেষে প্রান্তিক মানুষের জয় দেখিয়েছেন। আমার মনে হয়, হরিমাধব পরিচালিত নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব ছিল। সেকথা প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।

তিনি শুধু বাংলা ভাষাতেই নাটক লেখেননি, রাজবংশী উপভাষায় জল, দেবাংশী, মন্ত্রশক্তি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী রাজবংশী উপভাষায় নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেন। সম্ভবত বাংলা নাটক রচনায় এত ভাষাবৈচিত্র্যে বিজন ভট্টাচার্যর পরে হরিমাধবই একমাত্র নাট্যকার।

মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রাইসিস নিয়ে

অনিকেত নাটকটি লেখেন ও নির্দেশনাও দেন। তাঁর কিছু আত্মকথন ও সাক্ষাৎকার দেখে মনে হয়েছে, তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে নাট্য উপাদান তুলে এনেছেন। নাটককে কখনোই জটিল ফর্মেশন বা শিল্পের ঘূর্ণনের আবর্তে এক্সপেরিমেন্ট করেননি। তাঁর ভাষায়, 'যে নাটকটা আমি জানি না, বুঝি না, যেটাতে আমার অভিজ্ঞতা নেই, সেটা আমার করা উচিত নয়। আমি কেবলমাত্র আমার অভিজ্ঞতাকে মেলে ধরতে পারি।' সেইজন্যই দ্বান্দ্বিক সরল নিয়মের নাটককে নিয়েও একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নাট্যপ্রাণ দল গড়ে বালুরঘাট এবং জেলা ছাড়িয়ে বাংলার নাট্যজগতে ত্রিতীর্থের অভিঘাতকে স্পষ্ট করে তুলতে একমাত্র হরিমাধবই পেরেছিলেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্য আন্দোলনের হরিমাধবের প্রভাবে ও বৈপরীত্যে অনেক সহায়ক নাট্যদল গড়ে ওঠে। নাটকের জগতে অবদানের জন্য তিনি দিশারি, সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমি সহ প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রায় পঞ্চান্ন বছর সক্রিয় নাট্যচর্চার ফসলে বালুরঘাটবাসীরা বাংলার যে কোনও সাংস্কৃতিক মহলে কিঞ্চিৎ বেশিই সমাদর পান।

যখন খবর এল, হরিমাধব আর নেই, সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে তাঁর হাসিমুখ ছবি আর ছবি। সবাই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন, কারণ ত্রিতীর্থের নাটক না দেখে বড় হয়নি এমন তরুণ-তরুণীরা আজ মধ্যবয়সি। বালুরঘাটে এসে নাটক করে গিয়েছে দেশের সব প্রান্তের নাট্যদল। সবাই একবার হলেও ছুঁয়ে গিয়েছেন হরিমাধবকে।

হরিমাধব চলে যাওয়ায় চিত্তহরণ করার মাধব অর্থাৎ মধু যে আজ ফুরিয়ে গেল। বালুরঘাটের নাট্যমৌচাকের মৌতাত আর কি জমবে? হরিমাধব যে সময়ে চলে গেলেন, তখন নাট্যশিল্প বিপন্ন। এবং অনেক পারিপার্শ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ত্রিতীর্থের গোবিন্দ অঙ্গনে আবার হয়তো নতুন নাটকের মহলা জমবে, কিন্তু সন্ধের মহলায় সেই শালপ্রাংশু মানুষটি এসে নবীন অভিনেতার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াবেন না।

ত্রিভুজের তিন বাহুকে একটি অমানুষিক দক্ষতায়, নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতার তিনটে তীর্থকে একই তানে একই সুরে বেঁধে রেখেছিলেন যে মানুষটি, তিনিও আজ পর্দার ওপারে।

বাংলা নাট্যজগতের ইতিহাস একসময়ে বলবে, তারকাসমৃদ্ধ কলকাতার পাশাপাশি উত্তরেও কিছু তারা ছিল।

**(লেখক বালুরঘাটের প্রাবন্ধিক, নাট্যসমালোচক)**

## বলতেন, মঞ্চে অভিনয়ে ভুল হলে ক্ষমা নেই

**দুর্গাশঙ্কর সাহা**

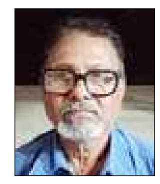

স্কুল জীবনে আমার ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীতে নাটকের মঞ্চে স্নেহের মাধ্যমে তিনি 'স্যর' থেকে হয়ে উঠেছিলেন প্রিয় 'মাধবদা'।

১৯৭২ সালে তাঁর দেবীগর্জন নাটক দেখলাম। সবাই বলাবলি করছিল অসাধারণ নাটক। নাটক দেখেই তাঁর প্রতি অন্য দৃষ্টিকোণ তৈরি হল। সেই সময় আমার একটি অর্কেস্ট্রা দল ছিল বালুরঘাটে। একটি নাটকের আবহসংগীতের জন্য তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। তখন সিন্থেসাইজার সহ একাধিক সরঞ্জাম ছিল আমার কাছে। তারপরেই তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পথ চলা।

একটি শো-তে এক অভিনেতা

**স্মরণ/২**

অনুপস্থিত। আমাকে উইগ পরিয়ে মাধবদা স্টেজে নামিয়ে দেন। মঞ্চের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত আমাকে ডায়ালগ বলে যেতে হবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তা আমাকে শিখিয়ে দিলেন। পরে দেবাংশী নাটকে আমি আবহে ঢাক বাজাতাম। সেখানে মাধবদার দয়ায় অভিনয় করেছি।

মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কাউকে রেয়াত করতেন না তিনি। তিনি বলতেন, মঞ্চে অভিনয়ে ভুল করলে ক্ষমা নেই। একবার বহরমপুরে দেবীগর্জন নাটকে এক অভিনেতার ধাক্কা লাগায় আমার ঢাক বাজানোর ত্রুটি হয়। নাটক চললেও সেই দিকটিও নজর করেছিলেন মাধবদা। ভয়ে গ্রিনরুমের পেছনে একটি গাছের নীচে লুকিয়ে ছিলাম। সেই নাটকে আমার অভিনয়ও ছিল। তাই মঞ্চে উঠে নিজের অংশ করি। গ্রিনরুমে ফিরতেই আমাকে সজোরে চড় মেরেছিলেন মাধবদা। পরে আমার দোষ ছিল না জেনে পিতৃস্নেহে জড়িয়ে ধরেন।

২০০১ সাল নাগাদ মাধবদা চাকরি থেকে অবসরের পরে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বলতেন, নাটক আর ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা হাঁটাতে নিয়ে যেতাম। ক্রমশ আবার পুরোনো উদ্যমে ফেরেন তিনি।

বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপক তথা নাট্যকার নির্মলেন্দু তালুকদার ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নির্মলেন্দুদা মারা যাওয়ার দু'মাস পরেই তিনি যেন বন্ধুর হাত ধরে চলে গেলেন। আমরা তাঁদের বলতাম হরিহর আত্মা।

সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের যেন তিনি পরিবার, একজন অভিভাবক। তাঁকে বহুমুখী প্রতিভায় দেখেছি। মঞ্চসজ্জা, আলো, আবহ এমনকি মেকআপেও তিনি ছিলেন প্রখর। তিনি আমাদের নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা শিখিয়েছেন। নাটকে চরিত্র গঠন হয়। এখানে কোনও আপস নয়, তিনি সবসময় বলতেন।

*(লেখক হরিমাধবের ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার বর্তমান সম্পাদক)*

*অনুলিখন : পঙ্কজ মহন্ত*

জনমন
## জনমত

### এক ট্র্যাজিক হিরো

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টিমের একসময়ের ক্যাপ্টেন, বর্তমান টিমের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কেন উইলিয়ামসনের জীবনকাহিনীর সঙ্গে কর্ণের অভিশপ্ত জীবনের মিল খুঁজে পাই। কেন উইলিয়ামসন দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে অনেক সফল

ইনিংস তাঁর দেশকে উপহার দিয়েছেন, হয়েছেন অনেক বড় বড় ম্যাচ জেতার কান্ডারি। বেশিরভাগ বিশ্বমানের খেলার ফাইনাল বা সেমিফাইনাল খেলার সময় তাঁর ব্যাট অদৃশ্য অভিশাপের কারণে জ্বলে ওঠার আগেই যেন নিভে যায়। এ ঘটনা আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করেছি।

যদিও এবার প্রতিপক্ষ দেশ আমার ভারত ছিল, তাই জানতাম আমরাই জিতব। তবুও ভালোকে তো ভালো বলতেই হবে। সেই অর্থে এই ভদ্রলোককে আমি ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। ক্রিকেট মাঠে যখন দু'দলের ক্রিকেট টিমের প্লেয়ারদের মধ্যে স্লেজিংটা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় কেন উইলিয়ামসনের মতো একজন নম্র, ভদ্র, স্মিত হাসির মানুষটির শরীরী ভাষা যেন আমাদের বলে দেয় ক্রিকেটটা একটা খেলা, কোনও যুদ্ধক্ষেত্র নয়। তাই তো তিনি ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে হারটাকেও হাসিমুখেই মেনে নিয়েছেন। যদিও সেই ফাইনালে আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে নিউজিল্যান্ডের সেই হারটাকে আমার মতো অনেকেই আজও মানতে পারেন না।

ক্রিকেট ভক্তদের মনে সদা বিরাজ করবেন একজন নায়ক হিসেবেই, তা তিনি যতই ট্র্যাজিক চরিত্র হন না কেন!

*পিয়ালী চক্রবর্তী ব্যানার্জি*
*খাগড়াবাড়ি রোড, কোচবিহার।*

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# শাহজাহানের দিন শেষ, লালকেল্লাটা জ্বালিয়ে দাও

**সকালবেলায় ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একসময় সাইকেল চালাতে চালাতে ঘুরে বেড়াতেন বালুরঘাট শহরের পথঘাট, বাজার, নদীর তীর, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।**

**কৌশিকরঞ্জন খাঁ**

শহরের স্ট্রিট লাইটগুলো এক পলকের জন্য কেঁপে উঠেছিল কি কোনও নক্ষত্র পতনের নীরবতায়? বসন্তের সমীরণ লুটিয়ে পড়েছিল বুঝি মাটির শয্যায়! সমস্ত নিশাচর পাখিদের স্লোগান থেমে গিয়েছিল সহসা যেন! আসলে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় শহর বালুরঘাটে তখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছোচ্ছিল নানা মাধ্যম দিয়ে নানা মানুষের কাছে। তিনি নেই-একথা বিশ্বাস করতে বালুরঘাটের কষ্ট হবে। বাংলার সমস্ত নাট্যজগৎ এই সংবাদ মেনে নিয়ে কষ্ট পাবে। প্রত্যেক খেলার একটা নিয়ম থাকে। জীবনেরও মৃত্যুর অভ্যাস থাকে।

একদিন তাঁর ঘরে বসে আছি তাঁরই অপেক্ষায়। তিনি এলেন সাধুসন্তদের মতো ধুতি জড়িয়ে, গায়ে ছাই রঙা পাঞ্জাবি। 'তোমরা এসেছ, ভালো লাগল, এখন তো আর কেউই আসে না।' তিনি বললেন তাঁর বেদনাবিধুর প্রথম বাক্যটি। কথাটিকে মনে হয়েছিল, এক জীবনের খাতে বয়ে শেষ হয়ে যাওয়া মোহনায় ছুটে চলা নদীর অশরীরী সংলাপ। দেওয়ালে টাঙানো ছিল শম্ভু মিত্রের ছবি। সেই ছবির সঙ্গে নীরব কথোপকথনের মতো নীরবতায় ছেয়ে দিচ্ছিল সেই মুহূর্তগুলি। হরিমাধব যেন নিজেকে মেনে নিতে পারছিলেন না সৃজন অক্ষম এক জীবিত মানুষ হিসেবে।

শহর ছেড়ে, তাঁর নাটকের মঞ্চ ছেড়ে তিনি যখন চলে যাচ্ছেন বহুদূর এক অমর্ত্যলোকে, তখন এই শহরের পথঘাট তাঁর ভূমিপুত্রকে মনে রাখবেন একজন আবহমান কালের ঋজুদেহী সাইকেল আরোহী নাট্যকার হিসেবে। বহু মঞ্চ আলো করা মানুষটি, স্পটলাইটের কেন্দ্রে থাকা মানুষটি সকালবেলায় ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একসময় সাইকেল চালাতে চালাতে ঘুরে বেড়াতেন শহরের পথঘাট, বাজার, নদীর তীর, বিস্তীর্ণ কোনও প্রান্তরে। শহরের পাখিদের মুখ থেকে সংলাপ লিখে নিয়ে মঞ্চে ছুড়ে দিতেন। কুশীলবদের মুখে সেসব অতিলৌকিক সংলাপ স্থায়ী ইতিহাস রচনা করে মহাকালের সময়ের স্রোতে লীন হয়ে গেল।

**স্মরণ/৩**

এক লিটল ম্যাগাজিন আয়োজিত 'আলাপচারিতায় হরিমাধব' অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'কাম অন! অ্যাটাক মি' অর্থাৎ প্রশ্ন ছুড়ে আঘাত করো। এই হরিমাধবীয় ক্যারিশমায়, এই সহজাত স্মার্টনেস দিয়ে তিনি সারাজীবন মুগ্ধ করেছেন। এক সম্পাদকের মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি একদিন বলেছিলেন, "তিনি এতটাই সাবধানি ও পারফেক্ট যে, স্নানের সময় আজ পর্যন্ত হাত থেকে সাবান পড়ে যায়নি।" এই সহজ অথচ সুগভীর কথায় তিনি নাটকের মঞ্চ থেকেও দর্শকদের অভিভূত করেছেন।

অশীতিপর হরিমাধবের বুকে জমানো সব দুঃখ সেদিনের সাক্ষাৎপর্বে এক দীর্ঘস্থায়ী শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। সৃজনশীল মানুষ সারাজীবন সৃজনক্ষম থাকতে চান। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর। পরাক্রমশালী রাজাধিরাজকেও শূন্য করে দেয়। বালুরঘাট চকভবানী ঘোষপাড়ার নির্জন বাড়িটিতে সেদিন যেন করুণ সূর্যের এক মহাজাগতিক স্পটলাইট এসে পড়ছিল। আলো ম্লান হয়ে এসেছিল। সেই অনুজ্জ্বল আলোর প্রতিফলনে ভাস্বর হরিমাধব বলেছিলেন, 'আশি বছর উত্তীর্ণ এই জীবনটা বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর। শুধু বেঁচে থাকা আর জীবনটাকে অহেতুক টেনে নিয়ে যাওয়া।'

সৃজনশীল মানুষের মৃত্যু তো সেদিনই ঘটে যায়, যেদিন তাঁর আর নতুন কিছু করতে না পারার আক্ষেপ এসে জমা হয়। কোভিড পর্বের আগে শেষ নাটক করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'বন্দুক'। তারপর তিনি আর মঞ্চে ওঠেননি, নাটক লেখেননি। ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়া প্রিয় 'ত্রিতীর্থ'তে যাওয়া কমতে শুরু করে। সেসব সোনার দিনগুলোতে ফিরতে ইচ্ছে হয় না? জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, "মানুষ একটা সময় গ্রহণ করে, তারপর কাজ করে, শেষে সব কিছু ত্যাগ করে। আমি এখন জীবনের সেই ত্যাগ পর্যায়ে আছি।"

সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছিলেন অথবা সব কিছু তাঁকে ছেড়ে দিয়ে নির্বান্ধব এক পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, জীবনের প্রান্তবেলার অসহায়ত্বের কথা। তবু তিনি গভীর ভালোবাসায় বলেছিলেন, দাদার আকস্মিক মৃত্যুর পর বাবার আমলের নারায়ণশিলার পুজো করতে উনচল্লিশ বছর বয়সে বাড়িতে ফিরে আসেন কলকাতা থেকে। সেদিনের পর থেকে একটি দিনের জন্যও নারায়ণশিলার পুজো বন্ধ করেননি। তাঁর বয়স আর বাড়ির নারায়ণশিলার বয়স একই। আজ তিনি প্রয়াত হলেন। একাকী হয়ে পড়লেন তাঁর আরাধ্য নারায়ণ, এই মাটির পৃথিবীতে।

তবুও কোথাও না কোথাও আবার গড়ে উঠতে শুরু করবে নাটকের তীর্থ 'ত্রিতীর্থ'। হরিমাধব বিশ্বাস করতেন, "নাটকের কোনও কলকাতা, উত্তরবঙ্গ হয় না। ভালো নাটকও সব জায়গাতেই হয়। খারাপ নাটকও সব জায়গাতেই হয়।" শেষ বেল বেজে উঠল শেষে, পর্দা সরে গিয়েছে। স্পটলাইটের নীচে চিরপরিচিত হরিমাধব বলছেন, 'শাহজাহানের দিন শেষ! লালকেল্লাটা জ্বালিয়ে দাও।'

*(লেখক সাহিত্যিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯২

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ★ | ২ | | ৩ | | ★ | ৪ |
| ৫ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | ৬ | | ৭ | | |
| | ★ | ৮ | | ★ | | ★ | ★ |
| ★ | ★ | | ★ | ৯ | | ★ | ১০ |
| ১১ | | | ১২ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | | ★ | ১৩ | | |
| | ★ | ১৪ | | | | ★ | |

**পাশাপাশি** : ২। চাঁদ ৫। বড় থালা ৬। ত্রিপুরি উপজাতির ভাষা, তিপরা, ত্রিপুরি ভাষা ৮। মনের মিল হওয়া ৯। নক্ষত্র, দেবীবিশেষ, চোখের মণি ১১। সমাপ্ত বা শেষ হয়েছে এমন, রূপান্তরিত ১৩। ব্যাধ, কিরাত,প্রাচীন জাতিবিশেষ ১৪। যাতে জরির বা তারের কারুকাজ আছে, কারুকার্য শোভিত।

**উপর-নীচ** : ১। বাগান, বাগিচা ২। পুত্র, তনয় ৩। ওড়িশার একটি শহর ৪। পাপ ৬। কতগুলো, গোটাকতক ৭। বড় নৌকাবিশেষ ৮। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ৯। বাবার ভাই, উত্তাপ ১০। যে কথা লোকের মুখে মুখে রটে যায়, ১১। পায়ে হেঁটে চলে যে, স্থল সেনা, পাইক ১২। ভারতের একটি ছোট পাহাড়ি রাজ্য ১৩। খাগড়া গাছ, বাণ,তির।

**সমাধান ■ ৪০৯১**

**পাশাপাশি** : ১। অনায়াস ৩। তম্বুরা ৫। কায়দাকানুন ৬। তনয়া ৭। হাপুস ৯। কাণ্ডকারখানা ১২। রসুল ১৩। জবজব।

**উপর-নীচ** : ১। অংশত ২। সদয় ৩। তরিকা ৪। রাজন ৫। কায়া ৭। হানা ৮। সদাশিব ৯। কাহার ১০। কাবিল ১১। খারিজ।

## বিন্দুবিসর্গ

### সেবাশ্রয়ে অভিষেক

মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুরের সেবাশ্রয় মেগা ক্যাম্প ঘুরে দেখলেন স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

### ধৃত আরেক পড়ুয়া

১ মার্চের ঘটনায় মঙ্গলবার আরও এক পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করল যাদবপুর থানার পুলিশ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রের নাম সৌপ্তিক চন্দ্র। শিক্ষাবন্ধু অফিসে আগুন লাগানোর অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

### জামিন নয়

২০২২ সালে বেলডাঙ্গায় বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ হয় কোর্টে। এনআইআই-এর আইনজীবী অরুণকুমার মাইতি জামিনের বিরোধিতা করেন।

### ডেপুটেশন

মঙ্গলবার শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে মামলার শুনানি চেয়ে ডেপুটেশন জমা দিলেন। পুলিশের গাড়িতে চারজনকে হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

রং খেলায় মেতেছে ওরা। মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে। নদিয়ার একটি স্কুলে। - পিটিআই

মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা গেল একই বন্ধনীতে। এদিকে, '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার।

# 'একসঙ্গে কাজ করুন আপনারা'

## দিলীপ-শুভেন্দুকে আর্জি পদ্ম বিধায়কদের

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** নতুন ইনিংসের জন্য 'প্রস্তুতি' শুরু করে দিলেন দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে বিজেপি বিধায়করা একজোট হয়ে ২৬-এর বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষকে একসঙ্গে কাজ করার আর্জি জানালেন। দলীয় বিধায়কদের সেই প্রস্তাবে মৃদু হেসে সম্মতির ইঙ্গিত দিলেও সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি দিলীপ। তবে বিধানসভার বাইরে এক প্রশ্নের জবাবে দিলীপ বলেছেন, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে 'দল কোনও দায়িত্ব দিলে তা গ্রহণ করার জন্য' তিনি প্রস্তুত।

রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে সোমবার দিল্লিতে নাটকীয় পট পরিবর্তনের পর মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা গেল একই বন্ধনীতে। বিরোধী দলনেতার ডাকে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় গিয়েছিলেন দিলীপ। বিজেপি পরিষদীয় দলের দপ্তরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান শুভেন্দু নিজেই। দিলীপকে পাশে রেখেই দল ও রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন শুভেন্দু। পরে দলীয় বিধায়কদের উদ্দেশে প্রায় ২৫ মিনিট ধরে ভাষণ দেন দিলীপ। দিলীপ বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে এখনই এলাকায় নিবিড় জনসংযোগ শুরু করুন। ২১-এ যাঁরা জিতে এসেছেন, তাঁদের ২৬-এও জিততে হবে। সবাইকে নিয়ে সংগঠনের কাজে হাত লাগান।'

> আমরা সবাই চাই দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী একসঙ্গে কাজ করুন।
>
> **সত্যেন্দ্রনাথ রায়**
> *গঙ্গারামপুরের বিধায়ক*

দিলীপের এই ভোকাল টনিককেই বিজেপির দলীয় রাজনীতিতে নতুন বার্তা হিসেবেই মনে করছেন বিধায়করা। গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমরা সবাই চাই দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী একসঙ্গে কাজ করুন।' পরে পরিষদীয় দলের একাধিক বিধায়কও জানিয়েছেন, এটা তাঁদের মনের কথা। তাঁরাও মনে করেন, দিলীপ দল ও সংগঠনের হাল ধরলে আর শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি নিশ্চিতভাবেই ভালো ফল করবে।

বিধানসভার বাইরে তাঁকে নিয়ে এই জল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছে দিলীপের মন্তব্যও। দিলীপ বলেছেন, 'দু'বারের ইনিংস আমি শেষ করেছি। নতুন মুখ হবে কিনা জানি না। তবে যেই হোন, তাঁকে সবাইকে নিয়ে লড়াই করে বাংলার পরিবর্তন করতে হবে। এমন নেতাকেই আমরা রাজ্য সভাপতি করতে চাই।'

তিনি যে নতুন ইনিংস খেলার জন্য প্রস্তুত সেকথাও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন দিলীপ। দিলীপের কথায়, 'একজন খেলোয়াড় সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে। আমরা রাজনৈতিক কর্মী। রাজনীতিতে কখন কী পরিস্থিতি আসে তা কেউ জানে না। পার্টি কী দায়িত্ব দেবে কেউ জানে না। তাই খেলোয়াড়দের মতোই আমাদেরও সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।'

# উসকানিতে প্রশ্রয় নয় দিলীপের

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে জোরদার প্রচারে নামতে চলেছে বিজেপি। মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে রামনবমী উদযাপনকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হুংকার দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'রামনবমীর দিন রাজ্যজুড়ে এত মিছিল হবে পুলিশ, সিভিক দিয়েও আটকাতে পারবে না।' রামনবমী উদযাপনের নামে বিজেপির বিভেদের রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। রাজনীতিতে ধর্মকে হাতিয়ার করে উসকানি দেওয়ার পক্ষে নন বলে জানিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার।

রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে গত বছর রাজ্যের একাধিক জায়গায় গণ্ডগোল হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের ডালখোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনআইএ গ্রেপ্তার করে ৮৫ জনকে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে এবার সেই উত্তেজনার পারদ দ্বিগুণ করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। রাজ্যে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় শুভেন্দু ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, এবার রামনবমী উদযাপনে রাজ্যে এক কোটি মানুষ পথে নামবেন। রাজ্যজুড়ে ২ হাজার মিছিল করার ঘোষণাও করেন। এদিন বিধানসভার বাইরে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, 'রামনবমীতে এবার এত মিছিল হবে যে গোটা রাজ্যের পুলিশ আর সিভিকদের নামিয়েও ঠেকাতে পারবে

না প্রশাসন।' পুলিশ প্রশাসনের অনুমতির তোয়াক্কা না করতে নির্দেশ দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'প্রয়োজন হলে মিছিল হবে অনুমতি ছাড়াই। ক্ষমতা থাকলে আটকান।'

শুভেন্দুর এই হুঁশিয়ারিকেই প্ররোচনা বলে মনে করছে তৃণমূল। শুভেন্দুর এই হুঁশিয়ারির পালটা সমালোচনা করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমরা বিজেপির এই প্ররোচনায় পা দেব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের রাজনীতির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরেই বিষ মেশানো ভেদাভেদের কথা বলছেন শুভেন্দুরা।' রামনবমী উদযাপনে যাতে হিন্দু সমাজ আরও অগ্রণী ভূমিকা নেয়, সেই চেষ্টা করার কথা বললেও রামনবমীর মতো সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে এধনের মন্তব্যকে কার্যত খারিজ করে দিয়েছেন দিলীপ।

যদিও বিজেপির মতে, প্ররোচনায় পা না দেওয়ার কথা বললেও তৃণমূলের তরফ থেকেই

### রামনবমী নিয়ে শুভেন্দুর হুংকার

উসকানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও এদিন বিধানসভার বাইরে দিলীপ কার্যত জানিয়ে দিলেন, হুমায়ুন বা শুভেন্দুর এই হুমকিকে তিনি সমর্থন করেন না। দিলীপ বলেন, 'এটা রাজনীতির বিষয় নয়, কোনওটাই কাঙ্ক্ষিত নয়, কোনওটিকেই সমর্থন করি না। যেভাবে হাওয়া গরম করার চেষ্টা হচ্ছে, যে ধরনের বক্তব্য সরকারি দলের থেকে আসছে তাতে প্রতিক্রিয়া হবেই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে হোক, পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে।'

# অবাংলাভাষী এলাকায় বিশেষ নজর তৃণমূলের

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** রাজ্যের অবাংলাভাষী এলাকায় এতদিন নজর ছিল বিজেপির। বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার থেকে অবাংলাভাষী এলাকায় তুলনামুলক ভোটও তারা বেশি পেত। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অবাংলাভাষী ভোটার অনেক কেন্দ্রে ভোটের ফ্যাক্টর হয়ে যেতে পারে। তাই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভাভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে ওই এলাকায় বিশেষ নজর দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল।

কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা, ইউসুফ পাঠানের মতো সাংসদদের ওই এলাকায় প্রচারে এনে শাসক দল বিজেপিকে মোকাবিলা করতে চাইছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি, খড়্গপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়ার মতো অবাংলাভাষী এলাকায় শাসক দল তাই বিশেষ নজর দিয়েছে। অবাংলাভাষী ভোটাররা কোন কোন এলাকায় নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে তা বিশ্লেষণ করে সেখানকার নেতৃত্বকে এখন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভায় বাজেট অধিবেশন শেষ হলে কীর্তি আজাদ, ইউসুফ পাঠান, শত্রুঘ্ন সিনহার মতো সাংসদরা সেখানে ঝাঁপাবেন। এই কাজে কৌশলে রাজ্যের হিন্দি অ্যাকাডেমিকেও লাগানো হচ্ছে। বিশেষভাবে অবাংলাভাষী ছাত্র, যুব ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বেশি করে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের হিন্দি অ্যাকাডেমি গত এক মাসে ১৩টি শিবির করেছে। এবার দোল ও হোলি একত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যৌথভাবে পালন করা হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে অবাংলাভাষী এলাকায় নজর ছিল বিজেপির। পালটা ২০১৮ সাল থেকে দলের বিধায়ক অর্জুন সিংকে সামনে রেখে ওই এলাকায় পালটা প্রচারে নেমেছিল তৃণমূল। কিন্তু অর্জুন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তখন তৃণমূলের সেই প্রচেষ্টা ধাক্কা খায়। ২০২০ সালে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা দীনেশ ত্রিবেদী ও জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্তাকে সামনে রেখে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু দীনেশ ত্রিবেদী পরে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় এখন কোনও কমিটি নেই। এই অবস্থায় অবাংলাভাষী সাংসদদের সামনে রেখে নতুন কমিটি গড়তে চলেছে তৃণমূল। নজর দেওয়া হবে এই এলাকায়।

# বিক্রির উদ্যোগ

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য রাজ্যের বিভিন্ন শপিং মলে যাতে বিক্রি করা যায়, তার জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বেশ কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের কথাও হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি বাড়ানো গেলে রাজ্যের মহিলারা উপকৃত হবেন বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের স্টল দেওয়া হয়। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার লক্ষ্যেই প্রতি বছর রাজ্যে সবলামেলা হয়। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আরও সুবিধা দিতে বাজেটে ৭৯৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা খরচ করলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন কর্তারা।

'জিহাদি' বলে পালটা কটাক্ষ ফেসবুক পোস্টে

# তসলিমার ফেরায় আপত্তি কবীর সুমনের

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** আঠারো বছর আগে বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন কলকাতা থেকে দিল্লিতে নির্বাসিত হওয়ার পর কলকাতা বইমেলায় প্রতিবারই একটি প্রকাশনা স্টলে 'তসলিমাকে ফিরিয়ে দাও' বলে পোস্টার দেখা যেত। সম্প্রতি প্রায় একই দাবি নিয়ে রাজ্যসভায় সরব হন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

শমীকের সেই দাবিতে আপত্তি জানিয়ে মঙ্গলবার মুখ খুললেন কবীর সুমন। বললেন, 'তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি আর আগ্রহী নই। আমার কাছে ওঁর কোনও গুরুত্বই নেই।' তসলিমা বাংলাদেশে না গিয়ে কলকাতায় আসতে চাইছেন কেন, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ এই সংগীত শিল্পী। তাঁর ধারণা, হতে পারে তসলিমা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, কলকাতাতেও সবাই বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। তাই হয়তো তিনি এখানে আসতে চান। কিন্তু সুমনের প্রশ্ন, 'উনি বাংলাদেশে ফিরতে চাইছেন না কেন? উনি বাংলাদেশের নাগরিক। উনি দয়া করে বাংলাদেশেই ফিরুন না! কী কী কী চাইছেন উনি? কলকাতায় ফিরে উনি কী করবেন? পপুলার হবেন আরও?' সুমনের স্পষ্ট অভিযোগ, বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল পাকিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকারকে ফেলে দেওয়াই উদ্দেশ্য তসলিমার। সুমন মনে করেন, 'তসলিমা এদেশে আছেন, কারণ ভারতবাসী দাক্ষিণ্যে বিশ্বাসী। তিনি আছেন একটি বিশেষ সরকারের অনুগ্রহে।' তবে ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, 'মজার ব্যাপার হল আমি কলকাতায় ফিরব, বা কলকাতায় বেড়াতে যাব, এই কথাটা বলিনি, আমাকে ফেরাবার দাবি তুলেছেন একজন সাংসদ, অমনি কলকাতার জিহাদিরা ভীষণ ভয়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করেছে। এর মধ্যে আছেন কবীর সুমন।...'

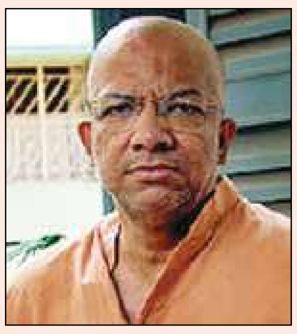

সাক্ষাৎকারের শেষ পর্বে তসলিমার কুশল চেয়ে ৭৫ বছর বয়সি সুমনের কটাক্ষ, 'পরমেশ্বর ওঁকে সুমতি দিন। ওঁর ভালো হোক। উনি তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও কীসব বলেছিলেন, শুনেছি। ওই নিয়েই থাকুন। এসব করে যদি ভাবেন আমরা ওঁর জন্য আসন পেতে দেব, এটা ভাবাটাই তো কেমন কেমন।' তবে চুপ করে থাকেননি তসলিমাও।

তসলিমা আরও লিখেছেন, 'আমাকে বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া হয় না বলে যে আমি নির্বাসনে বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, তা তিনি জানেন না? ঠিকই জানেন, শুধু না জানার ভান করেন। তিনি চান না আমি কলকাতায় পা রাখি। কারণ হিসেবে বললেন, আমি বিদেশি। বিদেশি কাউকে তিনি কলকাতায় দেখতে চান না। কী হাস্যকর না?'

# দলের নির্দেশ মেনে চলব, সুর নরম হুমায়ুনের

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে কড়া ধমকের মুখে সুর নরম করলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে একাধিক মন্তব্যে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হুমায়ুন। তার জেরে তাঁকে সতর্ক করেছিল দল। শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির শোকজের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। মঙ্গলবার সেই কমিটির শুনানিতে হাজির হয়েই হুমায়ুন দলের নির্দেশ মেনে চলার অঙ্গীকার করলেন। এই ঘটনায় আপাতত ইতি পড়ল শুভেন্দু-হুমায়ুন বিতর্কে।

লোকসভা ভোটের সময় শুরু। হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। সম্প্রতি বিধানসভায় সংখ্যালঘু তৃণমূল বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বিধানসভার বাইরে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর সেই মন্তব্যে পালটা তোপ দেগে হুমায়ুন থেকে সিদ্দিকুল্লারা কখনও ঠুসে দেওয়া কখনও বা ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার মতো দাওয়াই দেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে বার্তা দেওয়ার পরেও দমেননি হুমায়ুন।

মুর্শিদাবাদে গেলে বিরোধী দলনেতাকে আটকে রাখা, বিধানসভায় ঘরের বাইরে শুভেন্দুকে 'বুঝে নেওয়ার' মতো ধারাবাহিক হুমকিতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৃণমূল পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশের জেরেই তাঁকে শোকজ করা হয়। নিজের অবস্থান থেকে না সরে সব বিতর্কিত মন্তব্যকেই ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে শোকজের জবাব দেন হুমায়ুন। এরপরেই তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন বিধানসভায় শুনানিতে ডেকে কমিটির চেয়ার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে সাফ জানিয়ে দেন, দল কোনওভাবেই তাঁর এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে এধরনের ধর্মীয় উসকানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না। এর পরেই সুর নরম করেন হুমায়ুন।

বিধানসভায় হুমায়ুন জানিয়েছেন, তিনি দলের নির্দেশ মেনেই চলবেন। দল যাতে অস্বস্তিতে পড়ে তেমন কোনও মন্তব্য তিনি করবেন না। তবে হুমায়ুন এই কথা বললেও শেষপর্যন্ত কতদিন এই অবস্থান বজায় রাখবেন তা নিয়ে সংশয়ে তৃণমূলও।

# কালবৈশাখীর ইঙ্গিত

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। এর ফলে গত কয়েকদিন ধরে যে তাপপ্রবাহ চলছে, তা থেকে মিলবে মুক্তি। মার্চের প্রথম থেকেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে চড় চড় করে বেড়েছে পারদ। সোমবার কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাকি বেশ কয়েকটি জেলায় এর থেকেও বেশি তাপমাত্রা ছিল। তবে সোমবার সন্ধে থেকে হালকা শিলাবৃষ্টি হওয়ায় গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি মেলে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের তাপমাত্রা বাড়লেও হালকা হাওয়া বইতে থাকে দিনভর। তাতে অবশ্য অস্বস্তি খুব একটা কমেনি। বুধ ও বৃহস্পতিবার তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তবে শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায়। ওইসময় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে।

# হাইকোর্টে রাজ্য

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদের সময় হামলার পরিকল্পনায় গ্রেপ্তার হন সিপিএমের যুব নেতা কলতান দাশগুপ্ত। এবার তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে প্রতিবাদ চলাকালীন একটি ভাইরাল অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে আসে। সেখানে জুনিয়ার ডাক্তারদের ওপর হামলার ছক কষা হয় বলে অভিযোগ।

ছাতাই যখন ভরসা। মঙ্গলবার পার্ক স্ট্রিটে। ছবি : আবির চৌধুরী

# নৌশাদ-শওকত আলোচনায় জল্পনা

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে ভাঙড়। ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা তথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শওকত মোল্লার। দীর্ঘদিন তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না। কিন্তু গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও বদলেছে। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে বারবার সরব হয়েছে বিজেপি। এরই মধ্যে মুসলিম বিধায়কদের নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিতর্কিত মন্তব্যে জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

এই আবহেই মঙ্গলবার বিধানসভায় দেখা গেল অন্য ছবি। বিধানসভার অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবি ছিল। তখন অধিবেশন কক্ষেই বসেছিলেন শওকত মোল্লা। আসন থেকে উঠে গিয়ে শওকতের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ খুব নীচু স্বরে কথা বললেন নৌশাদ। তখন সেখানে আসেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তিনিও আলোচনায় যোগ দেন। হঠাৎ করে এই তিন বিধায়কের আলোচনা রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি করেছে।

যদিও নৌশাদ সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে বলেছেন, 'ভাঙড়ে ইফতারের তারিখ নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই। তাছাড়া বিধানসভায় আমার কোনও শত্রু নেই। আমরা সবাই এখানকার সদস্য।' শওকতও বলেন, 'স্থানীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই।' যদিও সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক সময় যেভাবে ধর্মকে ইস্যু করে বিজেপি রাস্তায় নেমেছে, তার মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল। বিজেপির হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাকেই হাতিয়ার করেছে রাজ্যের শাসকদল।

# বিদেশিদের অন্যতম সেরা গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ও ইসকনের মায়াপুর দেখার টানে প্রতিবছরই বিপুল সংখ্যক বিদেশি পর্যটক আসছেন এই রাজ্যে। পছন্দের পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিদেশিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে রাজস্থান, গোয়া, কেরল, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পরপর দু'বছর বিদেশিদের কাছে পছন্দের পর্যটন রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ দেশে তৃতীয় স্থান দখল করেছে।

বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে। দুর্গাপুজো উৎসব দেখতে তাই প্রচুর বিদেশি পর্যটক আসছেন

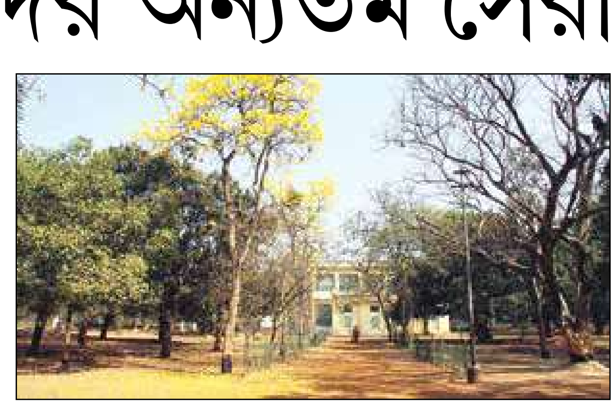

এরাজ্যে। বিদেশি পর্যটকদের কাছে অবশ্য আকর্ষণের প্রধান চুম্বক কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। এছাড়া মায়াপুরের ইসকনের মন্দির দেখতে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে মায়াপুরে বিশাল মন্দির তৈরি হচ্ছে। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতেও বাড়ছে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা। এর সঙ্গে অবশ্যই আছে শৈল শহর দার্জিলিং। এখানকার অপরূপ দৃশ্য দেখতেও বিদেশি পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে।

সোমবার বিধানসভায় রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে রাজ্যে দেশি ও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৮.৫ কোটি। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৪.৫ কোটি। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৮.৪ কোটি। এর মধ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। ২০২৩ ও '২৪ সালে রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কত, তা জানাননি ইন্দ্রনীল। তবে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে এ রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার। ২০২৩ সালে আড়াই গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ ৬ হাজারে। যদিও রাজ্যের কোন পর্যটন কেন্দ্রে কত বিদেশি পর্যটক গিয়েছেন, সেই তথ্য জানা যায়নি। পর্যটন দপ্তরে খোঁজ নিয়েও মেলেনি সেই তথ্য। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক পর্যটন দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'এভাবে তথ্য পাওয়া যাবে না। আমাদের যা তথ্য তা কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।' বিদেশি পর্যটকরা বেশি ভিড় জমান মহারাষ্ট্রে। ২০২২ সালে সেখানে ১৫ লক্ষ ১২ হাজার পর্যটক গিয়েছিলেন, ২০২৩ সালে এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩ লক্ষ ৮৭ হাজারে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা গুজরাটে ২০২২ সালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৭৭ হাজার। ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ লক্ষ ৭ হাজার।

### তৃতীয় স্থানের স্বীকৃতি পর্যটনমন্ত্রকের

## উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

# ৩৪০ কোটি খরচ করা নিয়ে দুশ্চিন্তা

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** উন্নয়ন খাতে বকেয়া ৩৪০ কোটি টাকা শেষমুহূর্তে হাতে পেয়েও খরচ নিয়ে 'মহাচিন্তায়' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। ৩১ মার্চের মধ্যে বিশাল পরিমাণ এই টাকা খরচ করতে না পারলে পড়ে থাকা টাকা ফেরত দিতে হবে দপ্তরকে। কাজের হিসাব এই অল্প সময়ের মধ্যে পেশ না করলে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে শতাধিক ঠিকাদার উন্নয়নমূলক কাজ করেও তাঁদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন। শুধু কাজের খরচের হিসাব নয়, ঠিকাদারদের দেওয়া খরচের হিসাব ১৫ দিনের চেয়ে কম সময়ে খতিয়ে যাচাই করে দপ্তরকে সবুজ সংকেত দিতে হবে। তবেই ঠিকাদাররা তাঁদের পাওনা টাকা পাবেন। তড়িঘড়ি সরকারি এই নির্দেশিকার প্যাঁচে পড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ উদ্বিগ্ন। শেষপর্যন্ত হাতে এত টাকা পেয়েও তা খরচ করা নিয়ে দপ্তরের প্রায় দিশাহীন অবস্থায় চিন্তিত তিনি।

মঙ্গলবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে তিনি বলেন, 'বাজেট বরাদ্দের পুরো টাকা পেলাম। গত আর্থিক বছরের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক টাকা বকেয়া ছিল। সেই ৩৪০ কোটি টাকা আর্থিক বছরের একেবারে শেষলগ্নে পাওয়া গেল। এখন কীভাবে পুরো টাকা খরচ করতে পারব এই অল্প সময়ের ব্যবধানে সেটাই চিন্তার বিষয়। অল্প সময়ের মধ্যে পুরো টাকাটা খরচ না হলে আগামী আর্থিক বছর এপ্রিলের শুরুতেই অর্থ দপ্তরের কাছে তা ফেরত পাঠাতে হবে।'

**নির্দেশের গেরো**

- বারো দিনে খরচ করতে হবে ৩৪০ কোটি টাকা
- না হলে টাকা ফেরত যাবে অর্থ দপ্তরে
- শুধু কাজ নয়, এই অল্প দিনের মধ্যেই দিতে হবে কাজ শেষের হিসাব
- তড়িঘড়ি সরকারি এই নির্দেশিকার প্যাঁচে পড়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

এইমুহূর্তে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলায় কমবেশি প্রায় শতাধিক ঠিকাদার রয়েছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজে তাঁরা যুক্ত। দপ্তরের কাছে তাঁদের পাওনা টাকার অঙ্কও বিরাট। কাজের খরচের হিসাব তাঁদের দপ্তরের কাছে পেশ করতে হবে এই অল্প সময়ের মধ্যে। দপ্তর খতিয়ে দেখে তা মঞ্জুর করলেই পাওনা টাকা তাঁরা পাবেন। এই প্রক্রিয়া যে সময়সাপেক্ষ, তা মানছেন মন্ত্রী। যেসব ঠিকাদার ইতিমধ্যেই হিসাব পেশ করেছেন, তাঁরা টাকা পেয়ে যাবেন ঠিকই। তবে যাঁরা পুরো হিসাব দিতে পারেননি, তাঁদের প্রাপ্য মেটাতে (আরএ পেমেন্ট) সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

## বিদায় মঞ্চেও মাধব-মহাকাব্য

*প্রথম পাতার পর*

কলকাতার এক নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। কলকাতার নাট্য নির্দেশক থেকে শুরু করে একাধিক অভিনেতা তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান। মঙ্গলবার ভোররাতে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে তাঁর মরদেহ বালুরঘাটে এসে পৌঁছায় দুপুর নাগাদ। রঘুনাথপুর এলাকায় গঙ্গারামপুর থেকে একটি বাতানুকূল শববাহী গাড়ি আগে থেকেই মজুত করা ছিল। সেখানেই তোলা হয় অভিনেতাকে। দুপুরের আগেই সংস্কৃতিপ্রেমী শতাধিক মানুষের ভিড় এলাকায়। আগে থেকেই সকলে 'শেষ দেখা' দেখতে উপস্থিত হয়েছেন।

শ্রদ্ধায়, শোকে সকলের মাথা নত। কারও হাতে ফুলের তোড়া, তো কারও চোখে শুধুই জল। বালুরঘাটের প্রতিটি নাট্য সংস্থা থেকে উপস্থিত অভিনেতারা। নিস্তব্ধতার মধ্য থেকেই যেন কান্নার রোল ভেসে আসছে চারদিক থেকে। তারপর হরিমাধবের দেহ নিয়ে আসা হয় বাস ভবনে। যেখানে অপেক্ষারত তাঁর স্ত্রী রিনা মুখোপাধ্যায়, দুই মেয়ে, এক ছেলে, জামাতা সহ পরিজনেরা। এলাকাজুড়ে এক শোকের আবহ।

সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বালুরঘাট কলেজে। যেখানে প্রায় ৩৪ বছর তিনি অধ্যাপনা করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর দেহ আসে সাধের ত্রিতীর্থ সংস্থায়।

বালুরঘাটের প্রবীণ নাট্য নির্দেশক প্রদোষ মিত্র বলছিলেন, 'তাঁকে কেউ শ্রদ্ধা জানাতে চাইলে সংস্থায় আসার কথা মাইকে বলা হয়েছে। এদিন রঘুনাথপুর এলাকাতেই প্রচুর নাট্যপ্রেমী সহ সাধারণ মানুষ এসেছিলেন। তাঁর আশীর্বাদের হাত যেন আমাদের সকলের মাথার ওপরে থাকে।' জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণার কথায়, 'তিনি চলে গেলেও নাটকের প্রতি তাঁর উদ্যম ভালোবাসা তাঁর কাজের মাধ্যমে থেকে যাবে। পরবর্তীতে আমরা তাঁর কাজ সংরক্ষণের জন্য ভাবনাচিন্তা করব।'

শেষকৃত্যের জন্য খিদিরপুর শ্মশানে দেহ পৌঁছানোর পর দেখা গেল, সেখানেও অনেকের ভিড়। দূর থেকে সকলে হাতজোড় করে প্রণাম জানাচ্ছেন। চোখ ছলছল অনেক গুণমুগ্ধের। আর তিনি, হরিমাধব যেন কোনও অদৃশ্য বার্তায় সকলের কানে কানে 'নাটকের জয় হোক' বলে হারিয়ে গেলেন চরাচরে। বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গ তাঁকে ভুলবে না।

*কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে তোর্ষা নদীতে চলছে মাছ শিকার। মঙ্গলবার অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।*

# আয়বৃদ্ধির দিশা নেই বাজেটে

## আলিপুরদুয়ার পুরসভা

**অসীম দত্ত**

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** গত অর্থবর্ষের তুলনায় একধাক্কায় ৫০ কোটি টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাজেটে। অথচ, আয় বাড়ানোর জন্য কোনও নয়া দিশা দেখাতে পারল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। সেই কাজে তাদের ভরসা বকেয়া কর আদায়। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার পুরসভা কর্তৃপক্ষ ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরের চূড়ান্ত বাজেট পেশ করল। সেখানে কিন্তু পুরকর আদায়, হোল্ডিং নম্বর, সম্পত্তি কর আদায়ে কোনও প্রস্তাব পেশ করা হল না।

২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে পুরসভার বাজেট ছিল ১০৫ কোটি টাকা। এবছর ১৫৫ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। যদিও আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের দাবি, 'পুরসভা এলাকার মানুষের স্বার্থে এই বাজেট করা হয়েছে।'

গত বাজেটের তুলনায় এবছর বাজেটে একধাক্কায় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণদান, হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে। গত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। চলতি বাজেটে এই প্রকল্পে বাজেট পেশ করা হয়েছে দেড় কোটি টাকার। অন্যদিকে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের ওপরও চলতি বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে। গত বাজেটে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৬ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। চলতি বাজেটে সেই খাতে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করেছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, পুরবাসীর স্বার্থে এক ধাক্কায় বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বাজেট দুই থেকে তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে। আবার দু'একটি প্রকল্পের বাজেট কিছুটা কমানো হয়েছে। আগামী অর্থবছরে পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধু প্রকল্প, জাতীয় নগর জীবিকা মিশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা মিশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

গত বাজেটে পানীয় জলপ্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এবার তাতে বরাদ্দ হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধু প্রকল্পে গত বাজেটে ধরা হয়েছিল মাত্র ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। এবার প্রায় ৬ কোটি। এদিকে, বলার মতো বাজেট কমেছে পথশ্রী প্রকল্পে। ৫১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা থেকে কমে হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা।

বাজেট বৈঠকে শাসকদলের একাধিক কাউন্সিলার গরহাজির থাকায় দলের অন্দরে বিতর্ক ছড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার বিরোধী দলনেতা শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'পুরসভার আয় বৃদ্ধির কোনও দিশা নেই। নিজস্ব ফান্ডে উন্নয়নের রূপরেখাও নেই।'

## আনন্দের বাড়ি ঢাকল শোকে

**মাদারিহাট ও জটেশ্বর, ১৮ মার্চ :** সোমবার সন্ধ্যায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে হলং নদীর সেতুর ওপর দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন ঝুবলি মাহাতো (৩৫)। সোমবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল ঝুবলির দেওর বিশ্রাম ওরাওঁয়ের। তাঁদের স্কুটারটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় একটি ট্রাক।

ঝুবলির মেয়ে সিন্ধিয়ার বিয়ে হয়েছে কয়েকদিন আগে। আগামী ২১ মার্চ সেই বিয়ে উপলক্ষ্যে ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। তার নিমন্ত্রণ করতেই বেরিয়েছিলেন ঝুবলি ও বিশ্রাম। ওই দুর্ঘটনার পর সিন্ধিয়ার বিয়ের সেই ভোজের অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে গিয়েছে। অনুষ্ঠানের বাড়ি বদলে গিয়েছে শোকের বাড়িতে। সিন্ধিয়াদের বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুজনাই বাসস্টপ এলাকায়। মাসখানেক আগে সিন্ধিয়ার সঙ্গে মেটেলির এক তরুণের বিয়ে হয়েছে। সেসময় প্রতিবেশী বা পরিজনদের খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়নি। ঝুবলি চেয়েছিলেন, আলাদা করে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোক। এদিন সিন্ধিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমি ও আমার স্বামী গত শনিবার মায়ের কাছে চলে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম কত আনন্দ হবে। আমার বিয়ের খাওয়াদাওয়ার নিমন্ত্রণ করতেই মা চুয়াপাড়ায় গিয়েছিল। আর ফিরল না।'

অপরদিকে মাদারিহাট প্রধাননগরে বিশ্রাম ওরাওঁয়ের বাড়িতেও শোকের ছায়া। ছোট তিন কন্যাসন্তানকে নিয়ে শোকে বিহ্বল তাঁর স্ত্রী ফুলমন্তি ওরাওঁ। জানালেন, তাঁর স্বামী পেশায় ট্রাকচালক ছিলেন। আর নিজেই ট্রাকের ধাক্কায় শেষ হয়ে গেলেন।

মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার জানিয়েছেন, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মঙ্গলবার দেহ দুটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

## বিদর্ভের আত্মঘাতী

*প্রথম পাতার পর*

সেচের জলের জন্য জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ভগবান মুন্ডে যে আন্দোলন করেছিলেন তার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

খড়কপূর্ণা জলাধার থেকে চাষের জলের দাবি অনেক পুরোনো। আবেদন-নিবেদন করেও কোনও কাজ হয়নি। সরকারের এই উদাসীনতায় মন ভেঙে গিয়েছে সবার। কৈলাসের তিনপাতার সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে, প্রশাসন কৃষকদের দাবি উপেক্ষা করছে। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার দেহ সরানো না হয়। এই মৃত্যুর খবরে চারদিকে জড়ো হন চাষিরা। বলা হয়, যতক্ষণ না জেলার মন্ত্রী কিংবা জেলা শাসক এসে দেখছেন এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ততক্ষণ দেহ পড়ে থাকবে। ময়নাতদন্তের জন্য নিতে দেবেন না।

কৈলাসের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর বাবা, স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়ে। স্ত্রী সুশীলার আক্ষেপ, সময়ে সরকার পদক্ষেপ করলে স্বামীকে হারাতে হত না। কেউ কিছু করেনি। রাজ্যের মন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন, গত ছাপ্পান্ন মাসে দিনে আটজন কৃষক মারা যাচ্ছেন বলে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয় মোটেই। অত হবে না। তবে তিনি কবুল করেছেন, ছত্রপতি শম্ভাজিনগর আর অমরাবতী ডিভিশনে চাষিদের মৃত্যুর সংখ্যাটা একটু বেশি। গতবছরের প্রথম ছয় মাসে রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, মারাঠাভূমে মারা গিয়েছেন ১,২৬৭ কৃষক। সবথেকে বেশি মৃত্যু বিদর্ভের অমরাবতী ডিভিশনে। ৫৫৭ জন। তারপরই শম্ভাজিনগর, ৪৩০ জন। নাসিকে ১৩৭ জন, পুনেতে ১৩ জন।

কৈলাসের মৃত্যুর পর যা হওয়ার তা হচ্ছে। আসরে নেমেছে সব পার্টি। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রবীণতম শারদ পাওয়ার বলেছেন, বিদর্ভ আর মারাঠওয়াড়ায় কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবে। বিধানসভায় সরকার নিজেই জানিয়েছে, গতবছর রাজ্যে আত্মহননকারী কৃষকের সংখ্যা ২৬৩৫। এই অবস্থায় পাওয়ার চান নীতি তৈরি করুক কেন্দ্র। একসময় এই পাওয়ার নিজেই ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। কংগ্রেসের কথায়, মহাজুটি সরকার তো হিন্দু-মুসলমান করতেই ব্যস্ত। চাষিদের কথা ভাবার সময় কোথায় তাদের? কৃষক সংগঠনগুলির মতে, এটা সরকারের ব্যর্থতা। এটা আত্মহত্যা নয়, খুন।

আর এখানে? এই রাজ্যে? ২০২১ সালে তথ্য জানার অধিকারে আবেদন করে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ক'জন কৃষক এ রাজ্যে আত্মহত্যা করেছেন। সরকারের তরফে জানানো হয়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১২২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। রাজ্যের প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ডিআইজি (ডি অ্যান্ড টি) জানিয়েছিলেন, জেলার দুটি থানা এলাকায় এই মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এরপর কাগজপত্রে এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। তারপরই রাজ্য সরকার সেই তথ্য প্রত্যাহার করে নেয়। জানিয়ে দেয়, ওই তথ্য ভুল। এখানে কোনও কৃষক আত্মঘাতী হননি। ওই বছর পশ্চিমবঙ্গে ১৩,৫০০ জন আত্মহত্যা করলেও তাঁদের মধ্যে কোনও কৃষক বা খেতমজুর নেই। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা কিন্তু অনেক বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

# স্ত্রীকে খুন করে আত্মসমর্পণ

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ :** 'গেম ইজ ওভার', রক্তাক্ত অবস্থায় সৎমাকে ফেলে পালানোর সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হল পোস্ট। তুম্বাজোতের ঘটনা হার মানাবে ওয়েব সিরিজের স্ক্রিপ্টকেও। খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

ঘটনাটি সোমবার রাতের। অভিযোগ, খুনের পর মাকে নিয়ে গাড়িতে চেপে চম্পট দেয় দুই ভাই। গাড়িতে বসেই এক ভাই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টটি লেখে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যায় প্রথম পক্ষের পরিবারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল রাজেশ গুপ্তা। ঘটনার পর রিতা গুপ্তা শা নামের ওই তরুণীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেখে সে সটান চলে যায় মাটিগাড়া থানায়। সেখানে আত্মসমর্পণ করে। মঙ্গলবার সকালে ধৃতকে যখন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তার গেঞ্জিতে রক্তের দাগ স্পষ্ট।

রিতার পরিবারের সদস্যরা রাজেশকে ওই অবস্থায় দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন থানা চত্বরে। পুলিশের গাড়িতে তোলার সময় তাঁরা ধৃতকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে গাড়িতে কিল, চাপড় আর লাথি মারতে শুরু করেন সবাই। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কোর্টে। রাজেশকে এদিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও দুই ছেলের খোঁজ করছেন তদন্তকারীরা।

মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তেরো বছর আগে রিতার সঙ্গে বিয়ে হয় রাজেশের। তারপর থেকে রানানগরে থাকতে শুরু করে দম্পতি। দুজনেরই এটা দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। রাজেশের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রেখাদেবী দুই ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তুম্বাজোতে। সেখানে প্রায়দিনই যাওয়া-আসা চলত পেশায় সোনা ব্যবসায়ী ওই ব্যক্তির। সেটা মোটেই পছন্দ ছিল না দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর। রিতার প্রথম পক্ষের এক মেয়ে এবং ছেলে রয়েছে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে সোনপুরে। ছেলে থাকতেন মাটিগাড়া রেলগেট এলাকায় তাঁর বাবার বাড়িতে। এদিন কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে ববিতা শা বলছিলেন, 'রানানগরের বাড়িতে গেলে সৎবাবা পছন্দ করত না। মায়ের ওপর অত্যাচার চালাত সবসময়। সোমবার শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয়কে নিয়ে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে এসেছিলাম।'

এরপর রাতে রিতার সঙ্গে ঝামেলা বাধে রাজেশের। দীর্ঘক্ষণ কথা কাটাকাটির পর ওই ব্যক্তি বাড়ি ছেড়ে চলে যায় মাটিগাড়া বাজারে। সেখানে তার সোনার দোকান। রিতার সন্দেহ হয়, তাঁর স্বামী গিয়েছে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বাড়িতে। সন্দেহের সত্যতা যাচাই করতে তিনি চলে যান তুম্বাজোতের বাড়িতে। এরপর রেখা ও তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে বচসা শুরু হয় রিতার।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে স্থানীয়রা খবর দেন রাজেশকে। সে তড়িঘড়ি পৌঁছায় তুম্বাজোতের বাড়িতে। চারজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলে বেশ কিছুক্ষণ। অভিযোগ, সেসময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কোপানো হয় রিতাকে। তাঁর গলা সহ শরীরের একাধিক অংশে ক্ষতচিহ্ন দেখা গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একপাশের চোখও। স্থানীয় অজিত বিশ্বাসের দাবি, 'চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শোনার পর দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় রিতাকে নিয়ে রাজেশ বের হচ্ছে। তারপর একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় সে।'

রিতার বাবা রাজকুমার শা বলছিলেন, 'রাত সাড়ে বারোটার দিকে রাজেশ ফোন করেছিল। ফোন ওঠানোর পর সে জানায়, একটু ঝামেলা হয়ে গিয়েছে। মেডিকেলে আসতে বলে। গিয়ে দেখি, মেয়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে সেখানে।' এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর রিতার দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। সেখানে বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরবর্তীতে পুলিশ আশ্বাস দিলে চলে যান সবাই। ডিসিপি ওয়েস্ট বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানান, তদন্ত চলছে।

## যৌনপল্লিতে আশ্রয় তরুণীর

*প্রথম পাতার পর*

ওই তরুণীর কথায়, 'আমি এখনই বিয়ে করতে রাজি নই। পড়াশোনা করতে চাই। পাত্র পছন্দ হয়নি। তাই বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম।'

ওই তরুণীর বাবা কৃষিজীবী। মা দিনমজুরির কাজ করেন। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার পর আর পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি। বাড়ির লোকজন স্থানীয় এক তরুণের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছে। সামাজিক বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যেই আলিপুরদুয়ারের যৌনকর্মীদের পল্লি এলাকার ওই বাসিন্দার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বিয়ের আগের দিন মালবাজার থেকে ট্রেনে চড়ে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে এসে নামেন তিনি। বান্ধবীই তাঁকে স্টেশন থেকে বাড়িতে নিয়ে যান। তরুণীর দাবি, তিনি নাকি বুঝতেই পারেননি যে এতদিন ধরে যৌনকর্মীদের পল্লিতে ছিলেন।

ওই তরুণীর মা বলেন, 'মেয়ে পালিয়ে যাওয়ায় বাড়ির লোকজনের ঘুম উড়ে গিয়েছে। তবে এদিন মেয়েকে পেয়ে সকলেই খুশি।'

## রাত জেগে বিশ্ব

*প্রথম পাতার পর*

তখনই তিনি সুনীতার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন তাঁদের কাছে। মোদি লিখেছেন, 'মহাকাশচারী মাইক ম্যাসিমিনোর সঙ্গে কথা বলার সময়েও আপনার নাম এসেছে। আপনার জন্য আমরা গর্বিত।' মহাকাশ থেকে ফিরে ভারতে আসার জন্যও মোদি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুনীতাকে। লিখেছেন, 'ফিরে আসার পর ভারতে আপনাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

আটদিনের জন্য বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযানে গিয়ে এতদিন তাঁদের থেকে যাওয়ার কারণ স্টারলাইনারে হিলিয়াম লিক এবং প্রপালশন সিস্টেমের সমস্যার মতো প্রযুক্তিগত ত্রুটি। গত সেপ্টেম্বরে কাউকে না নিয়েই স্টারলাইনার পৃথিবীতে ফেরে। এরপর সুনীতাদের ফেরার জন্য বারবার পরিকল্পনা বানচাল হয়। শেষপর্যন্ত এলন মাস্কের তৈরি যানে ফেরানোর উদ্যোগ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

## বালি তোলায়

*প্রথম পাতার পর*

ভেবে অবাক সেচ দপ্তরের কর্তারাও। সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশবরঞ্জন রায় বলেন, 'রয়্যালটি দিলে বালি তোলা ও রাস্তা তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়। তবে নদীর গতিপথ আটকে হিউমপাইপ বসিয়ে রাস্তা তৈরির করার অনুমতি দেওয়া হয় না। এই কাজ কারা এবং কেন করেছে, তা খতিয়ে দেখা হবে।' তবে, এই বিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কালকূট নদীতে রয়্যালটি ছাড়া বালি তোলার অভিযোগ ওঠার পর সেচ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা সেখানে বালি তোলা বন্ধ করে দিয়েছেন কয়েকদিন আগেই। তারপরও নদীর ওপর রাস্তা কীভাবে রয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এলাকা পরিদর্শনের পর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা।

মহাসড়কের কাজের জন্য একাধিক নদীতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বালি তোলার ছাড় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি কালকূট নদী। সেই সুযোগে একাধিক জায়গা থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা হত বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এসব কাজের ঠিকাদার শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় সামলাতে বেগ পেতে হয় প্রশাসনের কর্তাদের।

# ট্রাস্টের আড়ালে কালো টাকা সাদা

*প্রথম পাতার পর*

তিনি নিজেই গোপন জবানবন্দি দিতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন। সেই অনুযায়ী ব্যাংকশাল আদালতের বিচারক নির্দেশ দিয়েছিলেন পার্থর জামাই নগর ও দায়রা আদালতে ২০ নম্বর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিতে পারবেন।

সেই বয়ান নেওয়া হয় মঙ্গলবার। প্রথম থেকে ইডি দাবি করছে, দুর্নীতিতে মেয়ে, জামাই ও স্ত্রীকে ঢাল করেছিলেন পার্থ। ২০১৭ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর হলে তাঁর নামে তৈরি ট্রাস্টে পার্থ চেয়ারম্যান করেন মেয়ে সোহিনীকে। যে ট্রাস্টের অধীনে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় ১৫ কোটি টাকা খরচে স্কুল তৈরি করা হয়েছিল। স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্যাণময় ও তাঁর দুই মামাকে। বিদেশে বসেই পার্থর ট্রাস্ট ও একাধিক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন জামাই।

এই স্কুলের সূত্র ধরে ইডি'র সন্দেহের তালিকায় আসে পার্থর মেয়ে, জামাই। তাঁদের নামে একাধিক সংস্থার হদিস মেলে। ট্রাস্টের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার আঁচ পান তদন্তকারীরা। শেষে কল্যাণময়ের বয়ানে সেই সন্দেহে সিলমোহর পড়ল। এতদিন এই মামলায় অভিযুক্ত থাকলেও পার্থর জামাই এরপর মামলা থেকে রেহাই পাবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।

পার্থর বিড়ম্বনা বাড়িয়ে ২৬ ও ৩১ মার্চ আরও দুজন সাক্ষী দিতে পারেন। তাঁদের মধ্যে একজন পার্থর আত্মীয়। ঘনিষ্ঠরা এভাবে বয়ান দিতে থাকলে সিবিআইয়ের মামলায় পার্থর জামিন পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে বলে আইনজীবীরা মনে করছেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পার্থ। সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো মেডিকেল রিপোর্টে জানিয়েছে, তাঁকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রও অসুস্থ বলে বিচারককে জানানো হয়। ১৬ মার্চ থেকে হাসপাতালে ভর্তি তিনি। অন্য অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ পুরী যেতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানালে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেওয়া হয়। আরেক অভিযুক্ত অরুণ হাজরা এদিন আদালতে হাজির হননি।

## কারবার চলছে

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** সোমবার রাতে মাঝেরডাবরির বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় শামুকতলা থানা ও শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। দুটি বাইক সহ সাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উত্তর মাঝেরডাবরির হলদিবাড়ি রোড এলাকায় দুই জায়গায় অভিযান চলে। সেখানে নেশার ঠেক ভেঙে দেওয়া হয় বলে পুলিশের দাবি।

সেই এলাকায় মাদকের কারবারের মাথা ছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিষ্ণু রায়। সে ধরা পড়ার পরও কারবার চলছেই। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'বিষ্ণুকে গ্রেপ্তারের পরেও তদন্ত চলছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা দেখা হচ্ছে।' মঙ্গলবার বিষ্ণুকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। তাকে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। মাদকের ঠেকে হানা দিয়ে যে বাইক ও সাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার বেশিরভাগই আলিপুরদুয়ার শহরের বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

## উৎসব বোনাস

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** প্রতিবারের মতো এবারও রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে অ্যাড হক বা উৎসব বোনাস ঘোষণা করল রাজ্য। কারা পাবেন? মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে অর্থ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত যাঁদের মাসিক বেতন ৪৪,০০০ টাকার নীচে, তাঁরা ৬,৮০০ টাকা করে উৎসব বোনাস পাবেন। স্থায়ী কর্মচারীদের পাশাপাশি অস্থায়ী কর্মীরাও, যাঁরা অন্তত ৬ মাস কাজ করছেন এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত যাঁদের মোট বেতন ৪৪,০০০ টাকার কম, তাঁরা এই বোনাস পাওয়ার যোগ্য। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি রাজ্য সরকারি সহায়ক সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও নির্ধারিত হারে এই বোনাসের সুবিধা পাবেন। এর ফলে কয়েক লক্ষ কর্মী উপকৃত হবেন।

# জলপাইগুড়ির প্রথম ড্রোন পাইলট পূজা

**অনসূয়া চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ :** যতদূর চোখ যায় পরপর ছোট ছোট চা বাগান। আর একদম শেষ বাগানের শেষপ্রান্তে নীল আকাশটা ঝপ করে নেমে এসেছে। একসময় মনে হত বাগান ধরে হাঁটতে হাঁটতে আকাশে পৌঁছে যাবেন। শুধু কষ্ট হত, যখন দেখতেন বাগানে চা গাছের পাতাগুলো কুঁকড়ে গিয়েছে পোকার আক্রমণে। বাবা রোদ-জল মাথায় করে স্প্রে করছেন। মনে হত, আকাশ থেকে পরির মতো নেমে আসবেন, জাদুকাঠি ছুঁইয়ে সব গাছের পাতা আবার সতেজ করে দেবেন।

পরি হতে পারেননি পূজা। কিন্তু তাঁর হাতের ছোঁয়াতেই এখন উড়ন্ত ড্রোন থেকে চা বাগান বা চাষের জমিতে রোগপোকা প্রতিরোধে

*পূজা রায়*

রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পে জেলার স্বীকৃত মহিলা ড্রোন পাইলট পূজা রায়।

পড়াশোনার গণ্ডি খুব বেশি দূর নয়। উচ্চমাধ্যমিক পাশ। কিন্তু সবসময় মনে ইচ্ছে ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। ২০২৩ সালে ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ (আইএফএফসিও)-এর তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বেশ কিছু নাম চাওয়া হয় মহিলাদের। অনেকের মতো নিজের নামও দেন পূজা। অনলাইনে ইন্টারভিউ পাশ করার পর উত্তরপ্রদেশের ফুলপুরে ২৫ দিনের ড্রোন চালানো আর ড্রোনের যান্ত্রিক গোলযোগ সারানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসেন জলপাইগুড়িতে। এরপর বেশ কিছুদিন সময় পেরিয়ে যায় লাইসেন্স ও ড্রোন আসতে। তারপর থেকেই শুরু হয় ড্রোন উড়িয়ে চা বাগান আর কৃষিজমিতে স্প্রে করার কাজ। বর্তমানে জেলাজুড়ে পূজার পরিচয় 'ড্রোন দিদি' হিসাবে। ফোন পেলেই পৌঁছে যান জেলার বিভিন্ন ব্লকের নানা প্রান্তে।

## ১০০, ২০০ টাকায় ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত

# জোগান বাড়ায় সস্তা জাল নোট

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ১৮ মার্চ :** সীমান্ত পার হয়ে মালদায় ঢুকে পড়ছে বিপুল পরিমাণ জাল নোট। শুধু ৫০০ টাকাই নয়, ঢুকছে ১০০, ২০০ টাকার নোটও। এই প্রবণতায় মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে আগামী শনিবার মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে এক বিশেষ সভা ডাকা হয়েছে।

অন্যদিকে, গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো জাল টাকার দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে। গোয়েন্দাদের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বিহার, উত্তরপ্রদেশের কারবারিদের হাত ধরে ব্যাপক আমদানি হচ্ছে জাল টাকার। ওই সূত্রটি আরও জানাচ্ছে, কয়েক মাস আগেও এক লাখ টাকার জাল নোট বিক্রি হত ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকায়। যা এখন নেমে দাঁড়িয়েছে ৩০-৩৫ হাজারে।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের জেলা সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডুর অভিযোগ, 'সব থেকে বিপজ্জনক, শুধু ৫০০ টাকা নয়, এখন বাজারে প্রচুর পরিমাণে ১০০-২০০ টাকার জাল নোট ছেয়ে গিয়েছে। জাল নোটগুলির সঙ্গে আসল টাকার তফাত এতটাই সূক্ষ্ম যে খালি চোখে ধরা পড়ে না। তাই আমরা ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে আগামী ২২ মার্চ বিকেলে একটা সভা ডেকেছি।'

একই কথা মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহারও। তাঁর মতে, 'নোটবন্দির পর কিছুটা হলেও জাল নোটের কারবার বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আবারও শুরু হয়েছে জাল নোটের বাড়বাড়ন্ত। খালি চোখে ধরা পড়ছে না আসল-নকল। ব্যাংকে নিয়ে যাওয়ার পর যন্ত্রে ধরা পড়ছে। মালদায় ৯৫ শতাংশ লেনদেন হয় চোখের দেখায়। ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন।'

এপ্রসঙ্গে পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবের মন্তব্য, '২০০ টাকার জাল নোট উদ্ধারের ২টি ঘটনা নজরে এসেছে। তবে ৫০০ টাকা উদ্ধারের ঘটনা বেশি। তবুও আমরা ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির কাছে সচেতনতা শিবির করার আবেদন জানানো হয়েছে।'

এতদিন কালিয়াচক-৩ নম্বর সীমান্তকে জাল টাকা পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করেছে পাচারকারীরা। কিন্তু এখন করিডর পালটে ফেলেছে পাচারকারীরা। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'আমাদের কাছে খবর আছে, কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি কড়াকড়ি হওয়ায় পাচারকারীরা করিডর পালটে ফেলেছে। এখন মালদার ইংরেজবাজার, রতুয়া ও বামনগোলাকে করিডর হিসেবে বেছে নিয়েছে। ওই সব এলাকা থেকেই জাল টাকার কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।' কীভাবে পাচার হচ্ছে জাল নোট? কাদের ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে? এই প্রসঙ্গে সীমান্তের গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, মূলত পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ থেকে মালদায় ঢুকছে জাল নোট। আর সেই টাকা চলে যাচ্ছে ভিনরাজ্যে। মালদা থেকে প্রতিনিয়ত বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন। পাচারকারীরা ওই সব নিরীহ শ্রমিক, দিনমজুরদের সামান্য টাকার প্রলোভন দিয়ে ক্যারিয়ারের কাজ করাচ্ছে।

## মায়ের দেহ

*প্রথম পাতার পর*

সেদিন স্থানীয় অনেকেই অমিতকে মদ্যপ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। কিন্তু শনিবার থেকে আর দেখেননি। শনিবার থেকে সোমালিকেও বাড়ির বাইরে দেখা যায়নি। সোমবার সন্ধ্যায় অমিত বাড়ি ফিরে আসে। তবে ঘরে মায়ের মৃতদেহ পড়ে থাকলেও কাউকে কিছুই জানায়নি।

হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

## ছোট্ট তারা

ফালাকাটার আনন্দমেলা নার্সারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী প্রজ্ঞা চৌধুরী পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো নাচতে জানে। এছাড়াও প্রজ্ঞার হাতের লেখা প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

## জরুরি তথ্য

### মজুত রক্ত

মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | ১ |
| বি পজিটিভ | ০ |
| ও পজিটিভ | ২ |
| এবি পজিটিভ | ১ |
| এ নেগেটিভ | ২ |
| বি নেগেটিভ | ০ |
| ও নেগেটিভ | ০ |
| এবি নেগেটিভ | ০ |

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | ১ |
| বি পজিটিভ | ০ |
| ও পজিটিভ | ২ |
| এবি পজিটিভ | ২ |
| এ নেগেটিভ | ০ |
| বি নেগেটিভ | ০ |
| ও নেগেটিভ | ১ |
| এবি নেগেটিভ | ১ |

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | ০ |
| বি পজিটিভ | ০ |
| ও পজিটিভ | ০ |
| এবি পজিটিভ | ০ |
| এ নেগেটিভ | ০ |
| বি নেগেটিভ | ০ |
| ও নেগেটিভ | ০ |
| এবি নেগেটিভ | ০ |

## মেধা যাচাই

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** বিশ্ব গণিত দিবস উপলক্ষ্যে বেসরকারি বিদ্যালয় কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী গণিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সমিতির জেলা সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস বলেন, '১৪ মার্চ গণিত দিবস থাকলেও দোল উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটির কারণে ১৮ মার্চ এই প্রতিযোগিতা হয়।' শহরের বেসরকারি স্কুলগুলোতে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়, যেখানে নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছোটদের গণিতের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোই ছিল মূল লক্ষ্য।

# আলিপুরদুয়ারে মাধব স্মরণ

**ভাস্কর শর্মা**

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** মহড়া চলাকালীন ভীষণ 'সিরিয়াস' থাকতেন তিনি। তাঁর ভয়ে টুঁ-শব্দটি করার সাহস পেতেন না কেউ। তবে একেবারে যত্ন সহকারে ভুল সংশোধন করিয়ে দিতেন তিনি। সবসময় বলতেন আধুনিক নাটকের কথা। সোমবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁর সম্পর্কে এই কথাগুলো বলতে বলতে কখন চোখে জল চলে এল ষাটোর্ধ্ব দীপ্তি সাহার, নিজেও তা বুঝতে পারলেন না। তাঁর মতোই আলিপুরদুয়ারের নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা, সলসলাবাড়ির গৌতম দত্তরা পুরোনো দিনে ফিরে গেলেন। তাঁদের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল 'প্রিয় মাধবদা।'

প্রয়াত নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার এক সময়কার প্রধান অভিনেত্রী ছিলেন দীপ্তি। তাঁর বাপের বাড়ি বালুরঘাটে। ত্রিতীর্থর অভিনেত্রী আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়ার বাসিন্দা।

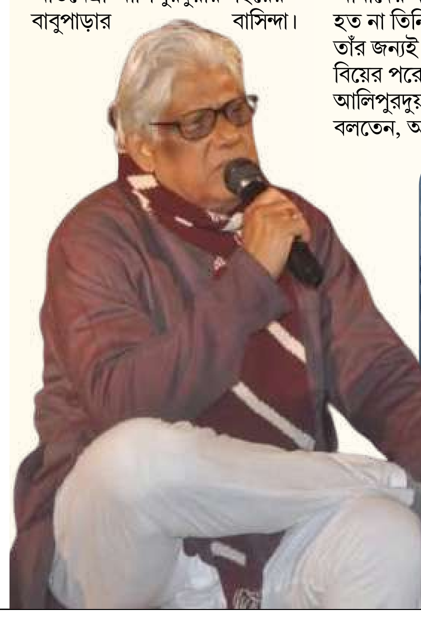

পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার সঙ্গে জুড়ে যান তখনকার কলেজ ছাত্রী দীপ্তি। ৮০-৯০'র দশকে চুটিয়ে নাটক করেছেন। এমনকি হরিমাধববাবুর সঙ্গে বেশ কিছু নাটকে প্রধান নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন দীপ্তিদেবী। সেই সূত্রেই আলিপুরদুয়ারে বেশ কয়েকবার আসা। মায়া টকিজ হলে দক্ষতার সঙ্গেই অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেন। 'শিশু পাল', 'দেবী গর্জন', 'দেবাংশী' সহ আরও বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন দীপ্তিদেবী। বালুরঘাট থেকে আলিপুরদুয়ারে আসার পরেও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল 'মাধবদা'র সঙ্গে। এই নামেই হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে ডাকতেন দীপ্তি। সোমবার রাতে নাট্যগুরুর প্রয়াণের খবর পেয়েই ভেঙে পড়েন তিনি।

দীপ্তি সাহার কথায়, 'বালুরঘাটের নাম দেশে উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে আমার নাট্যগুরুর অবদান সবচেয়ে বেশি। তা সত্ত্বেও তিনি যখন অভিনয়টা করতেন, আমাদের মহড়া দিতেন তখন মনেই হত না তিনি এত বড়মাপের মানুষ। তাঁর জন্যই আলিপুরদুয়ারকে চেনা। বিয়ের পরেও অনেকবার তিনি আলিপুরদুয়ারে এসেছেন। বারবার বলতেন, অভিনয়টা ছাড়িস না।'

হরিমাধবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়তে না পারলেও তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা, সলসলাবাড়ির গৌতম দত্তরা। তাঁরাই জানান, শিক্ষকতার পাশাপাশি উত্তরের প্রতিটি নাট্যদলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মন্ত্র দিতেন হরিমাধব। শুধু তাই নয়। নাটক করতে গিয়ে তাঁর হাতের স্পর্শে যেন অনেক অভিনেতার জীবন বদলে গিয়েছে। এমনকি আলিপুরদুয়ারের সরকারি নাট্য কর্মশালায় এসে জেলার নাট্যচর্চা নিয়েও ছিল তাঁর বেশ আগ্রহ।

আলিপুরদুয়ারের সংঘশ্রী নাট্য সংস্থার কর্ণধার পরিতোষ সাহার কথায়, 'আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে নাটক করতে বালুরঘাট শহরে গিয়েছিলাম। সাজঘরে রেডি হওয়ার সময় ঠিকভাবে ধুতি পরতে পারছিলাম না। তখনই একজন ধুতি পরতে সাহায্য করলেন। তখনও জানতাম না উনি কে। পরে শুনি উনিই হরিমাধববাবু। আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! এত বড় মাপের মানুষ, একটুও অহংকার নেই।

> বালুরঘাটের নাম দেশে উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে আমার নাট্যগুরুর অবদান সবচেয়ে বেশি। তা সত্ত্বেও তিনি যখন অভিনয়টা করতেন, আমাদের মহড়া দিতেন তখন মনেই হত না তিনি এত বড়মাপের মানুষ। তাঁর জন্যই আলিপুরদুয়ারকে চেনা। বিয়ের পরেও অনেকবার তিনি আলিপুরদুয়ারে এসেছেন। বারবার বলতেন, অভিনয়টা ছাড়িস না।
>
> – দীপ্তি সাহা *নাট্যকর্মী*

পরে যতবার আলিপুরদুয়ারে এসেছেন ওঁর সঙ্গে নাটক নিয়ে কথা হয়েছে। এখনও আমরা ওঁর পরামর্শগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি।'

সলসলাবাড়ির গৌতম দত্তর কথায়, '২০০০ সালে হরিমাধববাবু আলিপুরদুয়ারে নাটকের কর্মশালা করতে এসেছিলেন। সাতদিন তিনি ছিলেন। তাঁর থেকেই নাটকের খুঁটিনাটি শেখা। নাটকের মধ্যে কীভাবে আধুনিক চিন্তাধারা যুক্ত করতে হবে, তা ওঁর থেকেই শেখা।'

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটকে নাটকের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে নিয়ে গিয়েছেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। বাংলা নাট্য জগতের সুপরিচিত এই ব্যক্তিত্ব সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরেই বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা গত কয়েক দশক ধরে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। আলিপুরদুয়ারও বাদ যায়নি। হরিমাধববাবুর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন আলিপুরদুয়ারের নাট্যকর্মীরা।

*১১ নম্বর ওয়ার্ডের আশুতোষ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার।*

# আঁকায় উঠে এল বেহাল শহর

**অসীম দত্ত**

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** কারও তুলির টানে শহরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, কারও আঁকিবুকিতে আবার আবাস প্রকল্পের টাকা না পেয়ে বিপাকে পড়া দুঃস্থ পরিবারের করুণ দশা ফুটে উঠল। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের নিকাশিনালা, আবাস প্রকল্প নিয়ে সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর মাঠে শহরের এই দুর্দশার বিষয়টিকে সামনে রেখে সোমবার অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আশুতোষ খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় আসর বসে।

এখানেই ছবির মাধ্যমে শহরের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। শুধু বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা কিংবা আবাস প্রকল্প নিয়ে নয়। কেউ আবার তুলে ধরেছে জলবন্দি শহরে খাবারের অভাব এবং বেঁচে থাকার লড়াই, কোথাও আবার কর্মসংস্থানের অভাবে তরুণের হাত পেতে ভিক্ষে চাওয়ার ছবি।

আলিপুরদুয়ার গার্লস হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ঐশিকী দেবনাথের আঁকায় ফুটে উঠল কষ্টকর এক ছবি। আবাস প্রকল্পের ঘর না পেয়ে কোনওরকমে ত্রিপলের তলায় অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে দুঃস্থ পরিবারগুলি। রোদ, ঝড়জল মাথায় নিয়ে খোলা আকাশের নীচেই চলছে রান্নাবান্না। ঐশিকীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সে নিজেই খুব সামনে থেকে দেখেছে এমন দৃশ্য। তার ওয়ার্ডে অনেকেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। চোখের সামনে যা দেখেছে, সেসবই নিজের আঁকার মাধ্যমে তুলে ধরেছে ঐশিকী।

আবার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির অদৃজা দে আঁকার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে, এক বেকার ঘরবাড়িহীন তরুণ আবাসের টাকা না পেয়ে হাত পেতে ঘরের ভিক্ষা চাইছেন। অদৃজার কথায়, 'আমি ১১ নম্বর ওয়ার্ডে থাকি। নিজের চোখে সাধারণ মানুষের এই কষ্টকর দৃশ্য দেখেছি। আমার ছবির বিষয় ছিল আবাসের ঘর নিয়ে। তাই আমি যা দেখেছি, সেটাই আঁকার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।'

### কংগ্রেসের আয়োজন

- পুরসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস
- এর আগেও খালি পায়ে পদযাত্রার মাধ্যমে পুরসভার খামতি তুলেছিল কংগ্রেস
- এবার 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আবাস প্রকল্প, শহরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়

এ তো গেল আবাস প্রকল্পের কথা। আলিপুরদুয়ার গার্লস হাইস্কুলের সৃষ্টি দত্ত, বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ গুপ্ত বর্ষায় শহরের বেহাল নিকাশিনালা ও জলবন্দির ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও পুরসভার বিরোধী দলনেতা শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'আমরা জানুয়ারি মাসে খালি পায়ে পদযাত্রার মাধ্যমে পুরসভার ব্যর্থতাকে সামনে রেখে আন্দোলন শুরু করি। অঙ্কন প্রতিযোগিতা সেই আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপ। পুরসভার এমন উদাসীনতার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন লাগাতার চলবে।'

প্রতিযোগীদের তিনটি বিভাগে ভাগ করে এই দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার বিষয় সামনে রাখা হয়। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আশুতোষ খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় সেই প্রতিযোগিতার আসর বসে। প্রথম দিনে ৪৮ জন এবং দ্বিতীয় দিনে ৩৮ জন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বুধবার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে সেই প্রতিযোগিতা শেষ হবে।

গোটা বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের বক্তব্য, 'বিরোধীরা কী করছে জানি না। তবে সাধারণ মানুষ পুরসভার উন্নয়ন দেখতে পারছেন।'

*উচ্চমাধ্যমিক শেষে।। স্মৃতি হিসেবে থাকবে বন্ধুদের শার্টে এই লেখা। ফালাকাটায়। (ডানদিকে) আলিপুরদুয়ারে অকাল হোলি। ছবি : ভাস্কর শর্মা ও আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

## প্রচার

**ফালাকাটা, ১৮ মার্চ :** 'উত্তরকন্যা চলো' কর্মসূচিকে সামনে রেখে সিপিএমের ফালাকাটা ১ নম্বর লোকাল কমিটি মঙ্গলবার ফালাকাটা শহরে প্রচার করল। এদিন ফালাকাটার ধূপগুড়ি মোড় বাজার এলাকায় লিফলেট বিলি করে প্রচার করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য নেতৃত্ব বাপন গোপ, নাদির হোসেন মণ্ডল সহ অন্য সদস্যরা। সিপিএমের তরফে জানানো হয়, ২৮ মার্চ উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। বেকারি দূরীকরণ, নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষা সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক দাবি পূরণের জন্যই সেই অভিযানের ডাক। তারই প্রস্তুতি হিসেবে ফালাকাটায় এই কর্মসূচির আয়োজন।

## জলের মেশিন

**ফালাকাটা, ১৮ মার্চ :** ফালাকাটা নম্বর ২ এসপি প্রাইমারি স্কুলে পানীয় জলের মেশিন দিলেন অভিভাবকরা। স্কুলের দুই পড়ুয়ার অভিভাবক সুদীপ দাস ও সুদীপ্তা সাহা তাঁদের বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে পানীয় জলের মেশিন দান করলেন। ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন থেকে ছাত্রছাত্রীরা পরিস্রুত পানীয় জল পান করতে পারবে। অভিভাবকদের এই উদ্যোগে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

# কলেজে নতুন ভবন

**সুভাষ বর্মন**

**ফালাকাটা, ১৮ মার্চ :** মাস ছয়েক আগে ফালাকাটা কলেজের সায়েন্স বিল্ডিংটি তৈরি করতে গিয়ে টিনের শেড দেওয়া বয়েজ কমন রুম ও ছাত্র সংসদের ঘর ভাঙা পড়েছিল। আগে টিনের শেডের ঘরটিতে ছিল জিমের সরঞ্জাম। ঘর ভাঙা পড়ায় ওই কয়েক মাস ধরে পড়ুয়ারা ভালোভাবে জিমের অনুশীলন করতে পারছিলেন না। তাই সমস্যা সমাধানে কলেজ কর্তৃপক্ষ জিম, বয়েজ কমন রুম ও ছাত্র সংসদ অফিসের জন্য নতুন ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মঙ্গলবার তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল।

নতুন ঘর হলে আর কোনও অসুবিধা হবে না। তাই ঘর হওয়ার খবর জানতে পেরে খুশি পড়ুয়ারা। কলেজের পড়ুয়া রাজীব দাসের কথায়, 'ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জিমের

অনুশীলনে সমস্যা হচ্ছিল। তবে এবার নতুন ঘর তৈরি হলে আর কোনও অসুবিধা হবে না। এজন্য আমরা খুব খুশি।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুরেশ লালা, অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অধ্যক্ষ বলেন, 'ওই ঘরটির জন্য প্রায় ৪২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ হবে। কলেজের তহবিল থেকে তা খরচ করা হবে। একতলা ভবন তৈরি হবে। জিম, বয়েজ কমন রুম ও ছাত্র সংসদের জন্য তিনটি ঘর থাকবে।'

কলেজে একটি মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম রয়েছে। সেখানে টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। যখন সায়েন্স বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হয়েছিল সেই সময় জিমের সরঞ্জামগুলি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ভেতরে রাখা হয়। এতে পড়ুয়াদের অসুবিধা হচ্ছিল। কলেজে ওই কাজগুলি শুরু হওয়ায় খুশি সকলে।

# বিপদসীমার পূর্বাভাসে নয়া প্রযুক্তি দীপাঞ্জনের

**দামিনী সাহা**

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** বাঁধের জল স্তর ও বিপদসীমা পেরোনোর নির্ভুল পূর্বাভাস দেওয়ার এক প্রযুক্তির আবিষ্কার করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার গবেষকরা। সম্প্রতি এই প্রযুক্তির জন্য তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে পেটেন্ট পেয়েছেন। এই নতুন প্রযুক্তি বাঁধের জল স্তর এবং সম্ভাব্য বিপদসীমার পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে। এর পেছনে রয়েছেন ভারতের দুই গবেষক এবং দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বিজ্ঞানী। এর মধ্যে নাম জুড়েছে আলিপুরদুয়ারেরও। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক দীপাঞ্জন পাল, এমটিএন কোম্পানির চিফ টেকনলজি অফিসার ডঃ সত্যকাম পাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটির রেক্টর ডঃ সিলিদজি মারওয়ালা রয়েছেন এই প্রযুক্তির পেছনে।

এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। হার্ডওয়্যার প্রোটোটাইপটি তৈরি করেছেন দীপাঞ্জন এবং সফটওয়্যার তৈরির দায়িত্বে ছিলেন সত্যকাম। এই কাজটি শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে এবং মাত্র সাত মাসের মধ্যেই এটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই প্রযুক্তি প্রথমে ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পেটেন্ট পায় এবং বর্তমানে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডা থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে।

### ধাপে ধাপে

- মডিউলটি রিয়েল টাইমে নদীর জল স্তর সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহ করবে
- সংগৃহীত ডেটা বিশ্লেষণ করে স্তরের পরিবর্তনের প্রবণতা নির্ধারণ করবে
- আরএনএন মডেল ব্যবহার করে ভবিষ্যতে জল স্তর কতটা বাড়বে বা কমবে তা পূর্বাভাস দেবে
- সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক সংকেত জারি করবে

গবেষকরা জানিয়েছেন, এই প্রযুক্তির প্রধান ভিত্তি হল একটি অত্যাধুনিক 'ওয়াটার লেভেল প্রেডিকশন মডিউল।' এই মডিউলটি রিয়েল টাইমে বাঁধের জল স্তর সংক্রান্ত টাইম সিরিজ ডেটা সংগ্রহ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের জল স্তর এবং বিপদসীমার সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়। এই পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য গবেষকরা রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক (আরএনএন) ভিত্তিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছেন।

দীপাঞ্জন বললেন, 'আমরা জানি, আকস্মিক বন্যা বা নদীর জল বাঁধ উপচে পড়া বড় ধরনের বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। এই অত্যাধুনিক আইওটি (ইন্টারনেট অফ থিংস) ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা সঠিক সময়ে পূর্বাভাস দিতে পারব এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হবে।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা এই প্রযুক্তিতে উন্নত অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছি, যা টাইম সিরিজ ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুল পূর্বাভাস দিতে পারবে। এটি ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এক বড় পদক্ষেপ।'

এই প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে গবেষকরা অত্যন্ত খুশি। তাঁরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা হবে এবং তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রশাসনের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে পূর্বাভাস পেলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হবে।

## আন্দোলনের প্রস্তুতি

**বীরপাড়া, ১৮ মার্চ :** দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের কারবার বন্ধের দাবিতে ফের পথে নামতে চলেছেন বীরপাড়াবাসী। আন্দোলনের ধরণ স্থির করতে বৃহস্পতিবার বৈঠক করবে অরাজনৈতিক সংগঠন 'ভয়েস অফ বীরপাড়া'। ডলোমাইট ইস্যুতে ওই সংগঠনটির ছত্রছায়ায় জোট বেঁধেছেন বীরপাড়াবাসী। গত বছর উপনির্বাচনের প্রচারে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়ই ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের কারবার বন্ধে পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এদিকে সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব সংবাদমাধ্যমে দাবি করেন, বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারণে দূষণ নেই। এছাড়া ডলোমাইট কারবারে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ছাড়পত্রও রয়েছে রেলের। রেলের জিএমের ওই বক্তব্যের পরই ফের আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করছে 'ভয়েস অফ বীরপাড়া'।

সংগঠনটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শান্তজ্যোতি বসু বলছেন, 'আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দরকার। রেলের জিএম জানান, দু'মাস আগে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে কি এতদিন ধরে বিনা ছাড়পত্রে ডলোমাইটের কারবার করছিল রেলমন্ত্রক? অথচ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক আমাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না।' সংগঠনের সম্পাদক দেবদাস দে বলছেন, 'জবাব আদায়ে আন্দোলন স্থির করতেই আমরা বৈঠক ডেকেছি।'

# অনুমতি ছাড়া রাস্তা বন্ধ নিয়ে প্রশ্ন

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার-কুমারগ্রাম সড়ক শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। মঙ্গলবার সকাল থেকে হঠাৎই দেখা যায়, সেই রাস্তা রীতিমতো বন্ধ করে গোডাউন নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে ওই কাজ চলছিল। রাস্তাটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পড়ে। খোঁজ নিতেই জানা গেল, এই নির্মাণকাজের ব্যাপারে এলাকার ট্রাফিক, স্থানীয় কাউন্সিলার, এমনকি পুরসভা কেউ কিছুই জানে না। এদিকে, মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন ছিল। অথচ পরীক্ষার্থীদের অসুবিধাকে তোয়াক্কা না করেই শহরের অন্যতম প্রধান সড়ক বন্ধ করে কাজ শুরু হয়। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ ছড়াতে প্রশাসন আবার সেখানে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রাফিক পুলিশের তরফে সকাল থেকেই চারজন সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছিল। তাহলে কি তাঁরা কাজের খবর আগে থেকেই জানতেন? আলিপুরদুয়ার ট্রাফিকের ডিএসপি শান্তনু তরফদার তা মানতে নারাজ। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আমাদের এব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। আমরা খবর পেয়ে ট্রাফিককে ফোন করি। দুপুর ১টা নাগাদ আমাদের প্রতিনিধি গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়।'

বেসরকারি ওই সংস্থার তরফে অঞ্জন দাসও সেকথা মেনে নিয়ে বলেন, 'আমাদের তরফে লিখিত কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। পুরসভার কাউন্সিলার দেবকান্ত বড়ুয়া এবং ট্রাফিক আধিকারিকরা এসে আমাদের ৩০ মিনিট সময় দিয়েছিলেন। আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি।'

*রাস্তা দখল করে কাজ, যাতায়াতে সমস্যা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

সুভাষপল্লি ক্লাবের উলটো দিকে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বেসরকারি সংস্থা রাস্তা বন্ধ করে নির্মাণকাজ করছিল। প্রশ্ন উঠছে, কোনও অনুমতি ছাড়াই কীভাবে শহরের অন্যতম মূল রাস্তা অবরোধ করে এমন নির্মাণকাজ চলতে পারে? আলিপুরদুয়ারের সঙ্গে কুমারগ্রামের যোগাযোগকারী এই রাস্তাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন কয়েক হাজার গাড়ি ওই রাস্তায় চলাচল করে। অনেকে যানজটে বেশ কিছুক্ষণ আটকেও থাকেন।

ওই এলাকাতেই হিন্দি হাইস্কুল, শান্তিদেবী হাইস্কুল সহ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ট্রাফিকের ডিএসপি বলেন, 'আমাদের আধিকারিকদের পাঠিয়ে ৩০ মিনিটের মধ্যে সব সরিয়ে নিতে বলেছি। তারা মেশিনপত্র সরিয়ে দিয়েছে। কাদের অনুমতিতে এই কাজ হচ্ছিল তার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'

# নাগপুরে পাথর-আগুন, গ্রেপ্তার ৫০

## গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র, পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্ফিউ জারি

**নাগপুর, ১৮ মার্চ :** সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনে জ্বলল মহারাষ্ট্রের নাগপুর। সোমবার দফায় দফায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা শহর। একের পর এক গাড়ি ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও জনবসতি নিশানা করে ছোড়া হয় পাথর। একাধিক জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙা হয়েছে। ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০ থেকে ৪০ জন জখম হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জারি করা হয় কার্ফিউ। হামলা চালানোর অভিযোগে এপর্যন্ত অন্তত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শহরে শান্তি বজায় রাখতে আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তাঁর অভিযোগ, এই হামলা 'পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত' ছাড়া কিছু নয়। তিনি পুলিশকে নির্দেশ দেন হামলাকারীদের কঠোরভাবে দমন ও রং না দেখে গ্রেপ্তার করার। পুলিশের দাবি, একটি গুজবকে কেন্দ্র করে নাগপুরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয় সোমবার রাতে। মঙ্গলবার সেভাবে হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটলেও এলাকার পরিবেশ থমথমে ছিল।

নাগপুরে গত কয়েকদিন ধরেই গোলমাল চলছে। এই গোলমালের মূল কারণ মোগল সম্রাট অওরঙ্গজেবের সমাধি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) আর বজরং দল চাইছে অওরঙ্গজেবের সমাধি মহারাষ্ট্র থেকে সরিয়ে ফেলতে। তাদের দাবি, অওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠুর শাসক। তিনি যে কেবল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন তাই নয়, একইসঙ্গে হত্যা করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজির ছেলে সম্ভাজি মহারাজকেও। এই কারণে তারা তাঁর সমাধিকে 'জাতীয় লজ্জার প্রতীক' বলে মনে করে।

সোমবার নাগপুরের মহল এলাকায় কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভ সমাবেশে অওরঙ্গজেবের কুশপুতুল পোড়ায়। এরপর তারা একটি ধর্মীয় মন্ত্র লেখা কাপড় (কলমা) পুড়িয়ে দেয় বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। যার জেরে চিতনিস পার্ক, কোতওয়ালি, গণেশপেট, মহল সহ বহু এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। হিংসা ছড়ায় আরএসএস-এর সদর দপ্তর মহল এলাকাতেও। জনবসতির বাড়িঘর ও পুলিশকে নিশানা করে পাথর ছোড়ে উত্তেজিত জনতা। জেসিবি যন্ত্র থেকে শুরু করে একাধিক গাড়ি ও দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে ক্ষতি হয় চিতনিস পার্ক থেকে শুক্রবারি তালাও রোড এলাকার। এই ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০-৪০ জন জখম হন। গ্রেপ্তার করা হয় কমবেশি ৫০ জনকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মঙ্গলবার দাবি করেন নাগপুরের পুলিশ কমিশনার রবীন্দ্রকুমার সিঙ্গল।

হংসপুরী এলাকার বাসিন্দা শরদ গুপ্ত (৫০) বলেন, রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে উত্তেজিত জনতা তাঁর বাড়ির সামনে চারটি দুই চাকার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি নিজেও আহত হন। পাশের একাধিক দোকানেও ভাঙচুর চালায় জনতা। পুলিশ ঘণ্টাখানেক পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। আরেক বাসিন্দা চন্দ্রকান্ত কাওয়াড়ে বলেন, তিনি রামনবমীর শোভাযাত্রার জন্য কাজ করছিলেন। উত্তেজিত জনতা পাথর ছুড়তে ছুড়তে ঢুকে তাঁর সাজসজ্জার সব জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেয়। এক চা বিক্রেতা জানান, হামলাকারীরা একটি ক্লিনিকে ঢুকে ভাঙচুর করে। তারপর পুলিশ আসার আগেই চম্পট দেয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, লাঠি চালায়। শহরের একাধিক জায়গায় কার্ফিউ জারি হয়। হিংসার ঘটনাকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ বলেন, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'ছাওয়া' সিনেমা তৈরি হয়েছে সম্ভাজি আর অওরঙ্গজেবের লড়াই নিয়ে। এই ছবি স্থানীয় মানুষের মনে ক্ষোভ জাগিয়েছে। একই সুরে কথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও। বিধানসভায় ফড়নবিশ বলেন, 'নাগপুরে ভিএইচপি ও বজরং দল বিক্ষোভ করছিল। সেই বিক্ষোভের বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে হামলার চক্রান্ত করা হয়েছে। একজন হামলাকারীকেও ছাড়া হবে না।'

রাজ্যসভায় কংগ্রেস নেত্রী রেণুকা চৌধুরী বলেন, 'নাগপুর ৩০০ বছরের ইতিহাসে কখনও এমন হিংসা দেখেনি।' শিবসেনা (উদ্ধব) নেত্রী প্রিয়াংকা চতুর্বেদী রাজ্যের মহাযুতি জোটের নিন্দা করে বলেন, 'হিংসা ছড়িয়ে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করে মানুষকে ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে। এতে রাজ্যের আর্থিক সংকট, ঋণের বোঝা, বেকারত্ব আর কৃষকদের আত্মহত্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়ানো হচ্ছে।' ফড়নবিশ সরকারের সমালোচনা করে বসপা নেত্রী মায়াবতী বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থেই কারও সমাধি বেদি ভাঙার উসকানি দেওয়া অন্যায়।'

*নাগপুরে হিংসার আগুনে জ্বলছে একের পর এক গাড়ি। সোমবার রাতে।*

### রাজনৈতিক তর্জা

- নাগপুরের ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০-৪০ জন জখম হন। এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার ৫০ জন। এলাকায় কার্ফিউ জারি।
- হিংসার ঘটনাকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ।
- কংগ্রেস নেত্রী রেণুকা চৌধুরী বলেন, নাগপুর ৩০০ বছরের ইতিহাসে কখনও এমন হিংসা দেখেনি।

# কুম্ভ-কথায় মোদির মুখে ঐক্যের বার্তা

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** প্রথমে গোধরা হিংসা নিয়ে ভিকটিম কার্ড খেলার চেষ্টা। আর এবার হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আড়ালে ভারতের বহুত্ববাদী ভাবধারার ধারক ও বাহক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার মরিয়া প্রয়াস চালালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মঙ্গলবার লোকসভায় সদ্যসমাপ্ত মহাকুম্ভ মেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নমোর বার্তা, 'আজ যখন গোটা বিশ্ব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন একতার এই মহাযজ্ঞই আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। আমরা সবসময় বলি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের বিশেষত্ব। প্রয়াগরাজে আমরা সেই ঐক্যের সাক্ষী হতে পেরেছি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'মহাকুম্ভের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব ভারতের কর্মদক্ষতা দেখতে পেয়েছে। মহাকুম্ভে আমরা এক সর্বভারতীয় মহাজাগরণ দেখেছি। যা নতুন সাফল্য পেতে অনুপ্রাণিত করবে। যাঁরা আমাদের শক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাও সমুচিত জবাব পেয়ে গিয়েছেন।'

মহাকুম্ভ নিয়ে মোদি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও তাতে যে সমস্ত পুণ্যার্থী পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে টুঁ শব্দ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি বিরোধীদেরও কুম্ভ নিয়ে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। সংসদের বাইরে রাহুল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আমি তা সমর্থন করতে চাই। কুম্ভ আমাদের পরম্পরা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। আমাদের একমাত্র অভিযোগ হল, যাঁরা কুম্ভে মারা গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের শ্রদ্ধা জানাননি।' দেশে বেকারত্বের মলিন ছবির কথা জানিয়ে রায়বেরেলির সাংসদের তোপ, 'যে তরুণরা কুম্ভে গিয়েছিলেন, তাঁরা কাজ চান। প্রধানমন্ত্রীর তাই উচিত, কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও কথা বলা।' বিরোধীদের কেন কুম্ভ নিয়ে বলতে দেওয়া হল না, তা নিয়ে রাহুলের তোপ, 'গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিরোধী দলনেতাকে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু ওঁরা সেই সুযোগ আমাদের দিতে চান না। এটাই হল নতুন ভারত।' দাদাকে সমর্থন জানিয়ে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিরোধীদেরও বলতে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, কুম্ভের ব্যাপারে বিরোধীদেরও যথেষ্ট আবেগ ছিল। আমরা যদি আমাদের ভাবনা তুলে ধরতাম তাহলে ওঁদের আপত্তির কিছু থাকত না।' সমালোচনা করেন তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে আজ বক্তব্য রাখবেন সেটা আমাদের আগে থেকে বলা হয়নি। হঠাৎ তিনি মহাকুম্ভ নিয়ে বলতে শুরু করলেন। আমরাও এই বিষয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছিল, বিষয়টি যেহেতু রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত, তাই কিছু বলা যাবে না। আমাদের অবাক লাগছে যে একটি রাজ্যের বিষয় নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী কথা বললেন। এটা বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

মোদি এদিন জানান, 'কিছু সমালোচক ভারতের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু মহাকুম্ভের সাফল্য সেই সমস্ত সংশয় এবং ভয় দূর করে দিয়েছে। রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানের সময় আমরা জাতির আগামী ১ হাজার বছরের প্রস্তুতি টের পেয়েছিলাম। আজ এক বছর পর মহাকুম্ভের আয়োজন সেই ধারণাকে আরও পোক্ত করেছে।' বিরোধীরা এদিন মহাকুম্ভের জলে দূষিত পদার্থ থাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকেও হাতিয়ার করেন। তাতে অবশ্য টলানো যায়নি মোদিকে।

### কটাক্ষ রাহুল-প্রিয়াংকার

> মহাকুম্ভের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব ভারতের কর্মদক্ষতা দেখতে পেয়েছে। মহাকুম্ভে সর্বভারতীয় মহাজাগরণ দেখেছি। যাঁরা আমাদের শক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাও সমুচিত জবাব পেয়ে গিয়েছেন।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আমি তা সমর্থন করতে চাই। কুম্ভ আমাদের পরম্পরা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। আমাদের একমাত্র অভিযোগ হল, যাঁরা কুম্ভে মারা গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের শ্রদ্ধা জানাননি।
>
> **রাহুল গান্ধি**

# এপিক-আধার যোগ, বৈঠক কমিশনের

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** আধারের সঙ্গে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র (এপিক) সংযুক্তিকরণের ব্যাপারে মঙ্গলবার একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে এই বৈঠকে এপিক-আধার সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংযুক্তিকরণের প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ, গোপনীয়তা রক্ষা এবং সিস্টেমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ওই বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের সচিব এবং আধারের সিইও সহ একাধিক টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা। বৈঠক শেষে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমান আইন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এপিকের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ হবে। কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই সংযুক্তিকরণ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক হবে। নাগরিকদের ওপর কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে মূলত ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করা এবং নির্বাচনি ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করা হবে।

কমিশনের মতে, সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটাধিকার পান, আর আধার কার্ড কেবল পরিচয়পত্র হিসেবে কাজ করে, নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে নয়। কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া সংবিধানের ২৩(৪), ২৩(৫) ও ২৩(৬) ধারা এবং রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট, ১৯৫০ অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। এপিক বিতর্কে আলোচনার দাবিতে কংগ্রেসের সঙ্গে সমন্বয় করেই এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। সূত্রের দাবি, সোমবার রাতেই কংগ্রেসের রাজ্যসভার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বৈঠকে ঠিক হয়, কংগ্রেস মনরেগা নিয়ে এবং তৃণমূল এপিক ইস্যুতে আলোচনা চাইবে। দুই দল পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্যসভায় এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

সেই অনুযায়ী মঙ্গলবার এপিক নিয়ে আলোচনার জন্য তৃণমূল রাজ্যসভায় নোটিশ দেয়। যদিও সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে আলোচনার দাবিতে দেওয়া সেই নোটিশ খারিজ হয়ে যায়। তবুও তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, 'বিষয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে নির্বাচন কমিশন এবং এপিক নিয়ে স্বল্পমেয়াদি আলোচনা করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছিল। আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না, সভা চলুক।' অন্যদিকে জিরো আওয়ারে সাকেত গোখলে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টিএন শেসনকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তোলেন। তিনি বলেন, 'টিএন শেসন নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা এবং স্বশাসন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অথচ, আজ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি। শেসনের আমলে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব হয়েছিল। অথচ, গত লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিক প্রচারসভায় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করলেও, নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শক ছিল।'

## 'একসঙ্গে ভোট' বিচারপতির আপত্তি

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** এক দেশ, এক ভোট ব্যবস্থাকে সরাসরি অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিলেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এপি শা। সোমবার সংসদের যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র কাছে ১২ পাতার একটি নোট জমা দেন তিনি। ওই নোটে আইন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাফ জানিয়েছেন, 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনটি অসাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।' কমিটির কাছে আইনজীবী হরিশ সালভে দাবি করেন, একসঙ্গে ভোট করতে যে সমস্ত সাংবিধানিক রীতিনীতির প্রয়োজন, সেগুলি রয়েছে। সংবিধানের মূল কাঠামো এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে যে দাবি করা হয়েছে, তাও মানতে অস্বীকার করেন হরিশ সালভে। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'এক দেশ, এক ভোট' বিলে অসংখ্য ভুল রয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে রাজ্যগুলির বিধানসভা ভোট স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া তার মধ্যে অন্যতম। প্রায় ৫ ঘণ্টার বৈঠক শেষে জেপিসির চেয়ারম্যান পিপি চৌধুরী জানান, বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে।

## মনরেগা নিয়ে সরব সোনিয়া

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ কমানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বাজেট-পরবর্তী আলোচনায় তিনি বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে যে মনরেগা আইন তৈরি হয়েছিল, বর্তমান সরকার তা দুর্বল করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার যেভাবে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প দুর্বল করছে এবং বাজেটবরাদ্দ মাত্র ৮৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'

প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী বলেন, 'গতবারের তুলনায় এবার বাজেট বরাদ্দ কমেছে ৪ হাজার কোটি টাকা। অথচ যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তার প্রায় ২০ শতাংশ চলে যাবে আগের বছরের বকেয়াগুলি মেটাতেই।'

সোনিয়া এদিন বলেন, বর্তমানে মনরেগা একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে আধারভিত্তিক মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা, ন্যাশনাল মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে লাগাতার বিলম্ব ঘটাচ্ছে। যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১০০ দিনের কাজে ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ ৪০০ টাকা এবং কাজের দিনের সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ দিন করার সওয়ালও করেছেন সোনিয়া গান্ধি।

*ইজরায়েলি হানায় নিহত একজনের দেহ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দুই প্যালেস্তিনীয়। মঙ্গলবার গাজায়।*

# গাজায় ইজরায়েলি হামলা, হত ৪১৩

## বন্দিদের মেরে ফেলার হুমকি হামাসের

**তেল আভিভ, ১৮ মার্চ :** দু-মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হতেই গাজায় হামলা শুরু করে দিল ইজরায়েলি সেনা। মঙ্গলবার রাতভর চলা বিমান হামলায় দক্ষিণ গাজার খান ইউনূস শহরে কমপক্ষে ৪১৩ জন প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০০-র বেশি। যদিও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একাধিক সূত্রে মৃতের সংখ্যা ৪৫০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। হতাহতদের অনেকেই মহিলা ও শিশু বলে গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখপাত্র খলিল দেগরান জানিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন গাজায় হামাস প্রশাসনের প্রধান ইসাম-আল-দালিস সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিক।

ইজরায়েল একতরফা হামলা চালিয়ে গেলেও আশ্চর্যজনকভাবে নীরব প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। এদিন পর্যন্ত তাদের তরফে প্রত্যাঘাতের খবর মেলেনি। হামাস নেতা ইজ্জর-আল-রিশেক ইজরায়েল সরকারকে সতর্ক করে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত ইজরায়েলি বন্দিদের মৃত্যুদণ্ডের শামিল।' হামাস নেতার অভিযোগ, ইজরায়েলে অতি ডানপন্থী জোট সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতেই গাজায় হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গের জন্য কারা দায়ী শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীদের কাছে সেই তথ্য প্রকাশ করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এদিকে গাজায় হামলা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইজরায়েলে। সাধারণ মানুষের অনেকে এদিনের হামলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 'হস্টেজেস অ্যান্ড মিসিং ফ্যামিলিজ ফোরাম'-এর তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হামাসের ভয়াবহ বন্দিদশা থেকে আমাদের প্রিয়জনদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করায় আমরা হতবাক, ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কিত।' হামাসের হেপাজতে থাকা বন্দিদের ফিরিয়ে আনতে না পারা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে ইজরায়েল জুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে নেতানিয়াহু বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নাগরিক সংগঠন।

নেতানিয়াহু নিজের অবস্থানে অনড়। তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বার বার বলা সত্ত্বেও বন্দি ইজরায়েলিদের মুক্তি দিচ্ছে না হামাস। গাজায় তারা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। মঙ্গলবার হামাসের ঘাঁটি ধ্বংস করতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালানো হয়েছে। ইজরায়েল সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করেছে আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিজ বলেন, 'গাজায় হামলা চালানোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও মার্কিন সরকারকে আগাম জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রতিনিধিরা। আমাদের প্রেসিডেন্ট আগেই স্পষ্ট করেছেন যে, শুধু ইজরায়েল নয়, যারা আমেরিকায় সন্ত্রাস ছড়াতে চাইছে সেই ইরান, হামাস, হুথি সবাইকে এর খেসারত দিতে হবে। ওদের ওপর নরক নেমে আসবে।'

***শান্তির শর্ত পুতিনের :*** ইউক্রেনে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ইস্যুতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন তিনি। সেই ফোনালাপের আগেই যুদ্ধ বন্ধের শর্ত দিয়েছেন পুতিন। রুশ সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে ইউক্রেনে যাবতীয় অস্ত্র সাহায্য বন্ধ রাখার ব্যাপারে ট্রাম্পের কাছে নিশ্চয়তা চাইবেন পুতিন। এই শর্ত শুধু আমেরিকার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে তাই নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিকেও ইউক্রেনকে দেওয়া সব ধরনের সামরিক সাহায্য বন্ধ রাখতে হবে।

রাশিয়া এমন শর্ত দেবে পুতিনের সহযোগী ইউরি উশকভের কথায় সেই ইঙ্গিত মিলেছে। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা এটিকে এক কঠিন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখছি। রাশিয়ার সেনা এখন সব ফ্রন্টে এগোচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতিকে কাজে লাগিয়ে ইউক্রেন তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সুযোগ পাবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা সামরিক সরবরাহ বন্ধ রাখার বিষয়টি বিবেচনা করছি।' ইউক্রেন বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রে সিবিগা বলেন, 'রাশিয়া সত্যিই শান্তি চায় কি না এবার সেটা বোঝা যাবে। আশা করি ওরা নিঃশর্তভাবে শান্তি বৈঠকের প্রস্তাবে সম্মত হবে।'

## সংঘের দপ্তরে যাবেন নমো

**নাগপুর, ১৮ মার্চ :** আরএসএসের সঙ্গে ঠান্ডাযুদ্ধে আপাতত দাঁড়ি টানছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময় সংঘ এবং বিজেপির মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা অনেক আগেই মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এবার আরএসএসের সদর দপ্তরে হাজির হয়ে সেই দূরত্ব পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলতে চান মোদি। ৩০ মার্চ নাগপুরে মাধব নেত্রালয় আই ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ওই সময়ই রেশমবাগে যেতে পারেন মোদি। ওই চক্ষু হাসপাতালের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সরসংঘচালক মোহন ভাগবত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশেরও হাজির থাকার কথা। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে একবারও সংঘের সদর দপ্তরে যাননি মোদি। শুধু মোদি নন, ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী কখনও সংঘের সদর দপ্তরে যাননি। আসন্ন সফরে ভাগবতের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নতুন বিজেপি সভাপতি কে হবেন, তা নিয়েও কথা হতে পারে। রবিবার একটি পডকাস্টে মোদি তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আরএসএসের ভূমিকার কথা স্বীকার করেন।

## বঙ্গ সাংসদদের ডাক রাষ্ট্রপতির

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত ৪২ জন সাংসদকে একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রণ জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার সকালে রাইসিনা ভবনে একটি চা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বাংলার সাংসদরা অংশ নেবেন। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এই চা-চক্র শুরু হবে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় তৃণমূলের ২৯ জন, বিজেপির ১২ জন এবং কংগ্রেসের একমাত্র সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী রয়েছেন। তবে বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের প্রয়াণের কারণে বর্তমানে বাংলার সাংসদ সংখ্যা ৪১। সেই হিসেবেই ৪১ জন সাংসদ রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ পেয়েছেন ।

## ঊর্ধ্বমুখী বাজার

**মুম্বই, ১৮ মার্চ :** সপ্তাহের দ্বিতীয় লেনদেনের দিনে বড় অঙ্কের উত্থান হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স ফের ফিরল ৭৫ হাজারের ওপরে। একইভাবে নিফটিও উঠে এল ২২৮০০-এর ওপরে। এই উত্থানে এক দিনেই লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল ৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। মঙ্গলবার, আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠল দুই সূচক। দিনের শেষে সেনসেক্স ১১৩১.৩১ পয়েন্ট উঠে ৭৫৩০১.২৬ পয়েন্টে পৌঁছেছে। নিফটি ৩২৫.৫৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২২৮৩৪.৩০ পয়েন্টে।

*মঙ্গলবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে দিল্লি বিধানসভায় স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।*

## আর্জি তুলসীকে

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খালিস্তানি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বহুদিন ধরেই ভারত উদ্বিগ্ন। খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ভারতীয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে মার্কিন প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গাবার্ডের বৈঠক হল নয়াদিল্লিতে। তুলসীকে প্রয়াগরাজ সংগম মহাকুম্ভের ঘড়াভর্তি গঙ্গাজল উপহার দিয়েছেন মোদি। এর আগে তুলসী অজিত ডোভাল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজনাথ খালিস্তানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, বৈঠকে সন্ত্রাস দমন, সাইবার নিরাপত্তা ও নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সুরক্ষা বিষয়ক অংশীদারি নিয়ে কথা হয়েছে।

# ওবিসি তালিকা যাচাইয়ে ৩ মাস

## রাজ্যের আবেদনে সায় সুপ্রিম কোর্টের

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (ওবিসি)-র তালিকায় কারচুপির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকারের নতুন করে সমীক্ষা চালানোর আবেদনে সম্মতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। এজন্য রাজ্যকে ৩ মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিআর গভাইয়ের বেঞ্চে মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, ওবিসি তালিকায় সংশোধনের জন্য সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য। এজন্য ৩ মাস সময় লাগবে। আবেদন মঞ্জুর করে বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচাপতি এজি মসিহর বেঞ্চ। ৩ মাস পর আদালতে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেবে সরকার। ততদিন স্থগিত থাকবে শুনানি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকার আপাতত স্বস্তি পেল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

ওবিসি সংরক্ষণ তালিকায় কারচুপির অভিযোগে এর আগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। গত বছর মে-তে সেই মামলার রায়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া যাবতীয় ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ। এর জেরে প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হয়ে যায়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। শীর্ষ আদালতে ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে সমীক্ষা চালানোর কথা জানিয়ে রাজ্য সরকার পরোক্ষে তালিকায় গরমিলের অভিযোগকেই মান্যতা দিল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

## রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

‘এ সালা কাপ নামদে’। বাংলা অর্থ এবার ট্রফি আমাদের। তারকাখচিত দল গড়েও গত ১৭ বছরে যদিও যে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বিরাট কোহলির উজ্জ্বল কেরিয়ারেও একটাই আক্ষেপ আইপিএল না পাওয়া। প্রশ্ন অষ্টাদশ প্রচেষ্টায় কি লক্ষ্যপূরণ হবে?

### আক্ষেপ মেটানোর বিরাট-মঞ্চ

মাঝে আর কয়েক দিন। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে উদ্বোধনী দ্বৈরথ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। নতুন আসরে নয়া দৌড়ের আগে কতটা প্রস্তুত আরসিবি, সেদিকেই চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৪-এ চতুর্থ স্থান

**অধিনায়ক :** রজত পাতিদার

**হেড কোচ :** অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার
**ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট :** মো বোবাট
**ব্যাটিং কোচ :** দীনেশ কার্তিক। **বোলিং কোচ :** ওমকার সালভি
**ঘরের মাঠ :** এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু
**প্রথম ম্যাচ :** ২২ মার্চ, কলকাতা নাইট রাইডার্স
**দামি ক্রিকেটার :** বিরাট কোহলি (২১ কোটি)

#### স্কোয়াড

**রিটেইন**
বিরাট কোহলি (২১ কোটি), রজত পাতিদার (১১ কোটি), যশ দয়াল (৫ কোটি)

**নিলাম থেকে**
লিয়াম লিভিংস্টোন (৮.৭৫), ফিল সল্ট (১১.৫০), জিতেশ শর্মা (১১), জোশ হ্যাজেলউড (১২.৫০), ভুবনেশ্বর কুমার (১০.৭৫), ক্রুণাল পান্ডিয়া (৫.৭৫), টিম ডেভিড (৩), লুঙ্গি এনগিডি (১)।

#### শক্তি

**ওপেনিং জুটি :** বিরাট কোহলির সঙ্গী ফিল সল্ট। টি২০ লিগ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সল্ট সফল। আরসিবি-র জার্সিতে বিরাটের ব্যাট বরাবর চওড়া। জুটিতে লুটির অঘোষিত স্লোগানের সফল বাস্তবায়ন ঘটে কি না, সেটাই দেখার।

**পেস ব্রিগেড :** পেস ব্রিগেডের সমস্যা মেটাতে নিলাম থেকে জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমারকে নিয়েছে আরসিবি। রিটেইন করে ২০২৪ সালে সফল যশ দয়াল। আছেন পেস অলরাউন্ডার রোমারিও শেফার্ড, লুঙ্গি এনগিডিও।

#### দুর্বলতা

**দক্ষ স্পিনার :** যুযবেন্দ্র চাহালকে ছাড়ার পর থেকে স্পিন বিভাগ কমজোরি। এবারও স্পিন চিন্তার কারণ। ক্রুণাল পান্ডিয়ার সঙ্গে সুযশ শর্মা- চিন্তা কতটা দূর করতে পারেন, প্রশ্ন থাকবে।

**মিডল অর্ডার :** মিডল অর্ডারে ইনিংস টানার লোক কম। রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মা, টিম ডেভিড, লিয়াম লিভিংস্টোনদের ভরসায় ম্যারাথন লিগে বৈতরণি পার সহজ নয়।

#### এক্স ফ্যাক্টর

**হ্যাজেলউড**
অজি স্পিডস্টারের ৪ ওভার গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতে ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি ডেথে প্রতিপক্ষকে আটকে রাখা, হ্যাজেলউডের নিয়ন্ত্রিত বোলিং তুরুপের তাস হতে পারে।

**সেরা পারফরমেন্স :** রানার্স (২০০৯, ২০১১, ২০১৬)
**সর্বাধিক স্কোর :** ২৬৩/৫, পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়া, ২০১৩
**সর্বনিম্ন রান :** ৪৯, কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০১৭

**সর্বাধিক রান :** ৮০০৮, বিরাট কোহলি
**এক মরশুমে সর্বাধিক রান :** ৯৭৩, বিরাট কোহলি, ২০১৬
**সর্বাধিক ১০০ :** ৮, বিরাট কোহলি
**সর্বাধিক ছক্কা :** ২৭২, বিরাট কোহলি

**থিম সং :** প্লে বোল্ড
**লোগো :** মিস্টার নাগস (কৌতুক চরিত্র)

**সম্ভাব্য একাদশ : বিরাট কোহলি, ফিল সল্ট, লিয়াম লিভিংস্টোন, রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মা, ক্রুণাল পান্ডিয়া, টিম ডেভিড, স্বপ্নিল সিং, ভুবনেশ্বর কুমার, জোশ হ্যাজেলউড ও যশ দয়াল।**

# রজতের জন্য ভালোবাসা প্রার্থনা বিরাটের

**বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চ :** দল তাঁকে আবারও অধিনায়ক করতে চেয়েছিল।

যদিও রাজি হননি বিরাট কোহলি। ফাফ ডুপ্লেসির শূন্যপদে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নেতৃত্বে তাই রজত পাতিদার। এদিন ফের নতুন আইপিএল অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের প্রতি বার্তা দিলেন কিং কোহলি। গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ভালোবাসা পেয়েছেন আরসিবি-র সমর্থকদের থেকে। চান, এবার একইভাবে সমর্থকরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিক রজত পাতিদারকে।

> বিরাটভাই, এবি ডিভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইলের মতো কিংবদন্তিরা আরসিবি-তে খেলেছেন। ওদের দেখে বড় হয়েছি। প্রথম থেকেই আরসিবি-র প্রতি বাড়তি টান ছিল আমার। টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।
>
> **রজত পাতিদার**

গতকাল আরসিবি-র ‘আনবক্স ইভেন্ট’-এ বিরাট অবিশ্বাস্য প্রতিভা আখ্যা দেন পাতিদারকে। দাবি, মস্তিষ্কও অত্যন্ত ক্ষুরধার। শুধু আসন্ন মরশুমেই নয়, আগামী কয়েক বছর যে মস্তিষ্ক, কাঁধ দলকে নতুন দিশা দেখাবে। সমর্থকদের উচিত সর্বাত্মকভাবে নতুন অধিনায়কের পাশে থাকা।

পাতিদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে কোহলি বলেছেন, ‘এরপর যে ছেলেটা আসছে, সে দীর্ঘদিন আপনাদের নেতৃত্ব দেবে। যতটা সম্ভব ভালোবাসা দিন ওকে। দুর্দান্ত প্রতিভা। অসাধারণ প্লেয়ার। মাথাটাও অত্যন্ত ক্ষুরধার। আমি নিশ্চিত দলের দায়িত্ব নিয়ে দারুণ কাজ করবে, দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবে। এজন্য যা যা গুণ থাকা দরকার, সবই রয়েছে ওর মধ্যে।’

অনুষ্ঠানের মধ্যমণি স্বভাবতই বিরাট। হাউসফুল এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিরবচ্ছিন্ন বিরাট-ওয়েভ। বিরাট যখন বলতে শুরু করেন, দর্শকদের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস। ‘বিরাট, বিরাট’ আওয়াজের শব্দব্রহ্ম থামছিল না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, সঞ্চালক বলতে বাধ্য হন, ‘আপনারা চুপ করুন, বিরাটকে বলতে দিন’। ভরা চিন্নাস্বামীতেই সমর্থকদের সামনে পাতিদারের প্রশংসায় মাতেন বিরাট।

রজতের মুখেও বিরাটভাই। বলেছেন, ‘বিরাটভাই, এবি ডিভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইলের মতো কিংবদন্তিরা আরসিবি-তে খেলেছেন। ওদের দেখে বড় হয়েছি। প্রথম থেকেই আরসিবি-র প্রতি বাড়তি টান ছিল আমার। টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।’

অধিনায়কের পাশাপাশি এবারের দল নিয়েও বিরাট আত্মবিশ্বাসী। বিশ্বাস, ১৭ বছরের অধরা স্বপ্নপূরণের রসদ রয়েছে এই দলের মধ্যে। আরও বলেছেন, ‘এবারের দলটাও দারুণ হয়েছে। বেশ কিছু আকর্ষণীয় ক্রিকেটারকে পেয়েছি আমরা। প্রতিভারও অভাব নেই দলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি উত্তেজিত এবং দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে মরিয়া। বিগত বছরের মতো আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’

গত সতেরো প্রচেষ্টায় ট্রফি আসেনি। কিন্তু তারপরও সমর্থনের অভাব হয়নি। বিরাটের মুখে সেই কথা। পাশাপাশি দ্বিতীয় ঘর বেঙ্গালুরুতে পা রাখার খুশিও তাঁর চোখেমুখে। জানিয়ে দিলেন, গার্ডেন সিটিতে আসা, সমর্থকদের কাছে পাওয়ার অনুভূতি বরাবরই স্পেশাল তাঁর কাছে। গত ১৭ বছর প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন। এবার আঠারো নম্বর বছর। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চান।

ওয়ার্ম আপে ফুটবলে মেতে বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার।

# মাহির ফিটনেসের রহস্যভেদ ভাজ্জির

**চেন্নাই, ১৮ মার্চ :** সামনের ৭ জুলাই চুয়াল্লিশে পা রাখবেন।

যদিও ফিটনেসে এখনও হাঁটুর বয়সিদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা ধরেন। বাইশ গজে দৌড় হোক বা বন্ধুদের সঙ্গে ডান্স ফ্লোরে ঝড় তোলা- মহেন্দ্র সিং ধোনি ছুটছেন নিজের গতিতে। বহাল তবিয়তে বিন্দাস মেজাজও। আইপিএল প্রস্তুতির মাঝেও যার ব্যতিক্রম হয়নি।

> এই বয়সেও প্র্যাকটিসে সবার আগে ঢোকে এমএস। সবার পর বেরোয়। এটাই বাকিদের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তফাত।
>
> **হরভজন সিং**

সতীর্থদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার পাশাপাশি থাকছে স্পেশাল মাহি-টিপস। এদিন আবার ধরা পড়ল ‘ক্যাপ্টেন কুল’-এর সারমেয়-প্রেম। অতীতে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে থাকা ডগ স্কোয়াড নিয়ে ধোনির উৎসাহের ছবি বারবার ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। চেন্নাই সুপার কিংসের অনুশীলনেও তারই পুনরাবৃত্তি।

## প্রস্তুতির মাঝেই সারমেয়-সেবা ধোনির

ডাগআউটে বসে নিজের হাতেই বিস্কুট খাওয়াতে দেখা গেল মাঠের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া সারমেয়কে।

নেতৃত্ব ছেড়েছেন আগেই। যদিও হলুদ ব্রিগেডের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘থালা’। গত কয়েকদিন ধরে আন্তর্জাতিক তারকারা একে একে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। প্রস্তুতিতে জোর দিতে একটু আগেভাগেই তামিলনাড়ুর রাজধানী শহর চেন্নাইয়ে পা রাখেন ভারত তথা আইপিএলের সফলতম অধিনায়ক। মাহির খোশমেজাজ, বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখানো এনার্জির স্পর্শে ফুটছে বাকিরাও।

তেতাল্লিশের মাহির যে এনার্জি দেখে রীতিমতো অবাক হরভজন সিংও। সম্প্রতি দেখা হয়েছিল দুইজনের। প্রাক্তন সতীর্থকে যেখানে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই বয়সে এত এনার্জি পান কীভাবে? মাহির উত্তরে স্তম্ভিত হরভজন এদিন বলেছেন, ‘কয়েকদিন আগে ওর সঙ্গে দেখা হয় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে। দুর্দান্ত ফিট লাগছিল। জিজ্ঞাসা করি এই বয়সে এখনও কীভাবে ম্যাচ ফিট রাখো নিজেকে? উত্তরে মাহি বলে, ‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা সহজ নয়। কিন্তু আমি শুধু এটাই (ক্রিকেট) পারি। এর মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাই। ক্রিকেট না খেলে গোটা বছর কাটানো আমার পক্ষে কঠিন। খিদেটা যতদিন থাকবে, চালিয়ে যাব।’ মুখে বলা শুধু নয়, মাহি করেও দেখাচ্ছে। শুধু খেলব বলে খেলা বা টিকে থাকা নয়, বোলারদের ওপর দাপটও চালাচ্ছে।’

সিএসকে শিবিরে মাহির প্র্যাকটিস শিডিউলের রহস্যও ফাঁস করলেন হরভজন। এক-আধঘণ্টা নয়, প্রতিদিন নেটে নাকি ২-৩ ঘণ্টা ব্যাট করেন। বাকি বছর ক্রিকেট থেকে দূরে থাকেন। আইপিএলের জন্য নিজেকে তৈরি করতে তাই বাড়তি ঘাম ঝরানো। ভাজ্জি জানান, এই বয়সেও প্র্যাকটিসে সবার আগে ঢোকেন এমএস। সবার পর বেরোন। এটাই বাকিদের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তফাত।

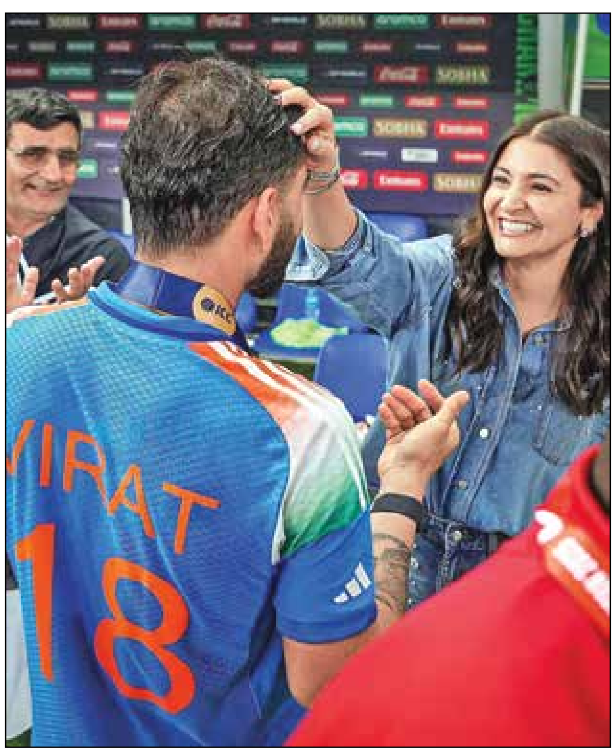

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে দেখা যায় বিরাট কোহলিকে।

## কোহলির পাশে কপিল

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** বিদেশ সফরে স্ত্রী, পরিবার নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কড়াকড়ি ইস্যুতে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। হেঁয়ালিভরা দীর্ঘ পোস্টে পালটা দেন বিরাট-ঘরনি অনুষ্কাও। এবার কোহলিদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন তিরাশির বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব।

এই প্রসঙ্গে কপিল বলেছেন, ‘এটা বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত। যার সঙ্গে অনেকে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু আমি বলব, লম্বা সফরে ক্রিকেটারদের পাশে থাকাটাও যেমন দরকার। তেমনি দলের প্রতি ফোকাস রাখাটাও গুরুত্বপূর্ণ সবসময়।’

সদ্যসমাপ্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সামিদের পরিবার দুবাইয়ে থাকলেও টিম হোটেলে ছিলেন না। পরিবারের খরচ ক্রিকেটাররাই বহন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কপিল বলেছেন, ‘আমাদের সময় আমরা বলতাম, সবকিছু বোর্ড করবে না। এটা হল ক্রিকেটের একটা দিক। অন্য একটা বিষয় হল, প্রিয়জনরাও ক্রিকেটারদের সঙ্গে সময় কাটাবে। ক্রিকেট উপভোগ করবে। তবে এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।’

# পরিবার নীতিতে বদল আনতে পারে বিসিসিআই

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** বিরাট কোহলির সমালোচনার জের। বিদেশ সফরের দলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিবারের থাকা নিয়ে বর্তমান অবস্থান বদলের ভাবনা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের। অস্ট্রেলিয়া সফরের ভরাডুবির পর নতুন নিয়ম করেন, দিনের শেষে পরিবারকে সঙ্গে পাওয়া, ক্রিকেটারদের জন্য রসদ, নতুন অক্সিজেন। আর পাঁচটা মানুষের মতো পরিবারকে পাশে পাওয়া খেলোয়াড়দেরও সাহায্য করে স্বাভাবিক থাকবে। যা ভালো খেলার জন্য আবশ্যিক।

### বিরাট-সমালোচনার জের

আনে বোর্ড। একঝাঁক বিধিনিষেধ আনা হয় খেলোয়াড়দের পরিবারের সফরসঙ্গী হওয়া নিয়ে।

কয়েকদিন আগে বিরাট যে ব্যাপারে মুখ খুলেছিলেন। সমালোচনা করেন যে নীতির। দাবি

বিরাটের যে প্রতিক্রিয়ার পর নড়েচড়ে বসছেন বোর্ড কর্তারাও। বিসিসিআইয়ের সূত্রের দাবি, পরিবার নিয়ে কড়া নিয়ম শিথিল করা হতে পারে। বর্তমান নিয়মে ৪৫ দিনের বিদেশ সফরে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি পরিবারকে সঙ্গে রাখতে পারবেন না খেলোয়াড়রা। সফর আরও সংক্ষিপ্ত হলে, সময়সীমা কমে এক সপ্তাহ। এছাড়াও বিভিন্ন টুর্নামেন্টে হঠাৎ হঠাৎ জারি করা নিষেধাজ্ঞা রয়েইছে।

বোর্ডের যে কড়া নিয়মবিধি নিয়ে বিরাটের পালটা যুক্তি ছিল, মানসিকভাবে ভালো থাকতে পরিবারের বিকল্প নেই যে কোনও খেলোয়াড়ের কাছে। এটা শুধু তার নয়, প্রতিটি ক্রিকেটারের বক্তব্য। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিলদেবও এই ব্যাপারে বিরাটের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। খবর, বিরাটের যে যুক্তির সঙ্গে সহমত বোর্ডের একটা বড় অংশ। যার প্রতিফলন সম্ভবত পড়তে চলেছে আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে।

# মিডল অর্ডারে নামতে পারেন রাহুল

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** টিম ইন্ডিয়ায় তিনি ওপেনিং করেছেন, তিন নম্বরে খেলেছেন আবার মিডল অর্ডারেও নামতে দেখা গিয়েছে। আসন্ন আইপিএলেও সেই সম্ভাবনা বাড়ছে। দলের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে মিডল অর্ডারে দেখা যেতে পারে লোকেশ রাহুলকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের একটি সূত্র এমনটাই দাবি করেছে। লোকেশ মিডল অর্ডারে নামলে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের সঙ্গে ওপেনিংয়ে আসতে পারেন ফাফ ডুপ্লেসিকে। গত তিন বছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে ওপেনিংয়ে সফল হয়েছিলেন তিনি। এবারও ডুপ্লেসিকে একই দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা দিল্লি শিবিরের। সেক্ষেত্রে লোকেশের সঙ্গে মিডল অর্ডারের দায়িত্ব সামলাবেন অক্ষর প্যাটেল ও ট্রিস্টান স্টাবস।

### রাজস্থান শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু

# শর্টবল ‘ভীতিকে’ ছক্কা হাঁকিয়ে দৌড় শ্রেয়সের

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** ক্রিজে শ্রেয়স আইয়ার আসা মানে বোলারদের হাত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাউন্সার বেরিয়ে আসা। শর্টবলে তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিতে কার্পণ্য করেননি প্রতিপক্ষ পেসাররা। যদিও চোট সারিয়ে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর ছবিটা একেবারে উলটো। শর্টবলের দুর্বলতা প্রায় উধাও। উলটে শর্টবলকেই ছক্কা হাঁকিয়ে দৌড়োচ্ছেন শ্রেয়স!

প্রত্যাবর্তনের পর ইংল্যান্ড সিরিজ বা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-তারই প্রতিফলন। জাতীয় দলের জার্সি আপাতত কিছুদিন সরিয়ে রেখে আইপিএলে ফোকাস। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কের গুরুভার। সেই প্রস্তুতির মাঝেই এদিন নিজের একদা শর্টবল ভীতি নিয়ে সোজাসাপটা শ্রেয়স। ইংল্যান্ড সিরিজে জোফ্রা আর্চারের শর্টবল পরিকল্পনা ভোঁতা করে দেওয়া তাঁকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। বুঝে যান জোফ্রাকে পারলে, বাকিদের শর্টবলকেও সামলে দিতে পারবেন।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলাও সাহায্য করেছে শ্রেয়সকে। নিজের ব্যাটিং নিয়ে ভাবার সময় যেমন মিলেছে, তেমনই দুর্বলতা দূর করতে বাড়তি ঘাম ঝরিয়েছেন। সুফল দেখছে ক্রিকেট দুনিয়া। পাকা করে ফেলেছেন ভারতীয় ওডিআই দলে নিজের হারানো ৪ নম্বর পজিশনও। শ্রেয়স বলেছেন, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি এই মরশুমে। কঠিন বলেও ছক্কা হাঁকিয়েছি। নিশ্চিতভাবে আমাকে যা আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে কিছু পরিবর্তন কাজে আসছে।’

পাঞ্জাব কিংসের নেটে ব্যাটে শান শ্রেয়স আইয়ারের।

ভারতীয় দলে ফেরার পর বাইশ গজে রীতিমতো রুদ্রমূর্তিতে ব্যাট ঘোরাচ্ছেন। যে ব্যাটিং ধামাকায় সমালোচক, নির্বাচকদের প্রতি বার্তাও দেখছেন কেউ কেউ। যদিও শ্রেয়স এভাবে বিষয়টি দেখতে নারাজ। গত নিলামে ২৬.৭৫ কোটি চমকপ্রদ দর পাওয়া তারকার মতে, কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য নয়, নিজের ওপর আস্থার প্রতিফলন ঘটছে বাইশ গজে। আর সাফল্য পেলে যেখানে যা বার্তা যাওয়ার ঠিকই চলে যায়। এই নিয়ে তাই বাড়তি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না।

এদিকে, রাজস্থান রয়্যালস শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর। দলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু স্যামসন। ইংল্যান্ড সিরিজের পঞ্চম ম্যাচে আঙুলে চোট পান। গত মাসে আঙুলে অস্ত্রোপচার করেন। মেগা লিগের শুরু থেকে অধিনায়ককে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সমর্থক, দলকে আশ্বস্ত করে দলের শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু। টিম সূত্রে দাবি, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নেতৃত্বের ব্যাটন হাতে মাঠে নামতে সমস্যা হবে না।

ওপেনিং পার্টনার যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে আলোচনায় সঞ্জু স্যামসন।

> ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি এই মরশুমে। কঠিন বলেও ছক্কা হাঁকিয়েছি। নিশ্চিতভাবে আমাকে যা আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে কিছু পরিবর্তন কাজে আসছে।
>
> **শ্রেয়স আইয়ার**

রাজস্থান রয়্যালসের তরফে এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে জয়পুর বিমানবন্দরে পা রাখছেন সঞ্জু। বিমানবন্দর থেকেই সোজা সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে দলের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে হাজির। অধিনায়ককে পেয়ে স্বভাবতই খুশির আবহ। গত বছর টপ অর্ডারে ভালো ছন্দে ছিলেন। এবারও ব্যাটিংয়ে অন্যতম ভরসা অধিনায়ক সঞ্জু।

# চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ছন্দেই অনুশীলনে বরুণ-হর্ষিত

## বুধবার কলকাতায় পৌঁছাচ্ছেন বিরাটরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ :** বাড়ছে উন্মাদনা। চড়ছে পারদ। চূড়ান্ত কাউন্ট ডাউনও শুরু হয়ে যাচ্ছে কালই।

শনিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচের লক্ষ্যে বুধবার বিকেলেই কলকাতায় হাজির হয়ে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি, ফিল সল্টরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কলকাতায় হাজির হওয়ার সঙ্গেই শনিবারের ম্যাচের উন্মাদনার পারদ আরও চড়বে নিশ্চিতভাবেই।

অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচের ভাগ্য শেষ পর্যন্ত কোন পথে যাবে, সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বিকেল পাঁচটা থেকে রাত প্রায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত ক্রিকেটের নন্দনকাননে অনুশীলন চালিয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে ধরা দিলেন বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা। দুইজনই গতকাল রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছেছেন।

আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার দীর্ঘ অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে তাঁরা হাজির হলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। সঙ্গে 'ম্যায় হুঁ না'র ঢংয়ে দলকে ভরসা দিলেন। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেট সংসারে ছিলেন বরুণ-হর্ষিতরা। জোরে বোলার হর্ষিত দুবাইয়ে প্রথম দুই ম্যাচের পর প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি আর। হর্ষিতের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে তিন ম্যাচে নয় উইকেট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবিষ্কার হয়ে উঠেছিলেন বরুণ। রোহিত শর্মার ভারতীয় দলের সাফল্যে তাঁর বিশাল অবদানের কথাও সবারই জানা। এহেন বরুণ-হর্ষিতদের আজ কেকেআর অনুশীলনে পাওয়া গেল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মেজাজেই।

অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রোভমান পাওয়েল, অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরা বারবার পরাস্ত হলেন রহস্য স্পিনারের স্পিনের জালে। দেখে মনে হচ্ছিল, কিউয়ি ব্যাটারদের মতো তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন না বরুণের রহস্য। শনি-সন্ধ্যার ইডেনে বরুণের স্পিনের জালে কি জড়িয়ে যেতে পারেন বিরাট? যেভাবে আজ কেকেআর ব্যাটারদের ঘূর্ণির ফাঁদে বরুণ নাকানিচোবানি খাইয়েছেন, তারপর এমন সম্ভাবনা সত্যি হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনিতেই কোহলির স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্বলতার কথা সবারই জানা।

নাইট সংসারে স্বস্তি হিসেবে বরুণের উপস্থিতি যখন দলকে ভরসা দিচ্ছে। তখন হর্ষিতও তাঁর বৈচিত্র্যে ভরা বোলিং নিয়ে হাজির নাইটদের সংসারে। শেষবার কেকেআর যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, হর্ষিতের তখনও টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়নি। মাঝের সময়ে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই গৌতম গম্ভীরের সংসারে হর্ষিত এখন নিয়মিত। এহেন হর্ষিতকে সন্ধ্যার ইডেনে দেখা গেল বোলিং কোচ ভরত অরুণের সঙ্গে স্পট বোলিংয়ের চর্চা করতে। ধারাবাহিকভাবে রঙিন মার্কারে বল ফেলে যাচ্ছিলেন হর্ষিত। যা দেখে বোলিং কোচ ভরতের হাসি ক্রমশ চওড়া হচ্ছিল।

বরুণ-হর্ষিতরা কেকেআর অনুশীলনে যতটা প্রভাবিত করলেন বাকিদের, তুলনায় বল হাতে স্পেনসার জনসন থেকে শুরু করে আনরিচ নর্তজেরা হতাশ করেছেন আজও। তাঁদের বোলিংয়ের লাইন, লেংথ নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেবে নিশ্চিতভাবেই। এদিকে, আজ নাইটদের অনুশীলনে হাজির ছিলেন না আন্দ্রে রাসেল। জানা গিয়েছে, আজ বিশ্রামে ছিলেন তিনি।

*কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের ঘূর্ণির ফাঁদে নাকানিচোবানি খাইয়ে প্রস্তুতি শুরু বরুণ চক্রবর্তীর। স্পট বোলিংয়ে ভরসা দিলেন হর্ষিত রানাও। ছবি : ডি মণ্ডল*

*শিলংয়ের মাঠে অনুশীলনে সুনীল ছেত্রী।*

# ফের অভিষেক আজ সুনীলের!

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** বুধবার ফের একবার অভিষেক হতে চলেছে সুনীল ছেত্রীর।

এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের অভিযান শুরু করার আগে বুধবার মালদ্বীপের বিপক্ষে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় দল। যাঁরা যোগ দেননি তাঁরা বাদে, শিবিরে সকলেই ফিট বলে দাবি টিম ম্যানেজমেন্টের। এই ম্যাচেই অবসর ভেঙে ফিরে এসে প্রথমবার নীল জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন সুনীল। তিনি দলকে জয়ের সরণিতে ফেরাতে পারেন কিনা, এখন সেদিকেই নজর সারা দেশের। তবে তাঁকে প্রথম একাদশে রাখবেন কিনা তা এখনও ঠিক করেননি মানোলো মার্কুয়েজ। অন্তত তাঁর বক্তব্য তেমনই, 'মাঠে তো অবশ্যই সুনীল নামবে। কিন্তু কতটা সময় খেলবে, শুরু করবে নাকি পরে নামবে, সেটা এখনও ঠিক করিনি। ৬ জন পরিবর্তন করা যাবে। অর্থাৎ ১৭ জন ফুটবলার খেলবে। সুনীল তার মধ্যে একজন তো হবেই।' ২০২১ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে শেষবার দুই দলের খেলায় মনবীর সিং একটি এবং সুনীলের জোড়া গোল জেতায় ভারতকে। এবারও এই দুজনই জুটি বাঁধবেন কিনা সেটাই দেখার। এদিন অবশ্য তরুণদের সুযোগ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিরক্তির সুরে মানোলো বলেছেন, 'সিনিয়ার জাতীয় দল ফুটবলার তৈরির জন্য জায়গা নয়। এখানে তৈরি হয়ে ফুটবলার আসে। কারণ জাতীয় দলকে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট জিততে হয়। আর জিততে হলে ফর্মে থাকা তৈরি ফুটবলার প্রয়োজন।'

**ভারত বনাম মালদ্বীপ**
ম্যাচ শুরু : সন্ধ্যা ৭টা
**স্থান :** জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, শিলং, **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস ৩ ও জিও হটস্টারে।

বুধবার ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাতটায়। নতুন করে তৈরি হওয়া জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, যা পোলো গ্রাউন্ড নামেই পরিচিত, ম্যাচ সেখানেই। এদিন প্রায় ওই সময়েই মূল মাঠে অনুশীলন করল ভারতীয় দল। জানা গেল, সন্ধ্যার দিকে তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির মতো হলেও হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া নেমে আসছে আশপাশের পাহাড় থেকে। তবে, এই ঠান্ডাতেও মাঠ ভরে যাওয়ার সম্ভাবনা। মানোলোও শিলংয়ে পরিবেশ এবং মাঠ নিয়েও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্ছ্বসিত, 'এই প্রথমবার এখানে খেলব আমরা। কিন্তু এখানকার প্রচুর কোচ ও ফুটবলারের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাই জানাই ছিল যে শিলং দারুণ জায়গা। গতবছর ডুরান্ড কাপের সময়েও এখানকার মাঠ, দর্শক, পরিবেশ প্রতিটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। তখনই মনে হয়েছিল, জাতীয় দলের এখানে খেলা উচিত।'

> এই প্রথমবার এখানে খেলব আমরা। কিন্তু এখানকার প্রচুর কোচ ও ফুটবলারের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাই জানাই ছিল যে শিলং দারুণ জায়গা। গতবছর ডুরান্ড কাপের সময়েও এখানকার মাঠ, দর্শক, পরিবেশ প্রতিটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। তখনই মনে হয়েছিল, জাতীয় দলের এখানে খেলা উচিত।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ। যা নিয়ে ওদেশে ইতিমধ্যেই প্রবল উৎসাহ। তার আগে মালদ্বীপের বিপক্ষে জিতে মনোবল বাড়ানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের।

# 'ত্রিমুকুটে' লক্ষ্য এমবাপের

**মাদ্রিদ, ১৮ মার্চ :** মরশুমের শুরুতে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু যতই মরশুম এগিয়েছে তিনি কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এখনও পর্যন্ত রিয়াল জার্সিতে ৪৩ ম্যাচে ৩০ গোল করেছেন ফরাসি তারকা।

চলতি মরশুমে রিয়ালও দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে পৌঁছে গিয়েছেন ফেডেরিকো ভালভের্দেরা। লা লিগায়ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এই মরশুমে 'ত্রিমুকুট' জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে মাদ্রিদের। ফরাসি তারকা এমবাপে নিজেও চান, মাদ্রিদকে তাঁর প্রথম মরশুমে 'ত্রিমুকুট' জেতাতে। তিনি বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য, রিয়াল মাদ্রিদকে ত্রিমুকুট জেতানো। এই বছর ট্রেবল জয়ের সুযোগ রয়েছে আমাদের। এর আগে রিয়াল কখনও ত্রিমুকুট জেতেনি। এই মরশুমে সেটাই করতে চাই।'

প্যারিস সাঁ জাঁ-তে থাকার সময় শেষ দিকে ক্লাব সভাপতি নাসের আল খেলাইফির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল এমবাপের। তবে সেই কথা এখন আর মনে রাখতে চান না। তিনি বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি-র মুখোমুখি হলে আমি খেলাইফির সঙ্গে করমর্দন করব। নেতিবাচক কোনও ঘটনা মনে রাখতে চাই না। আমরা সবাই পেশাদার।'

সেমিফাইনালে নিজের পুরোনো ক্লাবের মুখোমুখি হতে পারেন এমবাপে। তবে এখনই সেই সব নিয়ে ভাবছেন না তিনি। বরং তাঁর লক্ষ্য, কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালকে হারানো। ফরাসি তারকা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গতবছর সবাই ভেবেছিল, পিএসজি-রিয়াল ফাইনালে খেলবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এই মুহূর্তে আমি কোয়ার্টার ফাইনাল নিয়ে ভাবছি। আর্সেনালকে হারাতে হবে।'

*ফ্রান্স দলের সঙ্গে নেশনস লিগের অনুশীলনে চলেছেন কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার।*

## আলিপুরদুয়ারের নেতৃত্বে দেবীপ্রসাদ

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** এনসিসি ক্রিকেট বীরভূমের সিউড়িতে ২৪ মার্চ শুরু হবে। যার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা দল ২১ মার্চ রওনা হবে। দলে রয়েছেন দেবীপ্রসাদ রায় (অধিনায়ক), মনোজ পাসোয়ান, সত্যজিৎ রায়, শুভদীপ শর্মা, স্বপন বর্মন, রোহিত জয়সওয়াল, দীপক কার্জি, হিমাংশু সিং, অতনু রাহা, আকাশ আলমানদা, সুজিত মালি, সঞ্জীব বাসফোর, রাজু বর্মন ও সুজিত বিশ্ব। ম্যানেজার শংকর রবি দাস।

## দ্বিতীয় ঐতিহ্য

**রায়গঞ্জ, ১৮ মার্চ :** রাজ্যস্তরের আন্তঃকলেজ স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ডিসকাস থ্রোয়ে দ্বিতীয় হয়েছে ঐতিহ্য রায়। সোমবার কলকাতার সল্টলেক সাইয়ের মাঠে ৩৮.২১ মিটার ছুঁড়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করে ঐতিহ্য।

## নকআউটের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ :** আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতেও মাটিতে পা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। জয়ের উচ্ছ্বাসে না ভেসে আইএসএল কাপকেই পাখির চোখ করেছেন তিনি। সেই জন্য মঙ্গলবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হেডস্যার।

এদিন অনুশীলনে জাতীয় দলের থাকা খেলোয়াড়রা ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কড়া অনুশীলন করালেন মোলিনা। সাইড লাইনে ছিলেন আশিস রাই ও সাহাল আব্দুল সামাদ। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, সেমিফাইনালে দুই ফুটবলারকেই পাওয়া যাবে। এছাড়াও অজি তারকা জেমি ম্যাকলারেনও সাইড লাইনে রইলেন। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ধকলের জন্য পায়ে হালকা ব্যথা রয়েছে তাঁর।

অনুশীলনে ফুটবলাররা ছিলেন বেশ ফুরফুরে মেজাজে। আশিস রাই মজা করে গ্লেন মার্টিন্সকে বাংলাদেশের ফুটবলার হামজা চৌধুরীর সঙ্গে তুলনা করে বসেন। আবার অনুশীলন শেষে বেরোনোর সময় দিমিত্রিস পেত্রাতোস কিছুটা মজা করে এক সাংবাদিকের ফোন নিয়ে নিজেই ভিডিও করা শুরু করে দেন। সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাগান শিবিরে 'ফিলগুড পরিবেশ'। তবে, কোচ মোলিনা কিন্তু বেশ সিরিয়াস। গতবারও লিগ-শিল্ড জেতার পর আইএসএল কাপ হাতছাড়া হয়েছিল বাগানের। এবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি চাইছেন না বাগান কোচ মোলিনা।

# টেস্ট দ্বৈরথের আগে জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচ

**নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :** সাদা বলে দল দৌড়োচ্ছে।

লাল বলের ফরম্যাটে যদিও ছবিটা একেবারে বিপরীত। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ। অস্ট্রেলিয়া সফরে জয় দিয়ে শুরু করেও ভরাডুবি। আইপিএল শেষে জুনের ইংল্যান্ড সফরের আগে তাই বাড়তি সতর্কতা। ফলস্বরূপ, ভারতীয় সিনিয়ার দলের বিলেত সফরের আগে ইংলিশ কন্ডিশনে লাল বলে বাড়তি প্রস্তুতির ভাবনা।

**জুনের ইংল্যান্ড সফর**

টিম ইন্ডিয়ার সফরের প্রাক্কালে 'এ' দল ইংল্যান্ড সফরে যাবে। প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দুইটি চারদিনের ম্যাচ খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে খবর, আগাম প্রস্তুতি হিসেবে 'এ' দলের সঙ্গে সফরে পাঠানো হবে একঝাঁক টেস্ট স্পেশালিস্টকেও। ২০ জুন হেডিংলেতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের শুরু। তার প্রাক্কালে জুনের শুরুতে দুইটি চারদিনের বেসরকারি টেস্ট। ইংল্যান্ড লায়ন্সের সঙ্গে প্রথম ম্যাচ সম্ভবত ৪ জুন শুরু হবে। দুইটি 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচের পাশাপাশি থাকছে ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচও। সূত্রের খবর, 'এ' দলের সঙ্গে যেতে পারেন সিনিয়ার দলের কোচ গৌতম গম্ভীরও। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরে গম্ভীর নাকি এই রকম ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন বোর্ডকে। টেস্ট দ্বৈরথের প্রাক্কালে নীল নকশা তৈরির কাজ এগিয়ে রাখতেই এই ভাবনা গম্ভীরের।

## আবার হার পাকিস্তানের

**ডুনেডিন, ১৮ মার্চ :** নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচেও হার পাকিস্তানের। প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় মঙ্গলবার ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৫ করা হয়। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৩৫ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান। সর্বাধিক ৪৬ রান করেন অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। কিউয়িদের পক্ষে জ্যাকব ডাফি, বেন সিয়ার্স, জিমি নিশাম ও ইশ সোধি ২টি করে উইকেট পান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৩.১ ওভারে ১৩৭/৫ স্কোরে পৌঁছে যায় নিউজিল্যান্ড। ওপেনার টিম সেইফার্ট ২২ বলে ৪৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। এরমধ্যে পাক বোলিংয়ের স্তম্ভ শাহিন শা আফ্রিদিকে এক ওভারে ৪টি ছয় মারেন তিনি। এরপরে নেট দুনিয়ায় পাক তারকাকে নিয়ে ট্রোলিং শুরু হয়েছে। এদিন সেইফার্টকে যোগ্য সহযোগিতা করেন ফিন অ্যালেন (১৬ বলে ৩৮)। এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড।

*শাহিনের বিরুদ্ধে খুনে মেজাজে সেইফার্ট।*

# চোটের জন্য বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নেই মেসি

**বুয়েনস আয়ার্স, ১৮ মার্চ :** ২৬ তারিখ বিশ্ব ফুটবলে সবচেয়ে বড় মহারণ ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ। অথচ দুই দলের সেরা তারকা এই ম্যাচে খেলবেন না। চোটের জন্য আগেই ব্রাজিল স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন নেইমার। এবার সেই একই কারণে আর্জেন্টিনা দল থেকে ছিটকে গেলেন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

রবিবার মেজর সকার লিগে আটলান্টার বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে চোট পান আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। ফলে উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের দুই মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই মাঠে নামবে আলবিসিলেস্তেরা। এমনিতেই চোটের কারণে আগেই দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন পাবলো ডিবালা ও গঞ্জালো মন্টিয়েল। ফলে বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে নামার আগে বেশ চাপে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

দল থেকে ছিটকে যাওয়ায় বেশ হতাশ মেসি। তিনি সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'আমি এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দুটি খেলতে চেয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে যেতে হল। তবে খেলতে না পারলেও দলকে ম্যাচ জেতার জন্য উৎসাহ দেব।' তবে জানা গিয়েছে, মেসির চোট খুব গুরুতর নয়। ২৯ মার্চ ফিলাডেলফিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে মাঠে দেখা যেতে পারে।

*আটলান্টা ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ইন্টার মায়ামির হয়ে ম্যাচের মাঝে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ছেন মেসি।*

## দীপকজ্যোতি পাচ্ছেন বিজয়ন

**কলকাতা, ১৮ মার্চ :** প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দীপক দাসের ২৪তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার সমাজের বেশ কিছু গুণী মানুষকে 'দীপকজ্যোতি' সম্মান দিতে চলেছে লাল-হলুদ। এবার এই সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার আইএম বিজয়ন। এছাড়াও ময়দানের বর্ষীয়ান ফুটবল কোচ রঘু নন্দী এবং ক্রিকেট কোচ প্রণব নন্দীকে এই সম্মান দেওয়া হবে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

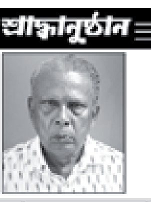

৺দুলাল চন্দ্র দাস
BSc.LLB, Income Tax Lawyer
গত 9 March রবিবার স্বর্গের পথে পাড়ি দিয়েছেন। তার ক্রিয়াকর্ম আগামী 21 এ মার্চ নিজ আশ্রমপাড়া বাসভবনে সম্পন্ন হইবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। 9832012776, 7702777886

**E-TENDER NOTICE**
Sealed Tenders are invited against NIET No. **WB/APD/APD-II/SAMUKTALA GP-ET/04/2024-25** dated : 18.03.2025. Last date of bid submission-27.03.2025 upto 18.00 Hrs. Details are available at the notice board of Samuktala G.P. office and also at **www.wbtenders.gov.in** website.
**Sd/- Pradhan**
**Samuktala Gram Panchayat**

স্মরণে

৺বিমল কুমার দাস
"আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,"-
যেখানেই থাকো ভালো থেকো
- পরিবারবর্গ

## জিতল ফণীন্দ্র

**জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয় ২ উইকেটে টেকনো ইন্ডিয়াকে হারিয়েছে। প্রথমে টেকনো ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৬ রান তোলে। রাজদীপ্ত দে ৩২ রান করে। ১২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছে সত্যব্রত মাইতি। জবাবে ফণীন্দ্র ১৯ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। জয়দীপ রাউত ৪৪ রান করে।

অন্য ম্যাচে বেলাকোবা হাইস্কুল ৬ উইকেটে জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। পাবলিক প্রথমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৬৯ রান তোলে। দেবকুমার সিংহ ১৭ রান করে। প্রণীত দাস ৩ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বেলাকোবা ১৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৭০ রান তুলে নেয়। সায়ন চক্রবর্তী ২৫ রান করে। আবির বৈদ্য ১৩ রানে নেয় ২ উইকেট।

## জোড়া জয় প্লেয়ার্স ইলেভেনের

**আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ :** রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও স্বামীজি ক্লাব বেলতলার কিডস কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে উদয়ন প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। নীলাভান সূত্রধর ৩০ রান করে। শিবম সরকার ৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে প্লেয়ার্স ১৪.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শিবম সরকার ৫৩ রান করে। ডেঞ্জিল পঙ্গুটি ২২ রানে নেয় ২ উইকেট।

উদয়ন ১০ উইকেটে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। ডুয়ার্স টসে জিতে ১৫ ওভারে ১৬০ রান তোলে। প্রিন্স কুমারের অবদান ৪৮ রান। জবাবে উদয়ন ১৪.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ১৬১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ওম কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩ রানে অপরাজিত থাকে।

পরে প্লেয়ার্স ৫ উইকেটে ফালাকাটার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ডুয়ার্স টসে জিতে ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রান তোলে। প্রিয়াংশু কার্জি ২৫ রান করে। প্রিয়া কুমারী ২১ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে প্লেয়ার্স ১১.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সৌম্যজিৎ কুণ্ডু ৪৫ রান করে। শ্রুয়াঙ্ক শীল ১৯ রানে নেয় ২ উইকেট।

*কলকাতার মাঠে প্রণব হাঁসদা।*

## চেতলায় প্রণব

**গঙ্গারামপুর, ১৮ মার্চ :** কলকাতা ফুটবল লিগে পঞ্চম ডিভিশনের ক্লাব চেতলা অগ্রগামী ক্লাবে সুযোগ পেল গঙ্গারামপুরের অনূর্ধ্ব-১৭ বছরের মিডফিল্ডার প্রণব হাঁসদা। সে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব কোচিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণাধীন। প্রণব সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব কোচিং ক্যাম্পের কোচ স্বপন হাঁসদা। চেতলা অগ্রগামীর হয়ে খেলার জন্য ট্রায়াল থেকে প্রণবকে বেছে নেন ফুটবল কোচ সঞ্জয় সেন।

## ফাইনালে রিভেঞ্জার্স

**মালবাজার, ১৮ মার্চ :** সৎকার সমিতি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল রিভেঞ্জার্স। মঙ্গলবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে ৬ উইকেটে এসটি ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে এসটি ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৫ রান তোলে। জবাবে রিভেঞ্জার্স ১০.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিং।

## সোনা ইন্দ্রজিতের

**চালসা, ১৮ মার্চ :** আন্তঃ কলেজ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে হাই জাম্পে পুরুষ বিভাগে সোনা জিতলেন ময়নাগুড়ি কলেজের ইন্দ্রজিৎ রায়। ১.৮৪ মিটার লাফিয়েছেন তিনি। ইন্দ্রজিতের বাড়ি বাতাবাড়ি যোগেশ পাড়া এলাকায়। প্রতিযোগিতাটি ১৭ ও ১৮ মার্চ কলকাতায় হয়েছিল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা পার্থ হালদার - কে 01.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86L 90576 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সত্যিই সহজ নয়। ডিয়ার লটারি সকলকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দিয়ে এটি সম্ভব করেছে। আমি এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করেছি এবং এর থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।